উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৩,৪৬৭.৬৬ (+৮৬২.২৩)
নিফটি : ২৫,৫৮৫.৩০ (+২৬১.৭৫)

গুজরাটে মন্ত্রীদের ইস্তফা
বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ছাড়া গুজরাট মন্ত্রীসভার ১৬ জন মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন। শুক্রবার নতুন মুখ আনতে মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ হওয়ার কথা। » ৯

বিহারে ধোঁয়াশায় মহাজোট
শনিবার প্রথম দফার বিহার বিধানসভা ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। এখনও বিরোধী মহাজোট আসন বণ্টন চূড়ান্ত করতে পারেনি। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
৩৩° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন

ট্রাম্পকে তেল নিয়ে ঘোষণার অনুমতি দেওয়া হয়েছে » ৯

৩০ আশ্বিন ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 17 October 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 147

দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

সুকান্তকে চ্যালেঞ্জ সাবিনার

‘হিম্মত থাকলে আমাকে বাংলাদেশে পাঠান’

জসিমুদ্দিন আহম্মদ ও মুরতুজ আলম

মালদা ও সামসী, ১৬ অক্টোবর : ‘হিম্মত থাকলে আমাকে বাংলাদেশে পাঠান।’ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে এভাবেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। নাম না করে সুকান্তকে উদ্দেশ্য করে সাবিনা বলেন, ‘হিম্মত থাকলে আমার নাগরিকত্ব কেড়ে দেখাক। সবার আগে ওঁর নাগরিকত্ব যাচাই করা উচিত। উনি বলছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর গুলি চালাবেন। একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হয়ে কীভাবে এমন কথা উনি বলেন?’ সুকান্তর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন সাবিনা। এদিকে, সুকান্তকে সাধারণ মানুষ লাঠিপেটা করবে বলে হুমকি শোনা যায় মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর গলায়। বিজেপি কর্মীরাই সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হামলা চালিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন রহিম বক্সী। মালতীপুরের সভা থেকে বিজেপিকে উইপোকা বলে কটাক্ষ করে তিনি গেরুয়া শিবিরের নেতা-কর্মীদের সমাজ থেকে বহিষ্কারের নিদান দেন।

কলকাতায় এক দলীয় কর্মসূচিতে সুকান্ত সাবিনাকে বাংলাদেশে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। রাস্তায় নেমে সংখ্যালঘুরা গণ্ডগোল করলে সিআরপিএফ গুলি চালাবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তার প্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার সাবিনা পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন সুকান্তকে।

এদিন মালদা শহরে দলের বিজয়া সম্মিলনিতে যোগ দিয়ে রহিম বক্সী বিজেপিকে তোপ দাগেন। তিনি বলেন, ‘বিজেপি এরাজ্যে দাঙ্গা লাগাতে চাইছে। দাঙ্গা লাগিয়ে ৩৫৫ ধারা জারি করে এরাজ্যে ক্ষমতায় আসতে চাইছে। সুকান্তরা গোল্লা পাবেন। এখন দেখতে পাচ্ছেন না, বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি নেতাদের লাঠিপেটা করছে, ঝাঁটাপেটা করছে! সুকান্তর কপালেও এটা বাকি আছে। সাধারণ মানুষ যখন লাঠি নিয়ে তাড়া করবেন, মহিলারা ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবেন, তখন বুঝবেন এমন অশালীন বক্তব্যের আসল মজা। হিন্দু-মুসলমান করে ওঁরা কখনও জিততে পারবেন না।’

> সবার আগে ওঁর নাগরিকত্ব যাচাই করা উচিত। উনি বলছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর গুলি চালাবেন। একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হয়ে কীভাবে এমন কথা উনি বলেন?
>
> **সাবিনা ইয়াসমিন**

এদিন রাজ্যে সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘আমি জানি না সুকান্ত মজুমদার কী নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। শুনেছি উনি একজন অধ্যাপক। কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকার বিজেপির নেই, সুকান্তবাবুরও নেই। ওঁর ক্ষমতা থাকলে আমার নাগরিকত্ব কেড়ে দেখান। বড় বড় ডায়ালগ মেরে কাজ হবে না। এখানে আমরা লন্ডভন্ড করে নয়, এসআইআরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। বিজেপি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমি ওঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে যাচ্ছি।’

অন্যদিকে, রহিম বক্সীর উদ্যোগে মালতীপুরে বিজয়া সম্মিলতিতে যোগ দেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেনও। ইউসুফ পাঠান বলেন, ‘রাজ্য সরকার মানুষের জন্য একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে।’

মালতীপুরে রহিম বক্সী বলেন, ‘খগেন মুর্মুর উপর হামলা সমর্থন করি না। মানুষের নজর ঘোরাতে বিজেপির কর্মীরাই হামলা চালিয়েছেন।’ তাঁর সংযোজন, ‘বিধানসভা ভোটকে লক্ষ্য করে কু-চক্রান্তকারীরা জাতপাতের নামে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাজনীতির মুনাফা লুটতে চাইছে। তাদের চিহ্নিত করে সমাজ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। কারণ উইপোকা থাকলে মানুষকে ভিতর থেকে শেষ করে দেবে।’

উত্তরের খোঁজ

করমর্দনে নেই, আছি হাই ফাইভে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

খেলাটার নাম হকি হলে পাকিস্তানিদের হাতে হাত মেলানো যাবে! আর খেলাটার নাম ক্রিকেট হলে পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মেলানোই যাবে না।

শারদীয় মরশুমে ভারত সরকারের তরফে আমাদের এটাই প্রধান শিক্ষা। এই শিক্ষাটাই বুকের মধ্যে ধরে রাখতে হবে বাছারা।

একবার ‘ও বন্ধু, ও আমার ভালোবাসা।’ অন্যবার, ‘তুই কে রে ব্যাটা? একেবারে তফাত যা!’ একেবারে আমাদের বিদেশনীতির কার্বন কপি!

এশিয়া কাপ ক্রিকেটের সময় আমাদের ক্রিকেটাররা হাত মেলাননি পাকিস্তানিদের সঙ্গে। ছেলে-মেয়ে দু’পক্ষই।

আমাদের অনেকে ধন্য ধন্য করেছে ক্রিকেটারদের। সোশ্যাল মিডিয়া ভরে গিয়েছে পোস্ট এবং রিলসে। আহা, সূর্যকুমার-হরমনপ্রীত কী যে দিয়েছ তোমরা, জবাব নেই! বীর সেনাপতি!

দু’দিন আগে মালয়েশিয়ার জোহরে আবার উলটা বুঝলি রাম! সেখানে জোহর কাপ হকিতে ভারতীয় জুনিয়াররা ম্যাচের পর একেবারে হাই ফাইভ দিয়ে পাকিস্তানিদের সম্ভাষণ জানালেন। দৃশ্যটা দেখে থাকলে সূর্যকুমার বা হরমনপ্রীতের কি নিজেদের কোনও লজ্জাবোধ তাড়া করেছে? কোনও প্রশ্ন জেগেছে মনে? বা বিসিসিআইয়ের কোনও কর্তার?

এরপর দশের পাতায়

আড়াই কোটি ভোটার বাদ, দাবি শুভেন্দুর

শুভজিৎ দত্ত ও খোকন সাহা

নাগরাকাটা ও বাগডোগরা, ১৬ অক্টোবর : বাংলার ভোটার তালিকা থেকে নাকি ২ কোটি ৪০ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে (এসআইআর) এত সংখ্যক ইতিমধ্যে বাদ গিয়েছে বলে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি। যদিও এসআইআর বাংলায় শুরু হওয়া দূরে থাক, এখনও বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত দেয়নি নির্বাচন কমিশন। তা সত্ত্বেও প্রায় আড়াই কোটি ভোটারের নাম কোন জাদুবলে বাদ চলে গেল, তার ব্যাখ্যা দেননি বিরোধী দলনেতা।

দলগতভাবে বিজেপি এই মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া এড়িয়েছে। আলিপুরদুয়ারের দলীয় সাংসদ মনোজ টিগ্গার ভাষায়, ‘শুভেন্দুবাবুর বক্তব্যের ওপর আমার কোনও কিছু বলার অধিকার নেই।’ শুভেন্দু অবশ্য নিজের বক্তব্যে অনড়। তাঁর বক্তব্য, ‘এসআইআর-এর সেমিফাইনালেই পিসি আর ভাইপো ভোকাট্টা। ভয় পেয়ে তৃণমূল এসআইআর করতে দেবে না বলছে। সেক্ষেত্রে আমরাও নো এসআইআর-নো ইলেকশন কর্মসূচি নেব।’

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার আগে তিনি কীভাবে এত সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে বলছেন? এভাবে কি আসলে শুভেন্দু নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল নিচ্ছেন? উত্তরবঙ্গের দুর্যোগপীড়িত এলাকায় এসে বিরোধী দলনেতা বাস্তবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ক্ষমতা দখলের ছক শুনিয়ে গেলেন।

জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা থানার উলটোদিকে দলের সমাবেশে বৃহস্পতিবার শুভেন্দু কার্যত এসআইআর অস্ত্রেই তৃণমূল বধের পরিকল্পনা স্পষ্ট করে দিয়ে গেলেন। তাঁর কথায়, ‘এসআইআর-এর শুরুতেই যে ২ কোটি ৪০ লক্ষ নাম বাদ চলে গিয়েছে, তার অর্ধেকও যদি ওঠে, তবে বাকি ১ কোটি ২০ লক্ষের নাম উঠবে না। ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটার, ডাবল-ট্রিপল এন্ট্রি, অনুপ্রবেশকারীদের নাম উঠবে না। সেকারণে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিই ক্ষমতায় আসছে।’

এসআইআর অস্ত্রে বঙ্গ জয়ের ছক

এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল। দলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, ‘কোনও কিছু শুরু হওয়ার আগেই ফলাফল জানিয়ে দেওয়ার অর্থ কি সব আগে থেকে সাজানো আছে? বিজেপির নেতারা নির্বাচন কমিশনেরও ঊর্ধ্বে কি না-সন্দেহ হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বৈকি।’ গত ৬ অক্টোবর নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা-টন্ডুতে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবারের ধিক্কার সভায় এসেছিলেন শুভেন্দু।

২০২৬-এ রাজ্যে বিজেপির জয় কোন পথে, তারও অঙ্ক কষে শুনিয়েছেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

প্রেমের ফাঁদে ফেলে পাচারের ছক

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : হেমতাবাদের নাবালিকাকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে দিল্লিতে পাচারের ছক কষেছিল জলপাইগুড়ির তরুণ। তবে পুলিশের তৎপরতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ওই তরুণের বিরুদ্ধে এক বছর আগে আরেক নাবালিকাকে ফেসবুকের মাধ্যমে বন্ধুত্ব পাতিয়ে দিল্লির এক পতিতাপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। জামিনে মুক্ত হয়ে এবার হেমতাবাদের ওই নাবালিকাকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে দিল্লিতে পাচারের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু হেমতাবাদ থানার পুলিশ ওই নাবালিকার মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে তাকে উদ্ধার করতে পারে। এদিন আদালত ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে ওই নাবালিকার বাবা বলেন, ‘আমার মেয়ের সঙ্গে ফেসবুকে পরিচয় হয়েছিল। চলতি মাসের ১২ তারিখে মেয়ে ওই তরুণের সঙ্গে পালিয়ে যায়। আমরা ছেলের নাম জানতাম না। সেই কারণে আমরা নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করি। পরবর্তীতে পুলিশ মারফত জানতে পারি, অভিযুক্ত তরুণ সামাজিক মাধ্যমে মেয়েদের সঙ্গে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে দিল্লিতে পাচার করে দেয়।

এরপর দশের পাতায়

অবাধে নয়ানজুলি ভরাট রায়গঞ্জে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : জমি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে রায়গঞ্জ শহর ও শহরতলি এলাকা। জমিয়ে কারবার করার সব রসদ ঠাসা। শহরের দেবীনগর কসবা এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে নয়ানজুলি ভরাটের অভিযোগ উঠেছে জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। রূপাহার বাইপাস চালু হওয়ার পর থেকে রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়া ও কসবা এলাকায় পুরোনো জাতীয় সড়কের পাশে থাকা নয়ানজুলিগুলির দাম এখন আকাশছোঁয়া। অভিযোগ, সেই সুযোগ নিচ্ছে জমি মাফিয়ারা।

রায়গঞ্জের দেবীনগর কসবা এলাকায় পুরোনো জাতীয় সড়কের পাশে থাকা নয়ানজুলি ভরাট করে বিরাট এলাকা ইতিমধ্যে কাঠ ও টিন দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। এর ফলে ব্যস্ততম রাস্তায় মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। প্রশাসন ও পূর্ত দপ্তর চুপ থাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা ভয়ে প্রতিবাদ করতে পারছেন না। রাস্তার একপাশ পুরো দখল হয়ে যাওয়ায় সমস্যা যে হচ্ছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সোনাই দেবশর্মা। তবে তিনি যে এই বেআইনি কাজ রোখার ক্ষেত্রে নিরুপায়, সেকথাও অস্বীকার করেননি। তাঁর কথায়, ‘কেউ আমাকে লিখিত অভিযোগ জানায়নি। তাই ব্যবস্থা নিতে পারছি না। অভিযোগ করলে অবশ্যই প্রশাসনকে জানাব।’

কী অভিযোগ

- দেবীনগর কসবা এলাকায় পুরোনো জাতীয় সড়কের পাশে নয়ানজুলি ভরাট
- ইতিমধ্যে কাঠ ও টিন দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে
- পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস পূর্ত দপ্তরের

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ‘প্রতিবাদ করে লাভ হবে না। শত্রুতা বাড়বে। তাই চুপ থাকতে হচ্ছে। পূর্ত দপ্তরের জমি এভাবে প্রকাশ্যে দখল করে ঘিরে ফেলা হয়েছে, অথচ প্রশাসন নীরব। প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। আমিও দু’দিন আগে মেয়েকে নিয়ে বাইকে আসার সময় প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।’

কীভাবে দিনের আলোয় সরকারি জমি ভরাট করে বেহাত হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ। এর আগে ওই প্লটেই একটি বিশালাকার জলাশয় ভরাট করা হয়েছে। মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃষা প্রামাণিক বলেন, ‘গতকাল ওই এলাকায় গিয়ে দেখলাম, পুরোনো জাতীয় সড়কের

এরপর দশের পাতায়

সাহসী কুনকিদের পুরস্কার

লাটাগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : বেশ কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের কুনকি হাতিরা উদ্ধারকাজে দুঃসাহসিক নজির দেখিয়েছিল। এবার তাদের ওই অবদানের স্বীকৃতি দিচ্ছে রাজ্য বন দপ্তর। ওই হাতিগুলিকে পুরস্কৃত করা হবে। পাশাপাশি তাদের মাহুতদেরও সম্মান জানানোর চিন্তাভাবনা চলছে।

চলতি মাসের ৫ তারিখ জলঢাকা নদীর তীব্র জলোচ্ছ্বাসে গরুমারার বিস্তীর্ণ অংশ তলিয়ে যায়। বন্যার জলে গন্ডার সহ একাধিক বন্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। ওই সময় বন দপ্তরের কুনকি হাতিরা যেমন আমন, হিলাড়ি, কাবেরী, ফুলমতি ও ডায়নারা দক্ষতার সঙ্গে বনকর্মীদের সঙ্গে উদ্ধার অভিযানে নামে। বন্যার পর জঙ্গলের অবস্থা পর্যালোচনাতেও এই কুনকি হাতিরাই ছিল বনকর্মীদের ভরসা।

এই কুনকি হাতিরা সাধারণত সারা বছর পর্যটন, জঙ্গল পাহারা ও বন্যপ্রাণী উদ্ধারের কাজে নিযুক্ত থাকে। তবে বন্যার সময় তাঁদের ভূমিকা ছিল অসামান্য।

বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, 'আসন্ন বনমহোৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠানে এই কুনকি হাতিদের পুরস্কৃত করা হবে। বন্যার সময় কোন কোন হাতি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের কাছে তার তালিকা চাওয়া হয়েছে।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'ভালো কুনকি হাতি মানেই দক্ষ মাহুতের পরিশ্রম ও স্নেহ। তাই কুনকিদের পাশাপাশি মাহুতদেরও সম্মান জানানো যায় কি না এ নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে।'

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বললেন, 'পুরস্কার সংক্রান্ত কোনও সরকারি নির্দেশ এখনও পাইনি। নির্দেশ এলে সেইমত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/ BDO/NIT-001/2025-26**
Last date of online bid submission 03/11/2025 Hrs 09:00 AM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

এসএন্ডটি কার্য
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৪৩ তারিখঃ ১৪-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ এডিএফের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএন্ডটি কাজঃ সিসিটিভি, আলোকসজ্জা ব্যবস্থা, চতুর্দিকের এলাকার উন্নয়ন ধরণের গুডস য়ার্ড সুবিধার উন্নীতকরণ এবং নর্দমা ব্যবস্থা সহিত অন্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৩৩,৪৬,০৪৬.৪৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬৬,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নির্মাণ এবং যোগান কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./৬২ তারিখঃ ১৪-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার জংশন-যোগবানী (এসএল) টিএসআর (পি) - ৬১.৬০০ টিকেএম। টেন্ডার রাশিঃ ১১,৫৭,৮৭,০২৫.৯৮/-টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ৭,২৮,৯০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়েলডিংয়ের সিঙ্গল শট ক্রুসিবল মেথড এবং কমপ্রেসেড এয়ার প্রিহিটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ৬০ কেজি/৬০ইঃ আর ২৬০ এবং ৫২ কেজি ৯০ ইউটিএস রেইলের জন্যে এ টি ওয়েলডিং পোর্শনের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান। টেন্ডার রাশিঃ ৭৫,৪৮,৫০৪.৮৮/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ১,৫১,০০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক) জেএজি এবং যোগবানী য়ার্ডে ব্যালাস্টের যোগান (খ) য়ার্ডের নর্দমা ব্যবস্থার উন্নতকরণ - যোগবানী য়ার্ড (পি. ওয়ে কাজ)। টেন্ডার রাশিঃ ২,০৯,৮৭,১৬৫.৭৭/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,৫৪,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৩-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ)/ কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রেল এবং ওয়েল্ডের আলট্রাসনিক টেস্টিং
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০৪২০২৫-এমএলজি, তারিখঃ ১৩-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০৪২০২৫-এমএলজি। কাজের নামঃ এক বছরের জন্য আরডিএসও কর্তৃক জারি করা রেল, ওয়েল্ডের আলট্রাসনিক টেস্টিংয়ের জন্য ভারতীয় রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুসারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের চিহ্নিত রুটে ডিজিটাল ইউএসএফডি মেশিন দ্বারা রেল এবং ওয়েল্ডের আলট্রাসনিক টেস্টিং। আনুমানিক টেন্ডার মূল্যঃ ৫৩,৬৯,৪৪০ টাকা; বায়নার অর্থঃ ১,০৭,৪০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘণ্টায় প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১, আসাম কার্যালয়ে খোলা হবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি/ইএল/ ১৫/২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.: এপি/ইএল/১৫/২৫-২৬, কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে:- ২৫ বছরের জন্য নকশা, নির্মাণ, অর্থায়ন, পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানান্তর (ডিবিএফওএমটি) ভিত্তিতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)এর মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার জংশন পাওয়ার হাউসের কাছে ০২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভূমি ভিত্তিক সৌর পিভি সিস্টেম প্রকল্পের বাস্তবায়ন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ২৮,২৫,১০,০০০ টাকা, বায়নার অর্থঃ ২১,৩৬,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৫-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৫-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট্র (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড পিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং জয়েন্টের ইউএসএফডি পরীক্ষণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০৫২০২৫-এমএলজি তারিখঃ ১৩-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ই-টেন্ডার সংখ্যা. জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০৫২০২৫-এমএলজি। কাজের নামঃ উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I এবং জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/রঙ্গিয়া মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে ফেজড অ্যারে আল্ট্রাসোনিক ওয়েল্ড টেস্টর (পিএইউটি) দ্বারা ফ্লাশ বাট ওয়েলডিং জয়েন্টের ইউএসএফডি পরীক্ষণ। আনুমানিক টেন্ডার রাশিঃ ২,৩২,০৮,৯৯৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬৬,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.১৫ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্তা/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-Tender Notice
The Chairman, Mal Municipality invites e-Quotation for Tower Clock as per given NIQ within Mal Municipality under 15th Finance **e-NIT No.** MM/C/ CLOCK TOWER/15th FC/1078/25-26 **Tender ID.** 2025_MAD_926824_1 **Last date of bidding (online):** 04.11.2025 up to 12:00 Hrs. Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/-
Chairman
Mal Municipality

e-Tender Notice
DDA(Admn) Dakshin Dinajpur, Balurghat invites online e-tender. Vide no.AGRI/ DD/e-NIT No- 05/2025-2026(4th Call) and Memo no 2490(18) Dt-10/10/2025 for procurement of Novaluron 10% EC and Hexaconazole 5%. EC.Submission of bid will start (online) on 17/10/2025 from 12:00 P.M. Closing date (online) is 27/10/2025 upto 2:00 P.M. opening date. Tech & Fin bid opening on 29/10/2025. Details are available in the website **http://wbtenders.gov.in.**
Sd/- (A. Chattopadhyay)
Dy.Director of Agriculture(Admn.)
Dakshin Dinajpur: Balurghat

NOTICE INVITING e-TENDER
Tender are invited vide(1) e-NIT No. 71/APAS/2025-26 to e-NIT- 91/ APAS/2025-26, Memo No. 1996/G-II to 1216/G-II, Dated: 10/10/2025 (2) e-NIT No. 92/APAS/2025-26 to e-NIT- 106/ APAS/2025-26, Memo No. 1247/G-II to 1260/G-II, Dated: 11/10/2025, (of the undersigned, intending bidders may participate through **http://wbtenders.gov.in** and/or may contact this office for details.
Sd/-
Block Development Officer
Goalpokher-II Dev Block
Chakulia, Uttar Dinajpur

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti:::Jalpaiguri
e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT NO: WB/028/ APAS-12/BDOKNT/25-26(Retender), Dated:- 16-10-2025 Work Sl 01 to 08. & E-NIQ NO: WB/008/NIQ/ BDOKNT/25-26 (Re-NIQ-07), Dated:- 16-10-2025 Work Sl 01-a) to e). Last date of submission of bid through online **is 05-11-2025 upto 09:00 hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** from 16-10-2025 from 17:00 hrs. respectively.
Sd/-
EO & BDO
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

OFFICE OF THE PRINCIPAL
Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital, Cooch Behar
Quotation for Canteen Service
Quotation is invited for Canteen Service at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/Prin/2368/2025, Dated 15/10/2025.
Details are available from the following websites-www.wbhealth.gov.in, www.coochbehar.gov.in and www.mjnmch.ac.in
Sd/-
Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.e.T. No. WB/APD-I/ BDO-ET/05/2025-26(2nd Call), Dt. 14/10/2025, Last date and time for bid submission-03/11/2025 at 16:00 hours. For more information please visit: **www.wbetenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৫৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

২০২৫ সালের অক্টোবর মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
২০২৫ সালের অক্টোবর মাসের ইউনিট ভিত্তিক ডেপুটি সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ির আওতাধীন রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে:-

ডিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৫	২২-১০-২০২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৫	২২-১০-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৫	২২-১০-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের ই-নিলামে নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
দুটি পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ২৬টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ২৯টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১৩০৩৩/৩৪-তে ০১টি আরটিভিপি কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ২৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২৯টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১৩০৩৩/৩৪-তে ০১টি আরটিভিপি কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-অকশনের জন্য বিডিং জমা করা যাবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নিতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ : ● অকশন ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১০সি। **কামরা :** ১১টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৪টি এসএলআর কামরা এবং ট্রেন নং ১৩০৩৩/১৩০৩৪-তে ০১টি আরটিভিপি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ২৪.১০.২০২৫, দুপুর ২টো। **● অকশন ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-১০ডি। **কামরা :** ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি এসএলআর কামরা। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ২৯.১০.২০২৫, দুপুর ১টা।
(HWH-349/2025-26) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি Samsul Haque, S/O- Late Md Mustakim Vill - Nurpur Mandalpara, P.O- Nurpur, P.S- Manikchak, Pin - 732203 আমার পাশপোর্টে (N6296129) আমার নাম ভুল থাকায় গত 8/10/2025 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Mohammad Samsul Haque থেকে Samsul Haque করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118675)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং- WB-63 20050919339(New), WB- 64/24355(Old) আমার নাম, বাবার নাম ও ঠিকানা ভুল থাকায় গত 14-10-25, J.M., 3rd কোর্ট, সদর, কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Subhashish Chowdhury বাবা H.C. Chowdhury এবং Subhashis Chowdhury বাবা Late Harendra Chandra Chowdhury-র পরিবর্তে Subhashis Choudhury বাবা Late Harendra Chandra Chowdhury সঠিকভাবে উল্লেখিত হল এবং আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং- WB-63 20050919339(New) তে ঠিকানা B.S Road, Natun Bazar, Coochbehar, 736101 এর পরিবর্তে Ashram Road, 2nd Bye Lane, East Hazrapara, W ard no.- 14, P.S. Kotwali, P.O. & Dist.- Coochb Behar এ সঠিকভাবে উল্লেখিত হল। (C/118147)

০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভূমি স্থিত সোলার পিভি সিস্টেম প্রজেক্টের রূপায়ন
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/১৬/২৫-২৬ তারিখঃ ১৪-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ই-টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/১৬/২৫-২৬। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলেঃ ২৫ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ডিজাইন, নির্মাণ, বিত্ত, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানান্তর (ডিবিএফওএমটি) দ্বারা পাব্লিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার জংশন স্থিত কাঞ্চন ভিউ কলোনিতে ০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ভূমি স্থিত সোলার পিভি সিস্টেম প্রজেক্টের রূপায়ন। টেন্ডার রাশিঃ ৪২,৩৭,৬৫,০০০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩২,০৪,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট্র (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জি এণ্ড পিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমি রফিকুল ইসলাম, পিতা- রইসউদ্দিন মিঞা, গ্রাম- মধ্য কালারায়ের কুঠি, পো: + থানা- পুণ্ডিবাড়ী, জেলা- কোচবিহার আমার ভোটার কার্ড-এ পদবী ভুল থাকায় E.M কোর্টের অ্যাফিডেভিট (13/10/25) দ্বারা আমি রফিকুল মিঞা থেকে রফিকুল ইসলাম এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

●

ভোটার কার্ড (ID) নং WB/01/005/ 534378 আমার নাম ভুল থাকায় গত 15-10-25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jaynal Hossain এবং Jaynal Abedin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গোকুলেরকুঠি, রাশিডাঙ্গা-II, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118149)

●

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB 63 20020918276 আমার নাম Nazrul Haque থাকায় দিনহাটা 1st.Cl.JM কোর্টে 15.10.2025 অ্যাফিডেভিট বলে Nazrul Hoque হলাম। সাং - ভাংনি ২য় খন্ড। (S/M)

●

আমি অবিনাশ রায়, পিতা মৃত পাতারু রায়, 1st Class Judicial Magistrate আলিপুরদুয়ার কোর্টে গত ইং ১৫/১০/২০২৫ তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতার নাম মৃত পবিত্র রায় থেকে মৃত পাতারু রায় নাম পরিচিত হইল। (P/S)

●

আমি Jayanti Sarkar স্বামী Sanjoy Roy Pramanik কন্যার জন্ম শংসাপত্রে ভুলবশত Jayanti Roy Pramanik থাকায় গত ইং 4/9/25 জলপাইগুড়ি E.M. Court-এ অ্যাফিডেভিট বলে Jayanti Roy Pramanik এবং Jayanti Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। ডাউকিমারী, ধূপগুড়ি। (A/B)

●

আমার ভোটার কার্ড নং TSX 1489269 যেখানে আমার পিতার পরিবর্তে স্বামীর নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে Nachhir Uddin Miya, পিতার নাম Nachhi Uddin Miya-এর পরিবর্তে। আমার আধার কার্ড নং 8175 7099 1635 আমার নাম Najima Khatun-এর পরিবর্তে Najina Bibi ভুলবশত: লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 16-10-2025, নোটারী পাবলিক, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি আমার নাম Najima Khatun, D/o Nachhi Uddin Miya হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। কলাবাড়িঘাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পিন- 736170. (C/118148)

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (আরআরবি)
কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং- ০৬/২০২৫ এবং ০৭/২০২৫
নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগে (স্নাতক এবং অস্নাতক) বিভিন্ন পদের জন্য নিয়োগ
নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখিত নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগে (স্নাতক এবং অস্নাতক) পদের জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নিম্নের তালিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদনপত্রগুলি সকলক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করতে হবে এবং শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে জমা করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি

কারিকা	সিইএন নং ০৬/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ, স্নাতক)	সিইএন নং ০৭/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ, অস্নাতক)
আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ	২১.১০.২০২৫	২৮.১০.২০২৫
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ	২০.১১.২০২৫ (২৩ : ৫৯ ঘটিকায়)	২৭.১১.২০২৫ (২৩ : ৫৯ ঘটিকায়)

সিইএন নং	পদের নাম	সপ্তম সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা যোগ্যতা	০১.০১.২০২৬ এর অনুসারে বয়স	সম্ভাব্য শূন্যপদ (সকল আরআরবি)
০৬/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ, স্নাতক)	চিফ কমার্সিয়াল তথা টিকিট সুপারভাইজার	৬	৩৫৪০০	বিস্তারিত সিইএন-এর সংযুক্তি-এ দেখুন	১৮-৩৩ বছর	৫৮০০
	স্টেশনমাস্টার					
	গুডস ট্রেন ম্যানেজার	৫	২৯২০০			
	জুনিয়র অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট তথা টাইপিস্ট					
	সিনিয়ার ক্লার্ক তথা টাইপিস্ট					
	ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট	৪	২৫৫০০			
০৭/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ-অস্নাতক)	কমার্সিয়াল তথা টিকিট ক্লার্ক	৩	২১৭০০	বিস্তারিত সিইএন-এর সংযুক্তি-এ দেখুন	১৮-৩০ বছর	৩০৫০
	অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক তথা টাইপিস্ট	২	১৯৯০০			
	জুনিয়ার ক্লার্ক তথা টাইপিস্ট					
	ট্রেনস ক্লার্ক					

প্রার্থীদের তাদের প্রাথমিক বিবরণ যাচাইকরণের জন্য আধার ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার সময়কালে, আধারবিহীন যাচাইকৃত আবেদনপত্রগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের ফলে যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত সময় অপচয় হয় তা এড়িয়ে চলার জন্য। সাফল্যের সহিত যাচাইকরণটি সম্পূর্ণ করতে আধার ব্যবহার করুন এবং ওই আধারটিতে থাকা আপনার নাম এবং জন্মতারিখটি আপডেট হতে হবে আপনার দশম শ্রেণির উত্তীর্ণ পত্রে উপলব্ধ আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং জন্মতারিখের সঙ্গে ১০০% মিলের জন্য। অনুরূপভাবে, আধারটিতে আপনার সাম্প্রতিক ছবি এবং সাম্প্রতিক বায়োম্যাট্রিক (আঙ্গুলের ছাপ এবং চোখের মণি) অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার পূর্বে আপডেট করতে হবে।

আবেদনপত্রটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আবেদনকারীদের কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৬/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ-স্নাতক) এবং কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৭/২০২৫ (নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ-অস্নাতক) অনলাইনে আবেদনপত্রটি পূরণ করার পূর্বে বিশদভাবে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৬/২০২৫ নন-টেকনিকাল পপুলার বিভাগ-স্নাত্মক এবং কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৭/২০২৫ - এর বিস্তারিত বিবরণ কোনও প্রকার সংশোধনী/সংযোজন/উল্লেখিত নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সময় বিশেষে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত আরআরবিগুলির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সিইএন নং- ০৬/২০২৫ এবং ০৭/২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট

আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	মুজাফফরপুর ww.rrbmuzaffarpur.gov.in
আজমের www.rrbajmer.gov.in	গোরখপুর www.rrbgkp.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in
বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbpryj.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderabad.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in
চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	মুম্বই www.rrbmumbai.gov.in	তিরুবনন্তপুরম www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

নং. আরআরবি/এমএএস/০৬ এবং ০৭-২০২৫/জি এবং ইউজি/০১
তারিখ : ১৭.১০.২০২৫
'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'
চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন
শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রালয় :: ভারত সরকার
ক্ষেত্রীয় কার্যালয়, ভবিষ্য নিধি ভবন, দিন বাজার, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
ই-মেইল: ro.jalpaiguri@epfindia.gov.in ফোন নম্বর: ০৩৫৬১-২৩০২৭১/২৩০৭৩১

আবেদন

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন, শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রণালয় ডিজিটাল পরিষেবাগুলিকে আরও উন্নত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিজেদের সদস্যদের জন্য এক নতুন উদ্যোগের সূচনা করেছে। এখন থেকে ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নং (UAN) সৃষ্টি এবং সক্রিয় করে তোলার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে সহজ এবং সরল করে তোলা হয়েছে। কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন UMANG অ্যাপ প্রচলনের দ্বারা মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি (FAT)-এর মাধ্যমে নতুন সুবিধার সূচনা করেছে। মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি (ফেস অথেন্টিকেশন টেকনোলজি) প্রচলিত OTP -এর দ্বারা যাচাইকরণ পদ্ধতির থেকে অনেক বেশি সুরক্ষিত এবং সঠিক পদ্ধতি। এর ফলে EPFO সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সম্পূর্ণরূপে যাচাইকরণ সম্ভব হয় এবং এক্ষেত্রে সদস্য নিয়োগকর্তা অথবা EPFO কার্যালয়ের সাহায্য ছাড়াই সদস্যরা নিজের মোবাইল থেকে সমস্ত পরিষেবা উপভোগ করতে পারবেন।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাঝ থেকে বেতন মাসগুলির জন্য সংশোধিত ইলেক্ট্রনিক চালান সহ রিটার্ন (ECR) ৩.০ কার্যকর করেছে যার অন্তর্গত পরিষেবা প্রদানকারীদের দ্বারা চালান দাখিল এবং রিটার্ন ফাইলিং এর মত প্রক্রিয়াগুলি করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এই নতুন প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে ভুলভাবে ECR জমা দেওয়াটিকে বন্ধ করে, সিস্টেম সংক্রান্ত ত্রুটি কমানো এবং বেতন সহ অন্যান্য ডেটার গণনা উন্নত করে, ECR এ সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি ইত্যাদি এই প্রক্রিয়াটির অন্তর্গত করা হয়েছে। ইপিএফও ওয়েবসাইটে 'Revamped' ফিচারটি উন্নত করা হয়েছে যার ফলে নিয়োগকর্তাদের কার্যপ্রণালী উন্নততর করে তোলার সাথে সাথে রিটার্ন এবং চালানের ট্রেক করার পদ্ধতিটি অনেক বেশি সহজ হয়ে গেছে।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

সম্প্রতি কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন সব প্রতিষ্ঠানের জন্য ফর্ম ৫এ (প্রতিষ্ঠানের মালিকানা এর বিবরণ) দাখিলের সুবিধা চালু করেছে, এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা, ইপিএফ কোড সংখ্যা, কভারেজের তারিখ, শাখাগুলির তথ্য ইত্যাদির বিবরণ স্পষ্ট এবং খুব সহজে দেখা যাবে। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তথ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে প্রদর্শন করা অনিবার্য করে তোলা হয়েছে যার ফলে প্রতিষ্ঠানের পারদর্শিতা আরও বাড়ানো যায়। এটির মূল উদ্দেশ্য হল কর্মচারীদের তাদের নিয়োগকর্তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা সঙ্গে ইপিএফও -এর নিয়মগুলির সঠিক পরিষেবাগুলি সম্পর্কে সুনিশ্চিত করা।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ইফিএফও সকল সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ করছে যে, অননুমোদিত এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করাতে বিরত থাকুন এবং নিঃশুল্ক তথা সুরক্ষিত অনলাইন পরিষেবাগুলির জন্য ইপিএফও এর আধিকারিক পোর্টালটি ব্যবহার করুন। যার বিস্তারিত তথ্য http://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2136622 তে উপলব্ধ।

এই উদ্যোগটি সমস্ত সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, যেখানে নিয়ম অনুসারে অনলাইনে দাবি জমা দেওয়া সম্ভব নয় এবং দাবিটি বাস্তব আকারে জমা দেওয়া হয় যাতে ই-নামাঙ্কন বিহীন পি.এফ./ই.ডি.এল.আই/পেনশনরা অন্তর্ভুক্ত থাকে। মনে রাখবেন যে এটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা এবং খুব শীঘ্রই একটি ভিন্ন পদ্ধতি আনা হবে, যার মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন কর্মচারী বা নিয়োগকর্তার দ্বারা জমা করা সমস্ত নথিপত্র ডিজিটাল রূপে দাখিল করার নিয়ম আনা হবে। এই সমস্ত নথিগুলি ডিজিটাল সিকিউরিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহার করে ই-মেলের মাধ্যমে কার্যালয়ে জমা দিতে হবে এবং পুরো প্রক্রিয়াটিকে ডিজিটালকরণ এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত পরিস্থিতিতে নিশ্চিত করা হবে।

সঙ্গে কার্যালয়ের দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে, অভিযোগকারীরা চাকরি ছাড়ার পর পি.এফ-এর বকেয়া সংক্রান্ত অভিযোগ করেন। তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময় তাদের কাজ করার প্রমাণপত্র যেমন নিয়োগপত্র, বেতন/মজুরি স্লিপ এবং অ্যাকাউন্টে বেতন জমা হওয়ার প্রমাণপত্র ইত্যাদি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে রাখবেন, যাতে পি.এফ. বকেয়ার অভিযোগ করার সময় তা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ভারত সরকার কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা ঘোষণা করেছে ০১.০৭.২০২৫ তারিখ যার বিস্তারিত জন্য http://pmvbry.labour.gov.in লিংক এবং http://pmvbry.epfindia.gov.in অথবা কিউআর কোডটিতে উপলব্ধ।

@socialepfo @socialepfo @socialepfo

আজ টিভিতে

সেসিল : দ্য লেগ্যাসি অফ আ কিং
রাত ৯.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মন মানে না, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ মান মর্যাদা, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ বিন্দাস

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ বগলা মামা যুগ যুগ জিও, দুপুর ১.১৫ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.১৫ আফ্রিকা, সন্ধে ৭.৩০ অমানুষ, রাত ১০.৩০ অলৌকিক

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মায়ের অধিকার, দুপুর ১২.০০ পবিত্র পাপী, ২.৩০ আশা ও ভালোবাসা, বিকেল ৫.০০ জোয়ার ভাঁটা, রাত ১১.০০ দমদম দীঘা দীঘা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ফয়সালা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুদ আসল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অধিকার

জি সিনেমা : দুপুর ১২.২১ কুলি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৩.০৮ কুগলে কাটাপ্পা, ৫.২২ হিম্মতওয়র, রাত ৮.০০ রেইড-টু, ১০.৫৭ প্রলয়-দ্য ডেস্ট্রয়ার

জি বলিউড : বেলা ১১.০৭ প্রেম গ্রন্থ, দুপুর ২.০৩ কুদরত কা কানুন, বিকেল ৪.৪৯ ফুল অওর কাঁটে, রাত ৮.০০ আজ কা অর্জুন, রাত ১০.৫৩ দানবীর

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.০৪ জুদাই, বিকেল ৪.২০ নভসারি কা রহস্য, সন্ধে ৬.২৫ ড্যারিং রাখওয়ালা, সন্ধে ৭.৩০ কল্কি

লালন ফকিরের গান শুনুন সম্পা বিশ্বাসের কণ্ঠে। **গুডমর্নিং আকাশ** সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

বিন্দাস রাত ১০.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

২৮৯৮ এডি, রাত ১০.০০ মাঙ্কি কিং

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ দিল পরদেশী হো গ্যায়া, বিকেল ৫.০০ যশবন্ত, সন্ধে ৭.০০ অর্জুন, রাত ১০.০০ অপমান কি জঙ্গ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৫৬ ফরাজ, ২.৪৯ মিশন মজনু, বিকেল ৫.০১ তুম্বড়, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, রাত ১১.২০ ইংলিশ ভিংলিশ

চিকেন চিংড়ি দরবারি রান্না শেখাবেন দীপা দাস।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায়ে মন্দা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা পেয়ে স্বস্তি পাবেন। **বৃষ :** বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। প্রেমের সংকট কাটবে। **মিথুন :** শরীরের দিকে নজর দিন। অহেতুক দুশ্চিন্তা করতে যাবেন না। মায়ের রোগমুক্তি। **কর্কট :** কোনও দূরের আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব নিতে হবে। **সিংহ :** কাউকে অকারণে সাহায্য করতে গিয়ে মান খোয়াতে হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। **কন্যা :** প্রিয়জনের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে তৃপ্তি। **তুলা :** নিজের ভুলের খেসারত দিতে হতে পারে। বাবার পরামর্শে দাম্পত্য সমস্যা কেটে যাবে। **বৃশ্চিক :** সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে ব্যয় বাড়বে। নতুন কোনও মূল্যবান দ্রব্য কিনে আনন্দ। **ধনু :** পথে চলতে সতর্ক থাকুন। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে দুশ্চিন্তা। **মকর :** জাতিকাদের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ। ভাঙা কোনও সম্পর্ক জোড়া লাগবে। **কুম্ভ :** আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। অযথা বিবাদে জড়িয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। **মীন :** শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ৩০ আহিন, সংবৎ ১১ কার্ত্তিক বদি, ২৪ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৮, অঃ ৫।৮। শুক্রবার, একাদশী দিবা ১।১৯। মঘানক্ষত্র সন্ধ্যা ৪।৫১। শুভযোগ প্রাতঃ ৬।১৮ পরে শুক্রযোগ শেষরাত্রি ৫।৩। বালবকরণ দিবা ১।১৯ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১।১৯ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, সন্ধা ৪।৫১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১।১৯ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১।১৯ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৮।৩১ গতে ১১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১৬ গতে ৯।৪৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, সন্ধ্যা ৪।৫১ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট এবং দ্বাদশীর সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস(রমা)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৫ মধ্যে ও ৭।১৯ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৫।৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪০ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ৩।১৫ মধ্যে ও ৪।৭ গতে ৫।৩৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বেসরকারি ত্রাণ চলে যাচ্ছে খোলা বাজারে

পুরোনো পোশাক সরাতে ট্রলি

সপ্তর্ষি সরকার ও শুভজিৎ দত্ত

ধূপগুড়ি ও নাগরাকাটা, ১৬ অক্টোবর : ত্রাণ হিসেবে টাকা না মিললেও পুরোনোর পাশাপাশি নতুন জামাকাপড়ও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু নতুন জামাকাপড়ের প্রতি ক্ষতিগ্রস্তদের যতটা টান, পুরোনো জামাকাপড়ের দিকে তার ছিটেফোঁটাও নেই। পুরোনো পোশাক দুর্গতদের তাঁবুর পাশে স্তূপাকারে জমছে। বাধ্য হয়ে প্রশাসনকে লরিতে লরিতে পুরোনো পোশাক সরাতে হয়েছে। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় বিলি হওয়া নতুনের মতো বহু ত্রাণসামগ্রীই আত্মীয়পরিজন এমনকি কারবারিদের হাত ধরে বাইরে যেতে শুরু করেছে। বদলে তাঁরা কিছু টাকা পাচ্ছেন। আগামীর জন্য সেটুকুই তাঁদের ভরসা।

অঢেল সরকারি ত্রাণের হাতবদলে সবথেকে বড় সমস্যা বিশ্ববাংলা লোগো। ব্যক্তি বা সংস্থার দেওয়া ত্রাণে লোগো না থাকায় হাতবদলও খুব সহজ। ধূপগুড়ির পাশাপাশি নাগরাকাটার ক্ষেত্রে সেটাই দেখা যাচ্ছে। নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা এলাকায় তো ত্রাণের পুরোনো পোশাক নিয়ে প্রশাসন

ত্রাণশিবিরের তাঁবুর বাইরে পড়ে থাকা পুরোনো জামাকাপড়।

রীতিমতো ব্যাকফুটে। অঢেল নতুন পোশাক ফেলে কেউই পুরোনো জামাকাপড় নিতে চাইছেন না। প্রশাসনকে এখনও পর্যন্ত ১৩ ট্রলি পুরোনো পোশাক সরাতে হয়েছে। বন্যাবিধ্বস্ত টন্ডু বস্তির রেশমা ওরাওঁ, মডেল ভিলেজের রন্তি সাহুরা সেসব ঘুরেও দেখছেন না।

ত্রাণ বিলি নিয়ে প্রশাসন কোনও অসন্তোষ চাইছে না। এজন্যে নামঠিকানা পরিচয় নিশ্চিত করা বা খোঁজখবর নেওয়া থেকে সরকারি কর্মীরা পুরোপুরি বিরত থাকছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একই পরিবারের একাধিক সদস্য, তাদের বহিরাগত আত্মীয়পরিজন এমনকি নিছক বাইরে থেকে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে আসা মানুষের হাতেও ত্রাণসামগ্রী চলে যাচ্ছে। ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি, দুই ব্লকেই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে অনেক দূরেও ত্রাণসামগ্রীর দেখা মিলছে।

> **জীবনের জন্য**
>
> ■ বন্যা পরিস্থিতি এলাকাগুলির জন্য সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ মিলেছে
>
> ■ কিন্তু সরকারি ত্রাণে লোগো থাকায় ক্ষতিগ্রস্তরা তা নিয়ে উৎসাহী নন, পুরোনো পোশাক নিয়েও নন
>
> ■ প্রায় নতুনের মতো যে সমস্ত ত্রাণসামগ্রী তাঁরা পাচ্ছেন তা যা দাম মিলছে তাতেই বিক্রি করছেন

বন্যার পরেই ময়নাগুড়ি ব্লকে চারেরবাড়ি হাইস্কুলকে কেন্দ্র করে খোলা ১৬টি ত্রাণশিবিরের মধ্যে এই মুহূর্তে ১০টি সক্রিয়। ধূপগুড়ি ব্লকে গধেয়ারকুঠি হাইস্কুলকে কেন্দ্র করে ১০টি অস্থায়ী শিবির চলছে। শিবিরগুলি থেকে তিনবেলা রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হলেও প্রতিবেলায় খাবার গ্রহণের সংখ্যায় ফারাক অনেক। ত্রাণশিবিরের তাঁবুতে উপস্থিত লোকসংখ্যাও দিনরাতের নানা সময় বদলে যাচ্ছে বলেই মত প্রত্যক্ষদর্শীদের।

বন্যাপরিস্থিতি কবলিত এলাকায় কারও কারও ঘরে ত্রাণসামগ্রী যে উপচে পড়ছে এবং সেসব বাইরে পৌঁছে যাচ্ছে তা স্বীকার করে ধূপগুড়ির এক কারবারি বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু তা তাঁরা পাচ্ছেন না। তাই ত্রাণে মেলা শাড়ি, প্যাকেট করা খাবার বা অন্যান্য প্যাকেজড প্রোডাক্ট, স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন অনেকেই বিক্রি করতে আনছেন। কম হলেও আমরা যে নগদ টাকাটা দিচ্ছি। সেটাই ওঁদের কাজে লাগছে।'

মমতা-শোভনের কথা

দার্জিলিং, ১৬ অক্টোবর : দিদির ডাকে কলকাতা থেকে দার্জিলিংয়ে ভাই শোভন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রিচমন্ড হিলে বুধবার বিকেল ৪টা থেকে ঘণ্টা দুয়েক বৈঠকও সেরেছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার সকালে ফুরফুরে মেজাজে গাড়িতে পাহাড়ে ঘুরতে দেখা গিয়েছে কলকাতার প্রাক্তন মেয়রকে। তাহলে কি ঘরওয়াপসি হচ্ছে শোভনের, জল্পনা চলছে তৃণমূলে।

কিছুদিন আগেই তৃণমূলের হয়ে কাজ করতে চেয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন শোভন। এবার কলকাতা থেকে দার্জিলিংয়ে ছুটে আসা এবং দলীয় নেত্রী মমতার সঙ্গে তাঁদের বৈঠক, শোভন যে ফের দলে ফিরছেন, নিশ্চিত তৃণমূলের অনেক নেতাই। '২৬-এর ভোটে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র প্রার্থী হতে পারেন বলেও দলে শুরু হয়েছে চর্চা। যদিও তৃণমূলে ফেরা বা প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে মুখ খোলেননি শোভন। বুধবারের বৈঠক প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে বৈশাখীও কোনও মন্তব্য করেননি।

তবে কি দীপাবলির পরেই তৃণমূলে ফিরছে শোভন-বৈশাখী জুটি, কানাঘুষো চলছে শাসকদলের অন্দরে।

স্মরণে

'রাম নারায়ণ রাম'

আমার মায়ের, 'বাবলি বণিক-এর মৃত্যুর ১ বছর পূর্তিতে আমরা তাঁকে মন থেকে স্মরণ করছি। তিনি যেখানেই থাকুক শান্তিতে ও সুন্দরভাবে থাকুক।

ভাগ্যহীনা
পিয়ালী ঘোষ (মুন্নি)
কন্যা

একসঙ্গে সাত কালীর পুজো বালুরঘাটে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ অক্টোবর : প্রায় ৩০০ বছর ধরে বালুরঘাটে একসঙ্গে হয়ে চলেছে সাত কালীর পুজো। ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজিপুরের গ্রামবাসীরা এই পুজো করেন। এই পুজোর বিশেষত্ব হল, নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকা সাতটি মণ্ডপে পুজো করেন একজন পুরোহিতই। রাত পেরিয়ে সকালে সবার শেষে হয় ঘাটকালীর পুজো। সারাদিন পুজোর পর সন্ধ্যায় সব কালীর একসঙ্গে বিসর্জনের রীতি এখানে। পাশেই আত্রেয়ী নদী থাকলেও রীতি মেনে বিসর্জন হয় কালীদহ পুকুরে।

এলাকাবাসী এই সাত কালীকে সাত বোন হিসেবে দেখেন। প্রায় ৩০০ বছর আগে ওই এলাকার সুকুল জমিদার এই পুজো শুরু করেন। তখন থেকেই একজন পুরোহিত পুরো এলাকা ঘুরে সমস্ত পুজো সারতেন। সবশেষে ঘাটকালীর পুজো করতে গিয়ে সকাল হয়ে যেত। সেই থেকে আজও অমাবস্যা পেরিয়ে গেলেও ঘাটকালীর পুজো সকালেই করা হয়। ওই পুজো শেষ হওয়ার পর ঘাটকালীর কাছে অন্য সব প্রতিমা জড়ো হয়। সেদিন বিকেলেই সব কালী একে অপরের মুখ দেখে একসঙ্গে বিসর্জন দেওয়া হয়। পুজোর দিন প্রায় ৫০০টি ভোগের ডালা পড়ে এই ঘাটকালীর মন্দিরে।

ওই এলাকার স্কুল মোড়ে রয়েছে বামাকালী, এক ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের সামনে সুরকালী, মাহিনগর এলাকায় চণ্ডী কালী, নদীর পাড়ে নির্দয়া কালী, মিশন এলাকায় বুড়াকালী, সন্ন্যাস কালী ও বিসর্জনের ঘাটে ঘাটকালী। তবে বর্তমানে সন্ন্যাস কালীমণ্ডপের জায়গা সরকারি কৃষি ফার্মের অধীনে চলে যাওয়ায় এই পুজো বন্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এবছর ঘাটকালীর প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎশিল্পী তাপস পাল। তার বাবা আগে এই প্রতিমা তৈরি করতেন। তিনি অসুস্থ হওয়ার পরেই তাঁর কাঁধেই এখন এই দায়িত্ব।

ঘাটকালী সেবা সমিতির সম্পাদক বিশ্বজিৎ কর্মকারের কথায়, 'স্থানীয় বিশ্বাসে সাত কালীমাতা সাত বোন। তার মধ্যে ছোট বোন ঘাটকালী। তাই তার পুজো সবার শেষে করার রীতি চলে আসছে। সেদিনই সন্ধ্যায় সব প্রতিমা এসে ঘাটকালীর দর্শন করবেন। তখনই তাদের একসঙ্গে বিসর্জন দেওয়া হয়।'

Authorized Dealers: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904. Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles - 7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works - 9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles - 7029599132, Gangarampur: Gupta Auto Centre - 9733726677, Gazole: Mira Auto Centre - 9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works - 6297782171, Kallachak: A K Wheels - 9733079141, Itahar: Deep Auto Centre - 9800630306, Dalkhola: A S Motors - 7908477285, Goagaon: Mabud Automobiles - 9896216422.

SAATCHI & SAATCHI

প্রয়াত মুখোশ কারিগর গোপাল

কুশমণ্ডি, ১৬ অক্টোবর : দীর্ঘ রোগভোগের পরে চলে গেলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখোশশিল্পের অন্যতম কান্ডারি হস্তশিল্পী গোপাল বৈশ্য (৬২)। গত বুধবার ঊষাহরণ গ্রামে তাঁর নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শিল্পী। সেদিন রাতে শ্রীমতী নদীর পাড়ে ঊষাহরণ নদীতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

ঊষাহরণ গ্রামে তাঁর জন্ম হলেও, কুশমণ্ডি ব্লকের পানিশালা ও হঠাৎপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন তিনি। তবে যেখানেই থেকেছেন, সেখানেই নিরলস পরিশ্রমে নিজের হাতে একের পর এক মুখোশে রূপ দিয়ে গিয়েছেন। নিজে তালিম দিয়ে তৈরি করেছেন আরও শিল্পীকে। শুধু হাতের কাজই নয়, ঢোল আর সানাই বাজানোতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

প্রাথমিকভাবে বাঁশের বাতা দিয়ে ঝাঁকা ঝুড়ি তৈরি করতেন তিনি। সেই থেকেই আশির দশকের শেষ দিকে মুখোশ তৈরির কাজ শুরু করেন। তাঁর আগেও গ্রামের অন্য শিল্পীরা মুখোশ তৈরি করতেন। কিন্তু সেই মুখোশ প্রথম বাজারজাতকরণের চেষ্টা করেছিলেন গোপালই।

১৯৯০ সালে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার দপ্তরের হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন গোপাল। তারপর থেকে ফি বছর শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা পর্যন্ত রাজ্য সরকারের হস্তশিল্পমেলায় তাঁর তৈরি মুখোশ, বাঁশ ও বেতের কাজ প্রশংসিত হয়েছে। এমনকি জেলাজুড়ে হস্তশিল্পী তৈরির কাজে রাজ্য সরকারের হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ শিবিরেও প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি।

তিন ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাতেন তাঁর স্ত্রী আরতি বৈশ্য। ২০০৮ সাল নাগাদ শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকার মোটা বাঁশ কেটে তৈরি তাঁর কালী, গণেশ, লক্ষ্মী ইত্যাদি দেবদেবীর অবয়ব ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিল।

জ্বলল লাইট

পতিরাম, ১৬ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর দিন পতিরাম বাজার এলাকায় আধুনিক এলইডি স্ট্রিট লাইটের উদ্বোধন করা হয়েছিল। উদ্বোধনের তিন দিন পর বেশিরভাগ লাইটে সমস্যা দেখা দেয়। এরপর লাগাতার বৃষ্টির জেরে দশটিরও বেশি লাইট বন্ধ হয়ে যায়। দ্রুত পদক্ষেপ করে পঞ্চায়েত। লাইটগুলি মেরামতির পর বৃহস্পতিবার থেকে ফের সেগুলি জ্বলে উঠেছে।

গ্রেপ্তার

বালুরঘাট, ১৬ অক্টোবর : গত জুলাই মাসে বালুরঘাট ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অনলাইন চালান জালিয়াতি করে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ওই কারচুপিতে জড়িত থাকার অভিযোগে এর আগে এক মুহুরিকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এবার ওই মামলায় সরকারি কর্মীদের গ্রেপ্তারি শুরু হল। বুধবার গ্রেপ্তার হলেন বালুরঘাট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মী বিষ্ণু বর্ধন মাহাতো ও পার্থ দাস।

বাজি বিপত্তি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৬ অক্টোবর : বাজি পোড়াতে গিয়ে বিপত্তি। আগুনের ফুলকি ছিটকে গিয়ে পড়ে পাটকাঠির গাদায়। সেখান থেকে আগুন জ্বলে ওঠে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কাপাইচণ্ডী গ্রামের দীপক থোকদারের বাড়িতে। দমকলের একটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

শিলান্যাস

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৬ অক্টোবর : হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাংলা-বিহার সীমানার তালগ্রাম হাট এলাকায় বৃহস্পতিবার বিভিন্ন কাজের শিলান্যাস হল। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পৌনে ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তর তালগ্রাম হাট এলাকার কিরকিরি মোড়ে একটি বিশ্রামস্থল তৈরি হবে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মেঘেদের দেশে। দার্জিলিংয়ে ছবিটি তুলেছেন অচিন্ত্য বর্মন।

দুই সেচমন্ত্রীকে নালিশ আরএসপি'র

রতুয়ায় সরকারি বাংলো রহিমের দখলে

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৬ অক্টোবর : রতুয়ায় সেচ দপ্তরের বাংলো ও পার্কিং জোনের জমি দখল করে নেওয়ার অভিযোগ উঠল জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ তুলেছেন আরএসপি'র জেলা সম্পাদক সর্বানন্দ পান্ডে। সরকারি জমি উদ্ধার ও জেলা তৃণমূল সভাপতির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে দলের তরফে বিভাগীয় মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া ও প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে চিঠিও দিয়েছেন। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন রহিম বক্সী। তিনি বলেন, 'আমাকে বদনাম করার চক্রান্ত করছেন। সর্বানন্দ পান্ডে একজন পাগল। কামকাজ নেই, পাগলামি করে বেড়াচ্ছেন সব জায়গায়। আমি এমন কাজ করি না, যেখানে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়।' যদিও এই প্রসঙ্গে রাজ্যের সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'আরএসপি'র তরফে এনিয়ে একটা লিখিত অভিযোগ আমাকে করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এনিয়ে এখনই কিছু মন্তব্য করব না।'

কী অভিযোগ

- রতুয়া ব্লক অফিসের উলটো দিকে রয়েছে সেচ দপ্তরের একটি বাংলো
- দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় একসময় গোটা বাংলো পরিত্যক্ত হয়ে যায়
- ২০০৯-'১০ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী সুভাষ নস্কর বাংলোটি লিজে দিয়ে দেন নর্থ মালদা রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটিকে
- এই সোসাইটির কর্ণধার ছিলেন রহিম বক্সী। তবে এই লিজ ছিল ৫ বছরের

রতুয়া ব্লক অফিসের উলটো দিকে রয়েছে সেচ দপ্তরের একটি বাংলো। গনি খান চৌধুরী রাজ্যের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালীন মহানন্দা এমব্যাংকমেন্টের কাজ হচ্ছিল। সেই সময় সেচ দপ্তরের তরফে রতুয়ায় অফিস কাম বাংলোটি তৈরি করা হয়। পার্কিং জোনের জন্য বড় প্লট রাখা হয়। সেচ দপ্তরের বাংলোর পরিসর সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। তবে দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় একসময় গোটা বাংলো পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আগাছা আর জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে যায় বিশালাকার জায়গাটি। ২০০৯-'১০ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী সুভাষ নস্কর বাংলোটি লিজে দিয়ে দেন নর্থ মালদা রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটিকে। এই সোসাইটির কর্ণধার ছিলেন রহিম বক্সী। তবে এই লিজ ছিল ৫ বছরের। ২০১১ সালে আরএসপির হয়ে রতুয়ার বিধায়ক হন রহিম বক্সী। অভিযোগ, তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর রহিম বক্সী আর এই জমির লিজ রিনিউ করেননি। কিন্তু বাংলোর দখলও ছাড়েননি।

এদিন সর্বানন্দ পান্ডে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'রহিম বক্সী সরকারি জমি, বাংলো দখল করে ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। বেআইনিভাবে বহু মূল্যবান জমি ক্ষমতাবলে তাঁর ও স্ত্রী আয়েশা খাতুনের নামে দলিল বানিয়ে রেকর্ড করে নিয়েছেন।' রহিম বক্সীর এই অসৎ কাজে মালদা সেচ দপ্তরের কয়েকজন অনুগামী ও অসৎ কর্মচারীদের যোগসাজশ রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন।

মানিকচকে বিস্ফোরণের পাঁচ বছর পর তৎপরতা

এনআইএ'র জালে দুষ্কৃতী

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৬ অক্টোবর : মাঝরাতে আম বাগানে হঠাৎ বিস্ফোরণে আহত হয়েছিল দুই দুষ্কৃতী। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল আরও কয়েকজন। পরবর্তীতে মানিকচকের এই ঘটনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির হাতে। সেই মামলার শুনানিতে আদালতে হাজির না হওয়ায় ওয়ারেন্ট জারি হয়। সেই ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতা নিয়ে গেল এনআইএ।

ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২০ সালের ৫ জানুয়ারি। সেই রাতে মানিকচক থানার অন্তর্গত মথুরাপুরের কাকরিবাধা সিংপাড়া এলাকার একটি আম বাগানে বিস্ফোরণ ঘটে। স্থানীয়রা ছুটে যান ঘটনাস্থলে। কয়েকজন দুষ্কৃতী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও গুরুতর আহত অবস্থায় দুই তরুণকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। আহত দুজনকে উদ্ধার করে পুলিশি নজরদারিতে রেখে চিকিৎসা চালানো হয়। বিস্ফোরণে আহত দুই তরুণের নাম সিটু মণ্ডল (২০) ও কৃষ্ণা চৌধুরী (২১)। দুজনেই ভূতনি থানা এলাকার বাসিন্দা। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছিল ছয়টি তাজা বোমা।

ঘটনার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছিলেন, ওই এলাকার আম বাগানে মাঝেমধ্যেই বেশ কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় তরুণকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত। স্থানীয়দের ঘটনাস্থলের দিকে আসতে দেখে দুজন দুষ্কৃতী বাইকে করে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের অনুমান ছিল, ওই আম বাগানে বোমা তৈরির কাজ চলছিল। পরে পুলিশ সিটু ও কৃষ্ণাকে গ্রেপ্তার করে।

অভিযোগের ভিত্তিতে মানিকচক থানা ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ধৃতরা মালদা জেলা আদালত থেকে জামিন নেন। পরবর্তীতে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় এনআইএ-কে। পরবর্তীতে আদালত থেকে সিটুকে শুনানিতে ডাকা হলেও তিনি হাজির হননি। এর পরেই এনআইএ সিটুকে পলাতক হিসেবে ধরে নেয়। অবশেষে বুধবার রাতে সিটুকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ।

বৃহস্পতিবার তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদনে সিটুকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে, সিটুর আইনজীবীরা জামিনের আবেদন করেন। আদালত জামিনের আবেদন নাকচ করে এনআইএ-র আবেদন মঞ্জুর করে। ১৯ অক্টোবর কলকাতার এনআইএ স্পেশাল কোর্টে সিটুকে পেশ করা হবে।

বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দোষারোপও শুরু হয়েছে। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'মানিকচক-কালিয়াচকে বোমা তৈরি হওয়ার অভিযোগ আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি। এর আগে কালিয়াচকে পুলিশ অস্ত্র কারখানার হদিস পেয়েছে। মানিকচকে বোমা বাঁধতে একাধিক দুর্ঘটনা সামনে এসেছে। শাসকদলের মদতে দুষ্কৃতীরা সারা রাজ্যে সন্ত্রাস তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে।'

জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি শুভময় বসুর মন্তব্য, 'কেউ যদি বোমা তৈরি কিংবা মজুত করে, তবে আইন ব্যবস্থা নেবে। যারা এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপির ওপর থেকে মানুষের ভরসা উঠে যাওয়ায় যে কোনও ঘটনার সঙ্গে এরা তৃণমূলকে জড়িয়ে টিকে থাকতে চাইছে।'

সিটু মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে এনআইএ। -সংবাদচিত্র

যা ঘটেছিল

- ধৃত সিটু ও কৃষ্ণা মালদা জেলা আদালত থেকে জামিন নিয়েছিলেন
- পরবর্তীতে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় এনআইএ-কে
- আদালত থেকে সিটুকে শুনানিতে ডাকা হলেও তিনি হাজির হননি
- এরপরেই এনআইএ সিটুকে পলাতক হিসেবে ধরে নেয়
- অবশেষে বুধবার রাতে সিটুকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ

নাবালিকা উদ্ধার

কুশমণ্ডি, ১৬ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ থাকা এক নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ। ২৩ দিন আগে বাইরে যাওয়ার নাম করে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপর থেকে কোনও খোঁজ ছিল না তার। সন্ধান না পেয়ে থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন সেই নাবালিকার বাবা। বুধবার মালদার পুকুরিয়া থানা এলাকা থেকে পুলিশ সেই নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। বৃহস্পতিবার তাকে চাইল্ডলাইন মারফত হোমে পাঠানো হয়েছে। আইসি তরুণ সাহা জানিয়েছেন, এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে পাঠানো হয়েছে।

'পরকীয়ায়' বাধা, স্ত্রীকে মারধরের নালিশ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর এবং ভারী বস্তু দিয়ে চোখে আঘাত করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। চোখে মারাত্মক আঘাত লাগায়, কিছুটা হলেও দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয়েছে ওই মহিলার। বুধবার রাত ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। গুরুতর জখম ওই বধূ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য বিভাগে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার স্বামী সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাটোল ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের পাশাপাশি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের তরফে বধূ নির্যাতন, খুনের চেষ্টা সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এক তরুণীর সঙ্গে বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে স্বামীর, বিষয়টি অনেকদিন থেকে কানে আসছিল স্ত্রীর। সম্প্রতি স্বামীর মোবাইল ফোনে ওই তরুণীর ছবি দেখতে পান স্ত্রী। বুধবার রাতে ওই তরুণীর সঙ্গে কথা বলছিলেন স্বামী। সেসময় স্বামীর হাত থেকে ফোন ছিনিয়ে নিয়ে ওই তরুণীর ফোন নম্বর নেওয়ার চেষ্টা করেন স্ত্রী। এরপরেই তাঁকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, চোখে ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়। যার জন্য চোখে রক্তক্ষরণ হওয়ার পাশাপাশি দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয়। ওই বধূর চিৎকারে ছুটে এসে পড়শিরা তাঁকে উদ্ধার করার পাশাপাশি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ বলেন, 'ওই বধূর শরীরের একাধিক জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। চিকিৎসা চলছে।'

এখানকার চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ সানা আহমেদ বলেন, 'ওই বধূর চোখে গুরুতর চোট রয়েছে। রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। অপারেশন করতে হবে।'

এদিন মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই বধূ বলেন, 'স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় আমাকে নৃশংসভাবে খুন করার চেষ্টা করে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। পাড়ার লোকেরা ছুটে না এলে আমাকে মেরে ফেলত। প্রত্যেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছি।'

রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।'

> অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।
>
> **মহম্মদ সানা আক্তার**
> *সুপার, রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা*

হামলার দুই মাস পেরোলেও অধরা অভিযুক্তরা

পুলিশকর্তার 'হুমকি'

শেখ পান্না

রতুয়া, ১৬ অক্টোবর : রোগী সেজে পেশায় এক কোয়াক তারিক আনোয়ারের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। এনিয়ে তারিক সামসী পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ঘটনার দু'মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত অধরা দুষ্কৃতীরা। রতুয়া থানার চাঁদমণি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিকলপুর গ্রামের ঘটনা। এতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ওই কোয়াক ও তাঁর পরিবার। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ এখনও চিহ্নিত করতে পারেনি দুষ্কৃতীদের। এতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তারিকের কথায় জানা গিয়েছে, মাসদুয়েক আগে তারিকের প্রতিবেশী জিয়াউলের গোরু, ছাগল তাঁর জমির ফসল খেয়ে নিয়েছিল। বিষয়টি জিয়াউলের বাড়িতে জানাতে গেলে তাঁর পরিবারের লোকজন তারিককে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। এর কয়েকদিন পর ১৬ অগাস্ট রাত ১০টা নাগাদ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চারজন দুষ্কৃতী রোগী সেজে তারিকের ক্লিনিকে এসে তাঁকে বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি প্রাণে মারার চেষ্টা করে। তারিকের স্ত্রী মুসলেমা খাতুন স্বামীকে বাঁচাতে এলে দুষ্কৃতীদের হাতে তিনিও আক্রান্ত হন।

নিজের ডিসপেনসারিতে বসে তারিক আনোয়ার। -সংবাদচিত্র

এক দুষ্কৃতীকে ধরেও ফেলেন তারিক। তবে দুষ্কৃতীরা তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিলে তিনি তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তারিক সামসী ফাঁড়িতে অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ এসে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার জন্য তারিকের বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক নিয়ে যায়।

তারিখ বলেন, 'আমার ধারণা এই ঘটনার পিছনে জিয়াউল জড়িয়ে রয়েছে। আমরা গোটা পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। ঘটনার দু'মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। উলটে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার আমাদের হুমকি দিচ্ছেন। বিষয়টি আমি জেলা পুলিশ সুপার, চাঁচল এসডিপিও এবং রতুয়া থানার আইসিকে জানিয়েছি।'

কিন্তু দু'মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তারিকের অভিযোগ, তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক এখন অভিযোগকারীকেই শাসাচ্ছেন। সামসী ফাঁড়ির পুলিশের সহযোগিতা না পেয়ে তারিক জেলা পুলিশ সুপার, চাঁচল এসডিপিও এবং রতুয়া থানার আইসিকে লিখিত অভিযোগ করেছেন। যে কোনও সময় ফের তাঁদের উপর হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

জিয়াউলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বেশ কিছুদিন আগে ওদের সঙ্গে ছাগল নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। তবে ওর বাড়িতে কে বা কারা হামলা চালিয়েছে তা আমার জানা নেই। আমি বছরের বেশিরভাগ সময় বাইরে কাজ করি। এই ঘটনার সঙ্গে আমি কোনওভাবেই যুক্ত নই। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।'

চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহাক বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে যে বা যারাই যুক্ত হোক না কেন খুব তাড়াতাড়ি তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।'

নিরাপত্তা কোথায়

- রোগী সেজে এক কোয়াকের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা
- দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে তাঁর বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক নিয়ে যায় পুলিশ
- ঘটনার দুই মাস পেরিয়ে গেলেও অধরা দুষ্কৃতীরা
- উলটে বর্তমানে অভিযোগকারীকে হুমকি দিচ্ছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার
- এতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে

রাখিবন্ধন

পতিরাম, ১৬ অক্টোবর : পতিরাম চৌরঙ্গিতে বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি (বিএসপিএস) সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে পালন করল রাখিবন্ধন উৎসব। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে রাখিবন্ধনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বার্তা দিয়েছিলেন। সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করে ওই সংগঠনটি এই দিনটিকে সম্প্রীতি দিবস হিসেবে পালন করে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক অনুপ সরকার, প্রদীপ দে, রাহুল মজুমদার, জীতেন্দ্র আগরওয়াল প্রমুখ। এদিন পথচলতি মানুষদের রাখি পরিয়ে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও গান, বক্তৃতা ও সৌহার্দ্যের আবহে ভরে ওঠে পতিরামের চৌরঙ্গি চত্বর। কুমারগঞ্জেও এদিন সকালে এই দিনটি পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য অলোকেশ চৌধুরী সহ অনেকেই।

আক্রান্ত বধূ

রায়গঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : অন্তঃসত্ত্বা বধূর পেটে লাথি মারার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বধূর চিকিৎসা চলছে। গত বুধবার বধূর ভাই সোনু ঘোষের অভিযোগের ভিত্তিতে, তাঁর স্বামী অজয়কুমার ঘোষকে গ্রেপ্তার করে ইটাহার থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতের বিচারক ধৃতের ১৪ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

৭ বছর আগে ইটাহার থানার গোপালনগরের বাসিন্দা অজয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের একটি ৬ বছরের কন্যাসন্তানও রয়েছে। বর্তমানে তিনি ৪ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। গত মঙ্গলবার তাঁকে বাপের বাড়ি থেকে ১ লক্ষ টাকা আনতে বলা হয়। টাকা আনতে অস্বীকার করায় তাঁকে আক্রান্ত হতে হয়।

পোকাধরা চাল দেখাচ্ছেন এক গ্রাহক। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

র‍্যাশনে পোকাধরা চাল, বিক্ষোভ

আজাদ

মানিকচক, ১৬ অক্টোবর : র‍্যাশনে নিম্নমানের চাল বিলির অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা। পাশাপাশি, ডিলারের বিরুদ্ধে অশোভনীয় আচরণেরও অভিযোগ তোলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচকের জেশারতটোলা গ্রামে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ।

ধরমপুর অঞ্চলের জেশারতটোলা গ্রামে এদিন দুয়ারে র‍্যাশন কর্মসূচির মাধ্যমে সামগ্রী বিলি করা হচ্ছিল। সেখানে গ্রাহকরা দেখেন, পোকাযুক্ত চাল প্রদান করছেন ডিলার শ্যামচরণ মণ্ডল। শুধু পোকাই নয়, ধুলোও মেশানো রয়েছে চালে। যা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন গ্রাহকরা। কেন খাবারের অযোগ্য চাল দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে ডিলারকে প্রশ্ন করতেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, ডিলার ধমক দিয়ে গ্রাহকদের বলেন- এই চালই নিতে হবে, নইলে বাড়ি যেতে পারেন। যার ফলে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। নিম্নমানের সামগ্রী নিতে অস্বীকার করেন গ্রাহকরা।

গ্রাহকদের বক্তব্য, শুধু এবারই নয় গত কয়েক মাস ধরেই এই ধরনের খাবার অযোগ্য চাল দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবার গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করা হয়, কিন্তু ভালো সামগ্রী দেওয়া হয় না। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ রাকিব বলেন, 'এদিন চাল দেওয়ার সময় দেখতে পাই চালের মধ্যে অসংখ্য কালো পোকা। এছাড়া প্রচুর ধুলো। এই চাল সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, পশু খেলেও অসুস্থ হওয়া অনিবার্য। আমরা তাই বিক্ষোভ দেখিয়ে সামগ্রী নিতে অস্বীকার করেছি। যতক্ষণ ভালোমানের সামগ্রী দেওয়া না হবে, ততক্ষণ আমরা সামগ্রী নেব না।' গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পরে শেষপর্যন্ত র‍্যাশনসামগ্রী ফেরত নিয়ে যেতে বাধ্য হন ডিলার। যদিও এই ঘটনার বিষয়ে কিছুই বলতে চাননি তিনি।

মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ রানি মণ্ডল বলেন, 'আধিকারিকদের খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। যদি কোনও গাফিলতি থাকে, তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে স্পোর্টস কমপ্লেক্স

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১৬ অক্টোবর : বছর আটেক আগে শিলান্যাস করে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আজও কাজ শেষ হয়নি। এমনই অবস্থা কুশমণ্ডি ব্লকের দেউল গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকোর গ্রামের মিনি ইন্ডোর গেম কমপ্লেক্সের। কাজ শুরু হয়ে এত বছর পেরিয়ে গেলেও, এখন শুধুই মাথায় টিনের ছাদ দেওয়া একটি ঘর চোখে পড়ে। বাইরে স্পোর্টস কমপ্লেক্স লেখা না থাকলে বোধহয় যে কেউই বাইরে থেকে আজ ওই ভবনটিকে কোনও গুদাম ভেবে ভুল করতেন। ভিতরে ঢুকে দেখা গেল বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। পর্যাপ্ত শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থাও নেই।

ওই কমপ্লেক্স স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা নবকুমার সরকার জানান, ২০১৭ সালে মানিকোর গ্রামের স্থানীয় ছেলেমেয়েদের খেলাধুলোয় উৎসাহ বাড়ানোর জন্য মিনি ইন্ডোর গেম কমপ্লেক্স তৈরি শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। মানিকোর তরুণ সংঘ ক্লাবও নিজেদের ৭৪০৫ বর্গফুট জমি দিয়েছিল। শিলান্যাস করে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তারপর কেন মাঝপথেই ভবনের কাজ থেমে গেল, তা কেউ জানেন না। পাঁচ বছর আগে অসমাপ্ত কাজ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি দীনেশচন্দ্র মণ্ডল। তখন কাজ শেষ হবে বলে আশা দেখেছিল এলাকার খেলোয়াড়রা। কিন্তু স্বপ্ন অধরাই থেকে যায় তাঁদের। হতাশ নবকুমার বলেন, 'যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই ইন্ডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি করা শুরু হয়েছিল, তা আজ ধুলোয় মিশে গিয়েছে। বর্ষাকালে মানুষ ওই চার দেওয়ালের ভিতর গোরু, ছাগল বেঁধে রাখেন। কেউ কেউ আবার বস্তাবোঝাই করে ধান রাখেন। এখন সেটাকে গোডাউন বলেই মনে হয়।'

এলাকার এক তরুণ ফুটবলার ফিলিপ বাস্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এই স্পোর্টস কমপ্লেক্স প্রশাসনের অপদার্থতার একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ হয়ে পড়ে আছে।' ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সিনিয়ার মহিলা দলের গোলরক্ষক ও সরলা গ্রামের বাসিন্দা বুলি সরকার বলেন, 'ব্লক প্রশাসন ও নেতারা এই এলাকায় একটা ইন্ডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স হওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন না।' মানিকোর হাইস্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক শ্যামলেশ সরকার বলেন, 'বহু প্রতিভাবান ছেলেমেয়ে আশাহত হল।'

বিডিও নয়না দে-র সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে ফোনে ধরা যায়নি। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার বলেন, 'জেলা প্রশাসন এনিয়ে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারে কি না জানা নেই।' গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা বলেন, 'এনিয়ে কোনও অভিযোগ পাইনি। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

ভাষা বিদ্বেষ : ভিনরাজ্যে যেতে ভয় কুমোরদের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৬ অক্টোবর : দীপাবলির আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাটির প্রদীপ কেনার জন্য ভিনরাজ্যের পাইকারদের দেখা মিলছে না হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারি সহ বিভিন্ন এলাকার কুমোরপাড়াগুলিতে। তার ওপর রয়েছে বাজার মন্দা। আর এতেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কুমোরদের কপালে।

কয়েক বছর থেকে টুনি বালব এবং চায়না লাইটের দাপটে মাটির তৈরি প্রদীপের বাজার নেমে গিয়েছে। তবু এই মন্দার বাজারে স্থানীয় এলাকা সহ পার্শ্ববর্তী বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর মাটির প্রদীপ সহ অন্যান্য মাটির তৈরি পুজোর সামগ্রী কিনতে আসতেন। এমনকি আগাম অর্ডার পর্যন্ত দিতেন।

কিন্তু এবছর এখনও তুলনামূলকভাবে আশানুরূপ প্রদীপ সহ অন্যান্য মাটির জিনিসপত্রের অর্ডার জোটেনি। তাই গত বছর মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ এবছরেও শোধ হবে কি না সেই চিন্তায় কুমোর পরিবারের সদস্যরা।

রামপুর এলাকার কুমোর ছোটেলাল পাল বলেন, 'আমরা দীপাবলির এক মাস আগে থেকে প্রদীপ তৈরি করতে শুরু করে দিই। এছাড়াও দুর্গাপুজো, কালীপুজো, লক্ষ্মীপুজোয় মাটির যে সামগ্রীর প্রয়োজন পড়ে সেগুলিও তৈরি করি। হরিশ্চন্দ্রপুরের পাশাপাশি আমরা বিহারের কাটিহার, পূর্ণিয়া, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি সহ বিভিন্ন এলাকায় মাটির প্রদীপ বিক্রি করতে যাই। কিন্তু অনেক রাজ্যে এখন বাংলাভাষী বিদ্বেষ নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। তাই যেতে সাহস পাচ্ছি না। তাই বাধ্য হয়ে অল্প দামে প্রদীপ বিক্রি করছি।'

বাজার মন্দা, ঋণ পরিশোধ নিয়ে চিন্তা

দীপাবলির আগে প্রদীপ তৈরির ব্যস্ততা।

> অনেক রাজ্যে এখন বাংলাভাষী বিদ্বেষ নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। তাই যেতে সাহস পাচ্ছি না। তাই বাধ্য হয়ে স্থানীয় বাজারে অল্প দামে প্রদীপ বিক্রি করছি।
>
> **ছোটেলাল পাল**
> *কুমোর*

বছর বাষট্টির প্রবীণ গোপাল পাল বললেন, 'এবার হরিশ্চন্দ্রপুর ছাড়া অন্য কোথাও মাটির প্রদীপ বিক্রি করতে যাইনি। এখনও পর্যন্ত ভালো দাম পাইনি। তাই এবছর উৎপাদন কম রেখেছি। হাতে পুঁজি কম তাই বাইরে জেলাগুলিতেও বিক্রি করতে যেতে পারছি না। অন্য বছর বাইরে থেকে পাইকাররা এসে মাটির প্রদীপ কিনে নিয়ে যেতেন। এবছর এখনও তা হয়নি।'

এদিকে বাজারে চায়না টুনি বালব সহ বিভিন্ন রংবেরংয়ের লাইটের প্রভাবে মাটির প্রদীপের বাজার খারাপ। তাই বাধ্য হয়ে দাম কমিয়ে খদ্দের ধরার চেষ্টায় কুমোররা। এলাকার এক মাটির প্রদীপ নির্মাণকারী ভারতী পালের কথায়, 'প্রতি বছর এই সময়টা আমরা পরিবারের সকলে মাটির প্রদীপ তৈরি করি।

বছরের অন্যান্য সময় মাটির প্রদীপের তেমন চাহিদা না থাকলেও দীপাবলির সময়ে বিভিন্নরকম মাটির প্রদীপের চাহিদা থাকে। প্রতি বছর ন্যূনতম দুই টাকা থেকে প্রদীপের দাম রাখি। এবছর বিক্রি কম তাই ১ টাকা থেকে প্রদীপের দাম শুরু হয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা সুপ্রতিম সুকুল জানালেন, হরিশ্চন্দ্রপুরের মহেন্দ্রপুর অঞ্চলের রামপুরপাড়াতে প্রায় ১০০ পরিবার মাটির তৈরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে এঁদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে।

একাকাট্টা হতে হবে, আহ্বান সেলিমের

ইটাহার, ১৬ অক্টোবর : বামপন্থায় আস্থা ফেরাতে মানুষকে আহ্বান জানালেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও দলের তরুণ নেতা শতরূপ ঘোষ। সারা ভারত কৃষকসভার উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ইটাহার হাইস্কুল মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশের মঞ্চে ভাষণ দেন সেলিম, শতরূপ ও কৃষক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার।

মহম্মদ সেলিম বলেন, 'সবাইকে আমাদের এককাট্টা করতে হবে। বিজেপি আর তৃণমূলের লুটের রাজত্বের বিরুদ্ধে, দুর্নীতি, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা লড়তে চান, যারা দেশ ও রাজ্যকে বাঁচাতে চান, তাঁদের সবাইকে আমরা একত্রিত করব।'

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বলেন, 'বিজেপি ও তৃণমূল ধর্মের নামে মানুষকে ভাগ করার খেলায় মেতে আছে।'

ডিআই অফিসে ডেপুটেশন

বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : টেট বিষয়ক সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সাপেক্ষে পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর দ্বারস্থ হল অল পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জেলা কমিটি। বৃহস্পতিবার সংগঠনের শিক্ষকরা রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের সামনে একত্রিত হয়ে, ব্যানার হাতে তাঁদের দাবি নিয়ে সরব হন। পরে তাঁদের এক প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি দেয়। বালুরঘাটের কর্মসূচি থেকে এদিন শিক্ষকরা দাবি জানান, তৎকালীন নিয়োগ বিধি মেনে শিক্ষকরা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট বাধ্যতামূলকভাবে টেট পাস করার কথা বলেছে। এক্ষেত্রে যেন শিক্ষকদের কর্মজীবনে এই রায়ের কোনও প্রভাব না পড়ে। পাশাপাশি, জুনিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষকদের সেকশন সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন তাঁরা।

গর্ভবতীর মৃত্যুতে ক্ষোভ

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : প্রাইভেটে অন্য চিকিৎসক দেখেছেন, তাই হাসপাতালের দুই চিকিৎসক চিকিৎসা করেননি, এক গর্ভবতীর মৃত্যুর জেরে এমনই অভিযোগ তুলল মৃতার পরিবার। এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্য ছড়ায় কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সঠিক তদন্তের দাবিতে পরিবারটি পুলিশে অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি ঘটনাটি জানিয়েছে উত্তর দিনাজপুরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও জেলা শাসককে। পরিবারের দাবি মেনে মৃত তৃপ্তি সরকারের (২২) ময়নাতদন্ত হয়েছে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস।

চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের জন্য সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এবার উঠল প্রাইভেটে এক চিকিৎসককে দেখানোয়, হাসপাতালের দুই চিকিৎসকের চিকিৎসা না করার মতো মারাত্মক অভিযোগ। ওই দুই চিকিৎসকও প্রাইভেটে প্র্যাকটিস করেন। মৃতার স্বামী অনন্তপুর অঞ্চলের মাহিনগর এলাকার অংশুমান দেবশর্মার বক্তব্য, তৃপ্তি গর্ভবতী হওয়ার পর তাঁরা তাঁকে দেখাতেন কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক জাভেদ আখতারকে। শারীরিক কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় বুধবার সকালে স্ত্রীকে তিনি ভর্তি করেন কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। তাঁর অভিযোগ, সেসময় হাসপাতালে উপস্থিত প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক রঞ্জনা ঝা নার্সদের কাছ থেকে প্রাইভেটে ডাঃ আখতারের কাছে নিয়মিত দেখানোর কথা জানতে পেরে প্রেসক্রিপশনে তৃপ্তির নামের উপর গোল দাগ দিয়ে চিকিৎসা না করে চলে যান। পরবর্তীতে রাতে ডাঃ দেবদত্ত বড়াল এলে তিনিও রোগীর কোনওরকম চিকিৎসা করেননি। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ তিপ্তির প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। পাশাপাশি পেটে চরম যন্ত্রণা হতে থাকে। সে সময় তৃপ্তিকে লেবার রুমে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয়। অংশুমান বলেন, 'ডাঃ রঞ্জনা ঝা এবং ডাঃ দেবদত্ত বড়ালের গাফিলতিতেই আমার স্ত্রী পেটে সন্তান নিয়ে মারা গেল। ওই দুই চিকিৎসকের আইন মোতাবেক কড়া শাস্তির দাবি করছি।' মেয়ের এমন মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন দেওগাঁর বাসিন্দা ক্ষীরোদচন্দ্র সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'দেড় বছর আগে অংশুমান এবং তৃপ্তির বিয়ে হয়। দুটি পরিবারই নতুন অতিথির অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু সন্তানের মুখ তো কেউ দেখতে পেলেন না, মেয়েটাও চলে গেল চিকিৎসকদের অমানবিকতায়।'

যদিও এই অভিযোগ মানতে চাননি ডাঃ রঞ্জনা ঝা। তিনি বলছেন, 'আমার প্রাইভেটে ওটা চেম্বার আছে। তবে, চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি আমি করিনি। আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি। যা হয়েছে তাতে আমি দুঃখিত।' অভিযুক্ত আরও এক চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'মৃতার পরিবারের লিখিত অভিযোগ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেব। তিনি তদন্তের নির্দেশ দিলে দুই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আমরা তদন্তে নামব।' মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না এলে মৃত্যুর কারণ বলা যাচ্ছে না। তবে অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলছেন পুলিশকর্তা।

অভিযোগ যেখানে
- প্রাইভেটে অন্য চিকিৎসক দেখানোয় হাসপাতালে চিকিৎসা করেননি দুই চিকিৎসক
- নার্সদের থেকে জানতে পেরে প্রেসক্রিপশনে রোগীর নামে গোল দাগ দেন এক চিকিৎসক
- শ্বাসকষ্ট ও পেটে চরম যন্ত্রণা শুরু হলে ওই গর্ভবতীকে লেবার রুমে নিয়ে যাওয়া হয়
- পরিবারের দাবি মেনে মৃতার ময়নাতদন্ত, তদন্তের আশ্বাস মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের

৫০তম বর্ষে জমকালো শোভাযাত্রা কালিয়াগঞ্জের ত্রিধারার। বৃহস্পতিবার। ছবি : অনির্বাণ চক্রবর্তী

মৃত্যু পরিযায়ী তরুণের

মানিকচক, ১৬ অক্টোবর : বিয়ের পর সংসার চালানোর খরচ বেড়েছে। তাই পেটের টানে প্রথমবার ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন এক তরুণ। সেখানে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল সেই পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম শেখ হাসিম (২১)। বাড়ি মালদার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর অঞ্চলের পূর্বপাড়ায়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন মাস আগে সেই তরুণের বিয়ে হয়। বিয়ের সাতদিন পরই তাঁকে কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে চলে যেতে হয়। ভিনরাজ্যে এবারই প্রথমবার গিয়েছিলেন। বেঙ্গালুরুতে প্রায় আড়াই মাস কাজ করেন তিনি। চলতি মাসের ১২ তারিখ কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান এই পরিযায়ী শ্রমিক।

স্মারকলিপি

গঙ্গারামপুর, ১৬ অক্টোবর : ১০০ দিনের কাজ দ্রুত চালু করা, আবাস যোজনা প্রকল্পে গরিব মানুষকে ঘর দেওয়া, গচিয়ার শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপনের দাবি সহ ৫ দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর ব্লকের দমদমা গ্রাম প্রধানকে ডেপুটেশন দিল বামফ্রন্টের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটি।

সচেতনতা শিবির

হিলি, ১৬ অক্টোবর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মানব পাচার, নারী পাচার ও শিশুশ্রম নিয়ে হিলি ব্লক প্রশাসন কার্যালয়ের প্রান্তিক সভাকক্ষে শিবির হয়।

চুরির চেষ্টা

রায়গঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সকালে রায়গঞ্জ থানার শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকসা এলাকার একটি বাড়ি ও দোকানের তালা ভেঙে চুরির চেষ্টা হয়। প্রতিবেশীরা শব্দ পেয়ে বাইরে এসে দেখেন, এক তরুণ বাড়ির তালা ভাঙার পাশাপাশি দোকানের তালাও ভাঙছেন। অভিযুক্ত তরুণকে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় ক্ষিপ্ত জনতা। ধৃতের নাম গুলজার হোসেন, বাড়ি হেমতাবাদ থানার বাহারাইল সংলগ্ন ধানতোর গ্রামে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। শর্তসাপেক্ষ জামিন দেন বিচারক।

পাশে প্রশাসন

কুমারগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : কুমারগঞ্জ ব্লকে আর্থিকভাবে দুর্বল ২০ জন টিবি (যক্ষ্মা) রোগীর আগামী ছয় মাসের ড্রাইফুডের দায়িত্ব নিল ব্লক প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমারগঞ্জ বিডিও অফিসে টিবি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানে এই উদ্যোগের সূচনা হয়। কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানালেন, রোগীদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এমন মানবিক পদক্ষেপ করা হয়েছে।

মনোজের পাশে নেই নেতা-মন্ত্রীরা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৬ অক্টোবর : গাড়ি পিষে দেওয়ায় প্রাণ গিয়েছে কংগ্রেসের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ্যের। একই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন আরেক জখমও। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন একই দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম তৃণমূল কর্মী মনোজ দাস। মৃতদের পরিবারের পাশে নেতারা দাঁড়িয়েছেন বটে, কিন্তু দুঃস্থ মনোজের পাশে দাঁড়াননি কেউ। গরিব পরিবারের সদস্যের চিকিৎসাও চলছে চাঁদা তুলে। এমনই অমানবিক ঘটনায় চর্চা শুরু হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে।

জখম মনোজের মা মায়া দাস বলছেন, ছেলেই সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী। সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনায় আমার ছেলে গুরুতর জখম হয়। আমরা ওর চিকিৎসার খরচ টানতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি। এখন গ্রামবাসীর থেকে সাহায্য চাইছি। জানি না ছেলেটাকে সুস্থ করতে পারব কি না।

হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া এলাকায় লক্ষ্মীপুজোর রাতে এই 'দুর্ঘটনা' ঘটে। ব্যক্তিগত বিবাদের জেরে বিপদ প্রামাণিক নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ সাহাকে খুনের উদ্দেশ্যে গাড়ি দিয়ে পিষে দেয় বলে অভিযোগ। সেই সময় তাঁর সঙ্গে এলাকার আরও চারজন সেখানে ছিলেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের। জখমদের মধ্যে চিকিৎসারত অবস্থায় পুলক সাহা নামে আরেকজনের মৃত্যু হয়। মনোজ দাস আশঙ্কাজনক অবস্থায় পূর্ণিয়ায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মনোজ পেশায় রংমিস্ত্রি। তার ওপর নির্ভর গোটা পরিবার। এই মুহূর্তে পরিবার অথই জলে। চিকিৎসার এত খরচ জোগানো পরিবারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামের মানুষ চাঁদা তুলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন।

মৃত কংগ্রেসের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের বাড়িতে গিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। দু'দিন আগে এসে দেখা করেছেন কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। কিন্তু অসহায় মনোজের পরিবারের কেউ খোঁজ নেয়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা শিক্ষক শফিকুল আলম বলেন, পরিবারটি গরিব। এই ঘটনার পর থেকে ওর বৃদ্ধা মা এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে বেড়াচ্ছেন। চিকিৎসার খরচ প্রচুর। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী তজমুল বলেন, ছেলেটির কথা শুনেছি। চিকিৎসার ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে আর্জি জানাব।

আহত মনোজ দাস।

ত্রিধারার শোভাযাত্রা

কালিয়াগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : আর মাত্র কয়েকদিন পর কালীপুজো। সমস্ত কালীপুজো উদ্যোক্তারা পুজোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। বিভিন্ন ক্লাব একে অপরকে টেক্কা দিতে প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখছে না।

কালিয়াগঞ্জ শহরের ত্রিধারা সংঘের পুজো এবার ৫০তম বর্ষে পদার্পণ করল। এজন্য বৃহস্পতিবার বিকালে ক্লাবের তরফে একটি আমন্ত্রণ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিকে সামনে রেখে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি কালিয়াগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। মহিলা ঢাকিদের বাদ্যি, নদিয়ার ব্যান্ড, সাঁওতাল নৃত্য সহ স্থানীয় সাংস্কৃতিক দলের নিবেদনে শোভাযাত্রাটি কালিয়াগঞ্জের দীপাবলি উৎসবে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। এছাড়াও শোভাযাত্রায় ছিল মহারাষ্ট্রের বাদ্যযন্ত্র।

প্রতি বছর কালিয়াগঞ্জের হাসপাতালপাড়ার ত্রিধারা সংঘের পুজো উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ অন্য জেলার মানুষের কাছেও বেশ আকর্ষণীয়। এই ক্লাবের পুজো দেখতে অনেক মানুষ আসেন।

ত্রিধারা ক্লাবের সম্পাদক সুজিত সরকারের কথায়, 'রবিবার আমাদের মণ্ডপের দ্বারোদঘাটন হবে। চন্দননগরের আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে গোটা হাসপাতালপাড়া। বালুরঘাটের এক ডেকোরেটার সংস্থা কাল্পনিক মন্দিরের আদলে পুজোমণ্ডপ তৈরি করছে। মূর্তি তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা। মণ্ডপের পাশে ১৬ অক্টোবর থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ২০ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত টলিউড এবং বলিউড খ্যাত গায়ক সহ স্থানীয় ব্যান্ডের অনুষ্ঠান রয়েছে।'

এই বছর পুজোর বাজেটের বিষয়ে সুজিতকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আমাদের কোনও নির্দিষ্ট বাজেট নেই। ক্লাব সদস্যদের দেওয়া অর্থ ও কালিয়াগঞ্জবাসী ভালোবেসে যা অনুদান দেবেন তা দিয়েই এবার আমাদের ক্লাবের পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।'

হাতের চাপে আলগা রাস্তার পিচ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৬ অক্টোবর : সরকারি টাকায় হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশন থেকে মিটনা পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার চলছে। এদিকে সংস্কার চলাকালীনই নবনির্মিত রাস্তায় হাত দিয়ে সামান্য চাপ দিলে উঠে যাচ্ছে পিচের চাদর। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে। সামাজিক মাধ্যমে পিচ উঠে যাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল (যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) হয়েছে। এরপর পাঁচ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফে 'মিথ্যে' মামলা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। বৃহস্পতিবার স্থানীয়রা গোটা বিষয়টি নিয়ে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে শামিল হন।

হরিশচন্দ্রপুরের বিধায়ক তজমুল হোসেন যদিও বলছেন, 'এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। সবে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে।' রাস্তা সংস্কারে বেনিয়ম হয়ে থাকলে তিনি খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দেন। হরিশচন্দ্রপুর-২'এর বিডিও তাপস পাল জানান, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে রাস্তার কাজ চলছে। সঙ্গে বলেন, 'আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিষয়টি জানাব।' রাস্তাটি মালিওর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ছে। ওই পঞ্চায়েতের প্রধান সেতারা খাতুন বলেন, 'ভাইরাল ভিডিও দেখে রাস্তার এই অবস্থার কথা জানতে পারলাম। প্রশাসনের নজরে আনা হবে।'

৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ওই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তরফে প্রায় ৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে কাজ শুরু হয়েছে। এখনও পুরো কাজ শেষ হয়নি। এরই মধ্যে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় পিচের চাদর উঠে যাচ্ছে। শিডিউল দেখতে চাইলে দেখানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ। লাগানো হয়নি ফলক। ঠিকাদারি সংস্থা কোনও কথা শুনছে না বলেও দাবি। সঠিকভাবে রাস্তা সংস্কারের দাবিতেই এলাকাবাসী এদিন বিক্ষোভ দেখান।

বিক্ষোভকারী মোহম্মদ শাকির বলেন, 'নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ হচ্ছে। হাতের চাপে পিচের চাদর উঠে যাচ্ছে।' স্থানীয়দের মধ্যে আসিফ ইকবাল জানান, তিনি রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'রাস্তা তৈরিতে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। এভাবে কাজ হলে রাস্তা কয়েকদিনেই আবার বেহাল হয়ে পড়বে।'

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক কিষান কেদিয়া তৃণমূল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, 'এ আর নতুন কী! সরকারটাই তো কাটমানি দিয়ে তৈরি। এদের সব কাজেই দুর্নীতি।'

ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদ

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৬ অক্টোবর : রামপুরহাটে আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি সহ মোট ১০ দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন ব্লকে দাবিপত্র পেশ করেছে আদিবাসী সংগঠন 'মাঝি পরগনা গাঁওতা'। এদিন গাজোল স্টেশন মোড় এলাকা থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে গিয়ে দাবিপত্র পেশ করে তাদের একটি প্রতিনিধিদল। গঙ্গারামপুর ব্লকের বিডিও অফিসেও এদিন দাবিপত্র পেশ করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি। মিশন মোড় থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে তাদের প্রতিনিধিদল গঙ্গারামপুরের বিডিও অর্পিতা ঘোষালের কাছে দাবিপত্র পেশ করে।

এছাড়া, তপন ও বংশীহারীর বিডিও-র কাছেও এদিন দাবিপত্র পেশ করেছে তারা। কোর্ট মোড় থেকে মিছিল করে তারা বংশীহারী বিডিও অফিসে গিয়েছিল। অন্যদিকে, কুশমণ্ডির বিডিওর কাছেও সংগঠনের কুশমণ্ডি থানা কমিটির তরফে দাবিপত্র পেশ করা হয়। ব্লক সভাপতি শিবু মার্ডি বলেন, 'সিবিআই তদন্ত করে দোষীদের ফাঁসি না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।'

দুই শতাব্দীপ্রাচীন গাজোলের শ্যামাকালীপুজো

গৌতম দাস

গাজোল, ১৬ অক্টোবর : গাজোলের পুরোনো কালীপুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম ভিতর বাজারের আদি শ্যামাকালীপুজো। বর্ধমানের বৈদ্যবাটির প্রাক্তন জমিদার দুর্লভ রাম নন্দী চৌধুরী এস্টেটের তত্ত্বাবধানে ১২০২ বঙ্গাব্দ থেকে হয়ে আসছে এই পুজো। পুজোর এবছর ২৩০তম বর্ষ। এখানে মা শ্যামা দক্ষিণাকালী রূপে পূজিতা হন। একদিকে যেমন অত্যন্ত নিয়ম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এই মন্দিরে কালীপুজো করা হয়, ঠিক তেমনি এই পুজো শুরুর ইতিহাস এবং লোকমুখে প্রচলিত বিভিন্ন কিংবদন্তি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পুজো শুরুর সময় থেকেই আড়াইডাঙ্গার ঝা পরিবারের সদস্যরা এই মন্দিরে সেবায়েতের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। একইরকমভাবে পুজোর সূচনাকাল থেকে বংশপরম্পরায় এই পুজোর প্রতিমা তৈরি করে আসছেন গাজোলের চৌধুরী পরিবার। মা কালীর প্রতিমা আনা এবং বিসর্জন নিয়েও আছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম। মায়ের প্রতিমা মন্দিরে আনা এবং বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় একই রাস্তা দিয়ে। পুজোর দিন অনেক দর্শনার্থী এই মন্দিরে মা কালীর পুজো দেখতে আসেন।

বর্তমানে মন্দিরের সেবায়েতের দায়িত্ব পালন করেন আড়াইডাঙ্গার ঝা পরিবারের সদস্য আমনকুমার ঝা। এই পুজো প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'জমিদারবাড়ির তত্ত্বাবধানে কঠোর নিয়মকানুন মেনে দক্ষিণাকালী রূপে পূজিতা হন শ্যামা মা। পুজোর পর পাঁঠা এবং পায়রা বলি দেওয়া হয়। মাকে ভোগ নিবেদন করেন অনেকে।' তিনি আরও বলেন, 'গাজোলের কালীদিঘির পূর্ব পাড়ে বেশ কিছুটা উপরে মায়ের মন্দির। গৌড়ীয় ইট দিয়ে তৈরি এই মন্দির কত বছরের পুরোনো তা কেউ জানে না।'

এই পুজোর ইতিহাস যথেষ্ট চমকপ্রদ। লোকমুখে প্রচলিত, বৈদ্যবাটির ব্যবসায়ী দুর্লভ রাম নন্দী দিনাজপুর এলাকায় লবণ এবং শুকনো লংকার ব্যবসা করতেন। ফেরার পথে তিনি গাজোলে বিশ্রাম নিতেন। একদিন ওইরকম বিশ্রাম নিতে তিনি গাজোলে ছিলেন। একদিন তিনি যখন গাজোলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন গাজোল হাটের নিলাম হচ্ছিল। নিলামে তিনি হাটটি কিনে নেন। হাটে তার আগে থেকেই কালীপুজো হত। হাট কিনে নেওয়ায় দুর্লভের কাঁধেই কালীপুজো এবং হাটের কর্মচারীদের দায়িত্ব এসে পড়ে। ১৮৯৫ সালে জমিদারি স্বত্ব পান দুর্লভের বংশধর সীতারাম। তিনি চৌধুরী উপাধি পান। তারপর থেকেই দুর্লভ রাম নন্দী চৌধুরী এস্টেটের নামে জমিদারি চালাতেন তাঁরা। গাজোলের পুরোনো কাছারি বাড়িতেই এখনও মায়ের মূর্তি তৈরি হয়। বর্তমানে প্রতিমা তৈরি করছেন গাজোলের চৌধুরী বাড়ির বংশধর উত্তম চৌধুরী। পুজোর পরের দিনই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের সময়ও নির্দিষ্ট পথ ধরে পুরোনো কাছারিবাড়ি এবং নতুন কাছারিবাড়ি হয়ে বাজারের ভেতর দিয়ে কালীদিঘিতে বিসর্জন দেওয়া হয়। পুজোর দিন হাজার হাজার মানুষ আসেন মন্দির চত্বরে। পরের দিন মেলার পরে মায়ের প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।

গাজোলে দুর্লভ নন্দী এস্টেটের জমিদারের কালী মন্দির। -সংবাদচিত্র

> জমিদারবাড়ির তত্ত্বাবধানে কঠোর নিয়মকানুন মেনে দক্ষিণাকালী রূপে পূজিতা হন শ্যামা মা। পুজোর পর পাঁঠা এবং পায়রা বলি দেওয়া হয়। মাকে ভোগ নিবেদন করেন অনেকে।
>
> **আমনকুমার ঝা,**
> *মন্দিরের সেবায়েত*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা গৌতম সেন - কে 31.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80G 48626 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি প্রমাণ করেছে যে ছোট একটি টিকিট অনেক বড়ো স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম। আজ আমার সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে এবং আমি যে আনন্দ উপভোগ করছি তা ভাষায় বর্ণনা করা খুবই কঠিন। এই দুর্দান্ত সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.

Great Eastern™
We serve you best
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
Nano Smart TV with Alpha7 AI Processor 4K Gen8 Filmmaker Mode Dolby Atmos 2025
86 LED ₹ 2,02,000*
Android 11 Dolby Digital + Dolby Atmos Google Assistant
75 4k Google TV ₹ 64,990
65 QLED TV ₹46,990
55 QLED ₹33,990
55 4K Google TV 500W ₹30,990
55 4K GOOGLE TV ₹29,990
43 QLED ₹24,990
43 4K Google TV 500w ₹22,990
43 GOOGLE TV ₹18,990
43 SMART ₹16,990
32 GOOGLE TV ₹10,990
Whirlpool OFFER PRICE ₹11990*
Haier OFFER PRICE ₹13490*
Godrej OFFER PRICE ₹14990*
LG OFFER PRICE ₹16990*
IFB OFFER PRICE ₹17990*
SAMSUNG OFFER PRICE ₹19490*
BOSCH OFFER PRICE ₹19990*
Whirlpool OFFER PRICE ₹19990*
Godrej OFFER PRICE ₹20490*
LG OFFER PRICE ₹21490*
Haier OFFER PRICE ₹22490*
SAMSUNG OFFER PRICE ₹23990*
IFB OFFER PRICE ₹24490*
LLOYD OFFER PRICE ₹24990*
Panasonic OFFER PRICE ₹25490*
BOSCH OFFER PRICE ₹26490*
Godrej OFFER PRICE ₹46990*
Haier OFFER PRICE ₹47990*
LG OFFER PRICE ₹51990*
Haier OFFER PRICE ₹58990*
Godrej OFFER PRICE ₹65990*
LG OFFER PRICE ₹69990*
Whirlpool OFFER PRICE ₹13490*
Haier OFFER PRICE ₹14490*
LLOYD OFFER PRICE ₹15990*
Godrej OFFER PRICE ₹16490*
LG OFFER PRICE ₹16990*
Panasonic OFFER PRICE ₹17490*
IFB OFFER PRICE ₹17990*
SAMSUNG OFFER PRICE ₹18990*
BOSCH OFFER PRICE ₹19990*
Godrej OFFER PRICE ₹22990*
Haier OFFER PRICE ₹24490*
LG OFFER PRICE ₹27990*
Godrej OFFER PRICE ₹28490*
Panasonic OFFER PRICE ₹30490*
Whirlpool OFFER PRICE ₹26490*
IFB OFFER PRICE ₹31990*
LLOYD OFFER PRICE ₹31490*
BOSCH OFFER PRICE ₹33990*
SAMSUNG OFFER PRICE ₹38990*
LG OFFER PRICE ₹58990*
IFB LG Panasonic SAMSUNG Haier Godrej
MICROWAVE OVEN
Starting Price ₹ 5990*
KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS hindware
WATER HEATER
Starting Price
₹ 2190*
Mixer Grinder (3 Jar) + Electric Kettle + Iron
Offer Price ₹ 2390*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI
Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall
84200 55257
BAGDOGRA
Near Station More, Opp. Lower Bagdogra
85840 38100
RAIGANJ
Near Sandha Tara, Bhawan
85840 64028
MALDA
Pranta Pally, N H 34
85840 64029
BALURGHAT
B.T. Park, Tank More
90739 31660
JALPAIGURI
Siliguri Main Road, Beguntari
98301 22859
S.F. ROAD
Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road
85840 64025
COOCHBEHAR
N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi
84200 55240
DALHOUSIE -
(ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩০ আশ্বিন ১৪৩২

অসংবেদনশীল

২০২৪-এর লোকসভা ভোটে মনোনয়ন পাওয়াই মুশকিল ছিল বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের। দলের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন, দুই প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেন মনোনয়ন দেওয়া না হয়। মমতা অভিষেককে রাজি করিয়ে দুজনকেই শেষপর্যন্ত টিকিট দেন। সুদীপ সচরাচর বিতর্কিত মন্তব্য করেন না। কিন্তু সৌগত ওটাতেই সিদ্ধহস্ত। মাঝেমধ্যে এমন কিছু বলে বসেন, যা নিয়ে বিতর্ক বাধে।

বরাহনগরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনিতে সৌগত বলেছেন, 'একটি পার্টি খেলা-মেলাতেই যদি চাপা পড়ে যায়, তাহলে তার পলিটিকাল সেন্সও (রাজনৈতিক বোধ) চাপা পড়ে যায়। খেলা-মেলা করলে লোকে ওই নিয়ে মেতে থাকবে, পলিটিক্সটা করবে না। মনে রাখতে হবে, ৬ মাস পর নির্বাচন। জেতাটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। অন্য কিছু করবেন না।'

রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূল সরকারকে হামেশাই 'মেলা-খেলার সরকার' বলে বিদ্রুপ করেন। এতদিন শুধু বিরোধীরা মমতার মেলা-খেলা নিয়ে ব্যঙ্গ-কটাক্ষ করে এসেছেন। এবার একজন তৃণমূল সাংসদই বছরভর মেলা-খেলার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য বছরভর উৎসব, মেলা-খেলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বন্ধন গড়ে তোলা।

মহালয়ারও আগে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন, ১২-১৩ দিনের দুর্গোৎসব, রেড রোডে বিসর্জনের কার্নিভাল, জেলায় জেলায় কার্নিভাল, অ্যালেন পার্ক, পার্ক স্ট্রিটে ক্রিসমাস-বর্ষশেষের উৎসব, পৌষপার্বণে পিঠে-পুলি উৎসব, সব জেলায় শীতের মেলা, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, আদিবাসী মেলা-উৎসব, হুল উৎসব, বর্ষায় ইলিশ উৎসব।

আবার ফুটবল খেলার প্রতিও তৃণমূল নেত্রীর যথেষ্ট অনুরাগ। ১৬ অগাস্ট দিনটিকে 'খেলা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। ওই দিন সব ক্লাবকে ফুটবল বিলি করা হয়। তৃণমূল জমানায় চালু হয়েছে জেলাভিত্তিক বিবেকানন্দ কাপ, ডায়মন্ড হারবারে এমপি কাপ, জঙ্গলমহল-সুন্দরবনে ফুটবল টুর্নামেন্ট। সৌগতর মন্তব্য সম্পর্কে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'সৌগত রায় কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন, জানি না। তবে খেলা-মেলা হল সামাজিক অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। যখন রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকে না, তখন জনসংযোগের প্রধান কর্মসূচি হল খেলা-মেলা। মুখ্যমন্ত্রীও সামাজিক কর্মসূচিকে হাতিয়ার করে জনসংযোগ বাড়াতে বলেন। মেলা অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির একটি প্রধান মাধ্যম, এতে সাধারণ গরিবের উপার্জনও হয়।'

তৃণমূলের আইটি সেলের ইনচার্জ দেবাংশু ভট্টাচার্য সৌগতর মন্তব্যকে অভিভাবকসুলভ পরামর্শ হিসেবেই দেখছেন। মানতেই হবে, সৌগতর খেলা-মেলা মন্তব্য তৃণমূলেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীরা ঠাট্টা-তামাশা করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। আগেও আইপ্যাক চুক্তি বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্ক বাধিয়েছেন বর্ষীয়ান সাংসদ। তাঁকে মুখ বন্ধ রাখতে নির্দেশও দেওয়া হয়।

'খেলা-মেলা' মন্তব্যের দু'দিনের মাথায় দুর্গাপুরে ডাক্তারি ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যের সমর্থনে সৌগত বলেন, রাতে মেয়েদের কলেজের বাইরে যাওয়া অনুচিত। খেলা-মেলা নিয়ে মন্তব্যে মমতা যদি তাঁর ওপর চটে থাকেন, পরেরটাতে মুখ্যমন্ত্রীকে তুষ্ট করারই চেষ্টা করেছেন সৌগত। আবার বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী দুর্গাপুরের ঘটনার পর মন্তব্য করেন, 'যুগ যুগ ধরে এসব চলছে।'

অর্থাৎ শুধু সৌগত নন, তৃণমূলের কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র, ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, চিরঞ্জিত চক্রবর্তীরা মাঝেমধ্যে দলবিরোধী বা নারীবিদ্বেষী মন্তব্য করে থাকেন। সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন মুখ্যমন্ত্রী নিজেও। বিশেষত রাজ্যে বিভিন্ন নারী নির্যাতনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে মাঝে মাঝে অসংবেদনশীলতা প্রকাশ পায় বলে অভিযোগ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দৌলতে ও বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে ভোটযুদ্ধে বাংলায় তৃণমূল যদি আবার জয়ী হয়ও, মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের একাংশের এধরনের নারীবিদ্বেষী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক থাকবেই। এর সঙ্গে মানবিকতা ও নারীর প্রতি মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফারাক বাড়ছে

ভারতে শীর্ষ ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে দেশের মোট সম্পদের প্রায় ৪০.১ শতাংশ কুক্ষিগত। বিষয়টি যথেষ্টই চিন্তার।

অমিতাভ সাহা

স্বাধীনতার সাত দশক পেরিয়ে এসে ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত। প্রযুক্তি, পরিকাঠামো এবং সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজে একটি গভীর ও ক্রমবর্ধমান সমস্যা প্রকট- তা হল ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য। এই ফারাক এখন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে। উন্নয়ন ও বিকাশের একদিকে যেমন বিলিয়নিয়ারদের সংখ্যা বেড়েছে, তেমনি আরেকদিকে সমাজের বৃহত্তর অংশ মৌলিক সুযোগসুবিধা ও সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক সমস্যা নয় বরং এটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় গবেষণা সংস্থা ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভয়াবহতা তুলে ধরেছে। ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব (World Inequality Lab)-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে শীর্ষ ১ শতাংশ ধনকুবেরের হাতে দেশের মোট সম্পদের প্রায় ৪০.১ শতাংশ কুক্ষিগত। অন্যদিকে, দেশের জনসংখ্যার নীচের দিকে থাকা ৫০ শতাংশ মানুষের মালিকানায় আছে মোট সম্পদের মাত্র ৩ থেকে ৫ শতাংশ। অক্সফামের (Oxfam) মতো সংস্থার রিপোর্ট প্রায়শই এই মর্মে সতর্ক করে যে, হাতেগোনা কয়েকজন ধনীর সম্পদ সমাজের বিরাট অংশের সম্মিলিত সম্পদের চেয়েও বেশি। এই চরম কেন্দ্রীকরণ অর্থনৈতিক ন্যায়ের পরিপন্থী।

কেবল সম্পদ নয়, আয়ের ক্ষেত্রেও বৈষম্য তীব্র। শীর্ষ ১ শতাংশের আয় দেশের মোট জাতীয় আয়ের একটি বিশাল অংশ দখল করে আছে। সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারত্বের কারণে নিম্ন আয়ের মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে, কিন্তু একই সময়ে স্টক মার্কেটের সূচকগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি এবং বড় সংস্থাগুলির মুনাফা বৃদ্ধির কারণে ধনী শ্রেণির আয় বহুগুণ বেড়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও তার সুফল সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে বণ্টিত হচ্ছে না। অর্থাৎ ভারত 'উজ্জ্বল ভারত' ও 'গ্রামীণ ভারত' -এর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ছে।

ধনী-দরিদ্রের এই ফারাক বৃদ্ধির পেছনে একাধিক কাঠামোগত ও নীতিগত কারণ রয়েছে। নব্বইয়ের দশকের অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং পরবর্তী সময়ের নীতিগুলি একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে পুঁজি, প্রযুক্তি ও উচ্চ দক্ষতার উপর নির্ভরশীল শ্রেণিকে বেশি সুবিধা দিয়েছে। ভারতের কর কাঠামোয় পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) বোঝা দরিদ্র ও ধনী সকলের উপর প্রায় সমানভাবে পড়ে, ফলে আয়ের শতাংশের হিসেবে দরিদ্রদের ওপর চাপ বেশি পড়ে এবং বৈষম্য আরও বাড়ে। ব্যাপক হারে কর ফাঁকি দেওয়া এবং সরকারের উচ্চ স্তরে দুর্নীতি কালো টাকা ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ জমাতে সহায়ক হয়, যা বৈষম্যের অন্যতম প্রধান ইন্ধন।

মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বাণিজ্যিকীকরণ এবং এর উচ্চ মূল্য দরিদ্রদের জন্য এই পরিষেবাগুলি নাগালের বাইরে নিয়ে গিয়েছে। একটি দরিদ্র পরিবারের শিশু মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের জন্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। আরেকটি দিক হল, দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমানভাবে হয়নি। উন্নত পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় কেন্দ্রীভূত হওয়ায় পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে, যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং ন্যায্য মজুরির অভাব রয়েছে। উচ্চ বেকারত্ব এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার কারণে শ্রমিকদের মজুরি সেই অর্থে বাড়েনি।

সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারত্বের কারণে নিম্ন আয়ের মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে, কিন্তু একই সময়ে স্টক মার্কেটের সূচকগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি এবং বড় সংস্থাগুলির মুনাফা বৃদ্ধির কারণে ধনী শ্রেণির আয় বহুগুণ বেড়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও তার সুফল সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে বণ্টিত হচ্ছে না। অর্থাৎ ভারত 'উজ্জ্বল ভারত' ও 'গ্রামীণ ভারত' -এর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রভাব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। উন্নয়নের মাঝেও বৈষম্যের কারণে একটি বড় অংশ চরম দারিদ্র্য ও অপুষ্টির শিকার হয়ে পড়ছে। ভারত ক্ষুধা সূচকে নিম্ন স্থানে থাকার এটি অন্যতম কারণ। বৈষম্য মানুষের সুস্থ জীবনযাপন, শিক্ষা ও সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগকে সীমিত করে, যা দেশের সামগ্রিক মানবিক উন্নয়ন সূচকের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে হতাশা, বিচ্ছিন্নতা ও ক্ষোভের জন্ম দেয়, যা অপরাধমূলক কার্যকলাপ এবং সামাজিক অস্থিরতা বাড়াতে ইন্ধন জোগায়। ধনীরা তাদের আয়ের একটি ছোট অংশ ব্যয় করে, কিন্তু দরিদ্ররা আয়ের বেশিরভাগটাই ব্যয় করে। বৈষম্য বাড়লে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়, ফলে বাজারে সামগ্রিক চাহিদা কমে আসে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে শ্লথ করে দেয়। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়েন।

আশার কথা এই যে, এই গুরুতর সমস্যা মোকাবিলায় ভারত সরকার ইতিমধ্যেই কার্যকরী ও ন্যায়সংগত নীতি গ্রহণ করেছে। জিএসটি সংস্কারে সম্প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে। ১২ শতাংশ এবং ২৮ শতাংশের পুরোনো স্ল্যাবগুলি বিলুপ্ত করা হয়েছে। ১২ শতাংশ স্ল্যাবের প্রায় সমস্ত পণ্যকে ৫ শতাংশ স্ল্যাবে নামিয়ে আনা হয়েছে। ২৮ শতাংশ স্ল্যাবের আওতাধীন প্রায় ৯০ শতাংশ পণ্যকে ১৮ শতাংশ স্ল্যাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অতি বিলাসবহুল জিনিসপত্রের জন্য একটি ৪০ শতাংশ জিএসটি-র নতুন ও উচ্চতর স্ল্যাব যুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, উচ্চবিত্তদের কাছ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সহ বহু গৃহস্থালি পণ্যের করের হার ১৮ শতাংশ অথবা ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ অথবা শূন্য করা হয়েছে। ৩৩টি জীবনদায়ী ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য করা হয়েছে। এছাড়া ক্যানসার এবং অন্যান্য বিরল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের কর ৫ শতাংশ থেকে শূন্যতে নামানো হয়েছে। এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য হল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানো এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি খাতে সরকারি বরাদ্দ আরও বাড়ানো প্রয়োজন, যাতে দরিদ্রতম মানুষেরাও মানসম্মত পরিষেবা পায়। দরিদ্র ও অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিমা, পেনশন এবং মজুরি সুরক্ষা সহ একটি শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা জাল তৈরি করা প্রয়োজন। ন্যূনতম মজুরি আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃহৎ আকারে বিনিয়োগ করা আবশ্যক।

ভারতে ধনী ও দরিদ্রের ফারাক ক্রমশ চওড়া হওয়া কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান, মর্যাদা এবং ভবিষ্যতের প্রশ্ন। স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হলে এই বৈষম্যের মূলে আঘাত হানা অপরিহার্য। কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে উন্নয়নের সুফল সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং একটি ন্যায্য ও সমতাপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়। অর্থনৈতিক ন্যায়ের এই সংগ্রাম কেবল নৈতিক বাধ্যবাধকতা নয়, বরং দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সাফল্য ও সামাজিক স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি।

(লেখক সরকারি আধিকারিক)

আজ

১৮৯০

আজকের দিনে প্রয়াত হন, মানবতাবাদী, সাধক লালন ফকির।

১৯৭০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রাক্তন ক্রিকেটার অনিল কুম্বলে।

আলোচিত

মোদি দারুণ মানুষ। মোদি ট্রাম্পকে খুব পছন্দ করেন। তবে পছন্দ করা শব্দটি আপনারা খারাপভাবে ব্যাখ্যা করবেন না। আমি কখনোই মোদির রাজনৈতিক কেরিয়ার ধ্বংস করতে চাই না। মোদি আজ আমায় আশ্বাস দিয়েছেন, রাশিয়া থেকে ভারত আর তেল কিনবে না। আমি চাই চিনও তাই করুক।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল/১

খাটিয়ায় সাদা কাপড়-মালা চাপিয়ে, আচার মেনে বিহারের এক বৃদ্ধকে আনা হয় শ্মশানে। উপস্থিত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব। হঠাৎ উঠে দাঁড়ান 'মৃত'। অবাক সকলে। পুরোটাই সাজানো। তাঁকে কে, কতটা ভালোবাসেন তা দেখতেই এই 'ফন্দি' ছিল।

ভাইরাল/২

গুজরাটে ট্রেন লাইনের ইলেক্ট্রিক পোস্ট ভেঙে তার ঝুলছিল। সেসময় একটি মালগাড়ি লাইনটি দিয়ে ছুটে আসে। স্থানীয়রা লাল কাপড় উঁচিয়ে লোকোপাইলটকে সজাগ করেন। তিনি ঘটনার গুরুত্ব বুঝে দ্রুত ট্রেন থামিয়ে দেন। বড় দুর্ঘটনা থেকে ট্রেনটি রক্ষা পায়।

জনমন

জনমত

স্মৃতি মান্ধানার ব্যাটে রানের ফুলঝুরি চাই

২৯ বছর ৩ মাস বয়সি বর্তমান ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ভাইস ক্যাপ্টেন বাঁহাতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান স্মৃতি মান্ধানাকে নিঃসন্দেহে বিরাট কোহলির সমতুল্য বলা যেতে পারে। তাছাড়া কোহলি ও মান্ধানা দুজনেই ১৮ নম্বর জার্সি গায়ে দেশের হয়ে খেলতে নামেন। ১২ অক্টোবর বিশাখাপত্তনমের মাঠে স্মৃতি ১১২ ইনিংস খেলে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাঁচ হাজার রান পূর্ণ করলেন। বিরাট কোহলির এই পাঁচ হাজার রান পূর্ণ করতে খেলতে হয়েছিল ১১৪ ইনিংস। এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর স্মৃতি দিল্লির মাঠে ৫০ বলে শতরান হাঁকিয়ে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম শতরানকারী (কোহলি করেছিলেন ৫২ বলে) বিবেচিত হয়েছেন।

এদিকে এখন ভারতের মাটিতে রমরমিয়ে চলছে আট দলীয় আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের আসর। দীপাবলির এই শুভ মুহূর্তে চাইছি স্মৃতির ব্যাটে আলোর রোশনাই, রানের ফুলঝুরি। ক্যাপ্টেন (হরমনপ্রীত কাউর) এবং ভাইস ক্যাপ্টেনের ব্যাটে বড় রান উঠলে ভারত সহজেই ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড দলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছাতে পারবে।

তারপরে ক্রিকেট দেবতা সহায় হলে তো সোনায় সোহাগা, আয়োজক দেশ ভারতের পক্ষে মেগা ফাইনালে পৌঁছে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটাও অবাস্তব ব্যাপার হবে না।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

সচেতন না হলেই বিপদ

৮ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'সাহায্য চেয়ে হাতসাফাই, দিনদুপুরে নাবালক গ্যাংয়ের দুষ্কর্মের আতঙ্ক শহরে' শীর্ষক খবরটি খুবই উদ্বেগের। সামনের দিক থেকে যখন একজন নাবালক কোনও পথচারীর কাছ থেকে সাহায্য চায় তখন ভিনরাজ্যের এইসব নাবালক গ্যাংয়ের অন্য সদস্যরা সন্তর্পণে সেই পথচারীর পকেট থেকে মোবাইল বা মানিব্যাগ তুলে নিয়ে যায়। এখনই জনসাধারণ এবং প্রশাসনের সচেতন হওয়া প্রয়োজন, না হলে ভবিষ্যতে এই নাবালকরা শহরের নিরীহ নাগরিকদের অনেক বড় ধরনের ক্ষতি করে ছাড়বে।

রীতম হালদার
সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কালিকাপুরাণ ও কিছু কথা

কালীপুজো মানে নারীশক্তির আরাধনা। যে তীব্র শক্তি এখন বর্তমান সমাজের আশু প্রয়োজন।

সৌরভ মজুমদার

উমা কৈলাসে ফিরতেই সূর্যেরও রোজ বাড়ি ফেরার জলদি থাকে। মন খারাপ করা গোধূলি জন্মায়- রাতের আঁধারে মৃত্যুকে খুঁজে নেয় নক্ষত্রের পথে। হিমেল আবহাওয়া। ঠিক এই সময় শ্যামাসংগীতের সিডি, বা ক্যাসেটগুলি বেরিয়ে আসে। অমাবস্যা তিথিতে জেগে ওঠেন মা কালী স্বয়ং। বৈদিক মতে, দেবীর প্রথম বিবরণ অথর্ব বেদে পাওয়া যায়। পুরাণ ধার করলে, পার্বতীর শান্ত রূপে শিবের রুদ্র মূর্তির মিলিত শক্তিই আসলে মা কালী। সেই মায়ের পুজো মানে নারী শক্তির আরাধনা। যেই শক্তি এখন বর্তমানে আমাদের বেদনাক্লিষ্ট সমাজের আশু প্রয়োজন। মা ফিরলেই মেয়েরা বুকে বল পাবে। আর পার্বতীদের বিবর্তনের গল্প লিখব আমরা। শ্যামা মা ঠিক শিখিয়ে দেবে অশুভ শক্তির রক্তের স্বাদ- প্রতিটা শহরতলির মোড়ে এক ডজন কালী মা হেঁটে বেড়াবে মাঝরাতে। তাঁদের নিরাপত্তার মন্ত্রোচ্চারণে লেখা হবে শ্রেষ্ঠ আহুতি। এই তো আমাদের সার্থক পুজোর ছবি। মায়ের স্নেহময়ী শরীরে বিদ্রোহী ঘোষণা। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং ফ্রেমে সংগমরত যুগলের ওপর মুণ্ডহীনা মা। একদিকে সৃষ্টির বীজ অন্যদিকে ধ্বংসের শিলালিপি। ছিন্নমস্তা পেরিয়ে মা কখনও দক্ষিণা কালী তো কখনও আদ্যাশক্তি। হয়তো বগলা কালী কিংবা ভৈরবী সনাতন। যখন যেভাবে যেখানে প্রয়োজন মায়ের অবাধ প্রবেশ। বিনাশ লেখা খড়্গে সাম্যের সেমিকোলন। ঠিকমতো বিশ্লেষণে নামলে মা আমার প্রকৃত ফেমিনিস্ট- যেখানে নারী, পুরুষ, আবেগ, সম্মান যথাযথ যেন প্রকৃতিগতভাবে পরিপূরক, পরিপূর্ণ।

দেবীর কাছাকাছি আসার চেষ্টায় আমরা বদলে নিয়েছি নিয়ম নিয়মিত। সমাজের বাস্তবিক প্রতিচ্ছবিতে মিশেছে উপাচার, লোকগাঁথায় ধরা থেকেছে বিবর্তনের ধারাবাহিকতা। সামাজিক স্তরবিন্যাসে বদলেছে নৈবেদ্যর সত্যি। দেবীর আমিষভোগের বাস্তবে লেগে থাকা সাংস্কৃতিক পটভূমি ও লৌকিক মনস্তত্ত্বের ছাপ। যেমন রঘু ডাকাতের প্রচলিত গল্পে পোড়া ল্যাটা মাছের গ্রহণযোগ্যতা থেকে গৃহস্থ ভূমিকায় দক্ষিণাকালীর জন্য চাল, ডাল, ঘি, গুড়ের ছাপোষা দৈনন্দিন। এসব পেরিয়ে লিখে রাখি মাটির প্রদীপের আলোর সঙ্গে প্রকৃতিগত অন্ধকারের যুযুধান সম্পর্ক। মাটির প্রদীপ ব্যবসায়ীদের মুখের হাসিতে অবিকল মায়ের মুখ। রোশনাইয়ের আবেদনে পরিবেশবান্ধব প্ল্যান। পটকা থেকে দূরত্ব যথাযথ। এই তো সময় মায়ের পায়ের জবা ফুল হয়ে- শক্তি রূপে ফুটে ওঠার। শক্তি সঞ্চয়ের এই আবহমান যেন এভাবেই শাশ্বত থেকে যায়।

মণ্ডপ বাঁধার দিন পেরিয়ে গেলেই চারিদিকে বেজে উঠবে শ্যামাসংগীত। শক্তির সামনে নতজানু হবে সকলে। ভোগের খিচুড়ির সঙ্গে প্রার্থনার যুগলবন্দি। সকলকে ভালো রাখার বিশ্বাসটুকু দিয়ে রচিত হবে বিসর্জন। বিসর্জন মানে কিন্তু বিদায় নয় বরং নতুন করে সকলের জেগে ওঠা- শক্তিতে, সাহসে, শান্তিতে এবং অপেক্ষায়।

(লেখক সরকারি আধিকারিক।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৮

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। অর্থশালী ব্যক্তি অথবা পাখি ৩। আম-কাঁঠালের গন্ধে মাতে যে পতঙ্গ ৫। যে ফল দিয়ে কাপড় কাচা যায় ৬। মুসলিম ভূত ৮। আকাশে ভাসে মেঘ ১০। বুকের খাঁচা পাঁজরা ১২। আদালতের মীমাংসা ১৪। এক ধরনের কাটারি ১৫। সোনার টাকা বা মোহর ১৬। টপকে বা ডিঙিয়ে যাওয়া।

উপর-নীচ : ১। যে ধর্মের ভান করে কিন্তু ধার্মিক নয় ২। মুসলিমদের ধর্মশাস্ত্র ৪। ধূমপানের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ৭। পানের খিলি রাখার জন্য পাতার তৈরি ঠোঙা ৯। মাটি কেটে উঁচু করে রাখা ১০। দুখি, বিরস বদন বা শুকনো মুখ ১১। মুসলিমদের রোজা পালনের মাস ১৩। টক-মিষ্টি খাওয়ার জিনিস।

সমাধান ■ ৪২৬৭

পাশাপাশি : ১। হলফ ৩। প্রাসঙ্গিক ৪। সিকথ ৫। মিতাহার ৭। থামা ১০। সভা ১২। অমর্যাদা ১৪। রাখাল ১৫। অবসন্ন ১৬। কঠিন।

উপর-নীচ : ১। হককথা ২। ফসিল ৩। প্রাথমিক ৬। হাপুস ৮। মালুম ৯। উদারান্ন ১১। ভাসমান ১৩। বলক।

বিন্দুবিসর্গ

মোদি আশ্বাস বলে ট্রাম্পের দাবিকে নস্যাৎ ভারতের

রুশ তেল নিয়ে নয়া দ্বৈরথ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধের ব্যাপারে ভারত সরকার আদৌ কোনও সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি না সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু সুদূর ওয়াশিংটনের ওভাল অফিসে বসে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দিব্যি সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার তিনি দাবি করেন, 'রুশ তেল কেনা বন্ধের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। আপনারা জানেন, এই কাজটি সঙ্গে সঙ্গে করা যায় না। এটি একটি ছোট্ট প্রক্রিয়া। খুব শীঘ্রই এই প্রক্রিয়া শেষ হতে চলেছে।' ভারতকে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী বলে আখ্যাও দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'উনি (নরেন্দ্র মোদি) আমার বন্ধু। আমাদের মধ্যে দারুণ একটা সম্পর্ক আছে। ভারত তেল কিনছিল বলে আমি খুশি ছিলাম না। আর আজ উনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে ওঁরা আর রাশিয়ার থেকে তেল কিনবেন না। উনি দু-দিন আগেই এটা জানিয়েছেন।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট এও বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি একজন দারুণ মানুষ। উনি আমাকে ভালোবাসেন। আমি ওঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার ধ্বংস করতে চাই না।' স্বাভাবিকভাবেই ভারতের নীতি নির্ধারণ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এহেন দাবি ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে। শুরু হয়েছে কেন্দ্রের সমালোচনাও। রুশ তেল কেনা নিয়ে আগেই মার্কিন রোষে পড়েছিল

রুশ তেল কেনা বন্ধের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন। আপনারা জানেন, এই কাজটি সঙ্গে সঙ্গে করা যায় না। এটি একটি ছোট্ট প্রক্রিয়া। খুব শীঘ্রই এই প্রক্রিয়া শেষ হতে চলেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বিশ্বে জ্বালানির বাজারে অস্থিরতার আবহে ভারতের উপভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাকেই আমরা বরাবর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। আমাদের তেল আমদানি সংক্রান্ত নীতি এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়ে থাকে।

রণধীর জয়সওয়াল

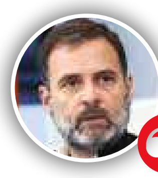

ভারত যে রুশ তেল কিনবে না সেই ব্যাপারে ট্রাম্পকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বারবার ধাক্কা খাওয়ার পরও অভিনন্দন জানিয়ে মেসেজ পাঠানো হয়েছে।

রাহুল গান্ধি

ভারত। এর আগে অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন আচমকা সংঘর্ষ বিরতির কথা ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। তখনও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল কেন্দ্রকে।

তবে মোদি সরকার জানিয়েছে, বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রী মোটেই ফোন করেননি। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতের উপভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাকেই অগ্রাধিকার দেয় সরকার। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'ভারত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তেল এবং গ্যাস আমদানি করে। বিশ্বে জ্বালানির বাজারে অস্থিরতার আবহে ভারতের উপভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাকেই আমরা বরাবর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। আমাদের তেল আমদানি সংক্রান্ত নীতি এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়ে থাকে।' নয়াদিল্লি এও জানিয়েছে, ভারত তেল কেনার বাজারকে আরও বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় করতে চায়। জ্বালানি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও দাবি করেছে বিদেশমন্ত্রক।

কিন্তু কেন্দ্রের সাফাইয়ে খুশি হয়নি বিরোধী শিবির। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সমাজমাধ্যমে তোপ দেগে বলেছেন, 'ট্রাম্পের ভয়ে ভীত প্রধানমন্ত্রী মোদি। ১) ভারত যে রুশ তেল কিনবে না সেই ব্যাপারে ট্রাম্পকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ২) বারবার ধাক্কা খাওয়ার পরও অভিনন্দন জানিয়ে মেসেজ পাঠানো হয়েছে। ৩) অর্থমন্ত্রীর আমেরিকা সফর বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ৪) শার্ম আল শেখ এড়িয়ে গিয়েছে। ৫) অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ওঁর বিরোধিতা করা হয়নি।'

রাশিয়া অবশ্য ট্রাম্পের দাবি শুনে বিশেষ ঘাবড়ায়নি। ভারতে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত ডেনিস আলিপভ জানান, নয়াদিল্লির কাছে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা করাই নয়াদিল্লির ধারাবাহিক অগ্রাধিকার বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে জ্বালানি নিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারত-আমেরিকা দুই দেশই স্বাধীন। তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে। তবে রুশ তেল ভারতের অর্থনীতি ও জনগণের কল্যাণের জন্য যথেষ্ট উপকারী।

ওআরএস শব্দ ব্যবহারের বিধি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই) খাদ্য ও পানীয় পণ্যের নাম বা ট্রেডমার্কে 'ওআরএস' শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। ওই নির্দেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) স্বীকৃত আসল ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন সূত্র অনুযায়ী তৈরি পণ্যগুলিতেই 'ওআরএস' শব্দ ব্যবহার করা যাবে। এফএসএসএআই জানিয়েছে, কোনও খাদ্যপণ্য বা পানীয়ের নাম, লেবেল বা ব্র্যান্ডে 'ওআরএস' শব্দটি এককভাবে বা কোনও উপসর্গ বা অন্যরকমভাবে ব্যবহার করাও আইনত অপরাধ। এমনকি ট্রেডমার্কের অংশ হিসেবেও এই শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। কাফ সিরাপ কাণ্ডের মধ্যে কেন্দ্রের 'ওআরএস'

নির্দেশিকা ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে। কেন্দ্রের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'যে কোনও খাদ্য বা পানীয় পণ্যের নাম বা ট্রেডমার্কে ওআরএস শব্দের ব্যবহার, তা ফলভিত্তিক, নন-কার্বোনেটেড বা রেডি-টু-ড্রিংক যাই হোক না কেন, তা 'এফএসএসএআই ২০০৬'-এর বিধান লঙ্ঘনের শামিল।' ফলে দেশের সমস্ত খাদ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান (ফুড বিজনেস অপারেটরস)-কে অবিলম্বে তাদের পণ্যের নাম ও লেবেল থেকে ওআরএস শব্দটি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এফএসএসএআই এই নির্দেশটি পাঠিয়েছে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের খাদ্য সুরক্ষা কমিশনার এবং সেন্ট্রাল লাইসেন্সিং অথরিটিগুলিকে। তাদের বলা হয়েছে, যাতে প্রতিটি খাদ্য ব্যবসায়িক সংস্থা এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

গত কয়েক বছর ধরে বাজারে বিভিন্ন ধরনের পানীয় ও ফলভিত্তিক ড্রিংক 'ওআরএস' নাম বা তার অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করে বিক্রি হচ্ছিল। এই পণ্যগুলির অনেকগুলিই ছিল উচ্চমাত্রার চিনিসমৃদ্ধ এবং হু স্বীকৃত ওআরএস ফর্মুলার সঙ্গে কোনও মিল নেই। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই রোগীদের প্রকৃত ওষুধস্বরূপ ওআরএস-এর পরিবর্তে এই পানীয় দেওয়া হচ্ছিল, যার ফলে শরীরের ডিহাইড্রেশন আরও বেড়ে যাচ্ছিল এবং ডায়ারিয়া বা বমিজনিত সমস্যার সময় বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল। এফএসএসএআই ২০২২ সালের এপ্রিল মাসেই প্রথমবার এমন বিভ্রান্তিকর পণ্য বিক্রি রোধে নির্দেশ জারি করেছিল। এবার অবশ্য এফএসএসএআই জানিয়ে দিয়েছে, ওআরএস শব্দটি কোনও খাদ্য বা পানীয় পণ্যে ব্যবহার করা হলে তা মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং প্রতারণামূলক নামকরণের শামিল হবে।

মমতার বিরুদ্ধে অবমাননার আবেদন খারিজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য দায়ের করা আবেদন বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট থেকে প্রত্যাহার করা হল। অ্যাটর্নি জেনারেল সম্মতি না দেওয়ায় তা প্রত্যাহার হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারী সংগঠন 'আত্মদীপ' সংস্থাকে আবেদন প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী আয়ুষ আনন্দ জানান, 'আমরা অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে সম্মতির আবেদন করেছিলাম, অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামানি ক্রিমিন্যাল কনটেম্পটের জন্য অনুমতি দেননি।'

নিষিদ্ধ বাজি রুখতে রাজ্যের রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : নিষিদ্ধ বাজি তৈরি রুখতে ও বিক্রি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২১ সালে রাজ্যের বাজি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি কার্যকর করতে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা তিন সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে আদালতে। সবুজ মঞ্চ নামে পরিবেশকর্মীদের একটি সংগঠনের দায়ের করা মামলায় বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চের ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য সরকার ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। আদালত মন্তব্য করে, 'রাজ্য শুধু পেপার ওয়ার্কস করে দায় এড়াতে চাইছে। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসনের কোনও সদিচ্ছা নেই। আপনাদেরই তো রেজোলিউশন। এতদিন কী করছিলেন? বাজির বাজার বসে গিয়েছে। সর্বত্র নজরদারি চালাতে পারে না আদালত। ব্যবস্থা আপনাদের নিতে হবে।'

গুজরাটে মন্ত্রীদের ইস্তফা

গান্ধিনগর, ১৬ অক্টোবর : শুক্রবার গুজরাট মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ হওয়ার কথা। তার ২৪ ঘণ্টা আগে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ছাড়া তাঁর মন্ত্রীসভার ১৬ জন মন্ত্রীই বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেছেন। দলীয় সূত্রে খবর, এটি আসলে বিজেপির একটি বৃহত্তর সাংগঠনিক কৌশলের অঙ্গ। মন্ত্রীসভায় নতুন মুখ এনে আসন্ন পুরভোট এবং ২০২৭ সালের বিধানসভা ভোটের আগে ভোটারদের কাছে বিজেপিকে নবকলেবরে হাজির করাতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এর আগে ২০২২ সালের বিধানসভা ভোটের আগেও একইভাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিজয় রূপানি সহ তাঁর গোটা মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করানো হয়েছিল।

শুক্রবার মহাত্মা মন্দিরে নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যরা শপথ নিতে পারেন। সূত্রের খবর, প্রায় ১০ জন নতুন মন্ত্রী তাতে শামিল হতে পারেন এবং বর্তমান মন্ত্রীদের অর্ধেকের বেশি বাদ পড়তে পারেন। ভোটের আগে দল ও সরকারের মধ্যে নতুন ভারসাম্য আনার লক্ষ্যেই এই গণ-পদত্যাগের ঘটনা।

নানা রঙের দিনগুলি... কলকাতায় বৃহস্পতিবার। *ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

বালি পাচার ২২ জায়গায় তল্লাশি ইডি'র

দক্ষিণবঙ্গ ব্যুরো

১৬ অক্টোবর : রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে নদী থেকে বালি পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এবার এই ঘটনায় কলকাতা, ঝাড়গ্রাম, আসানসোল সহ একাধিক জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। কলকাতার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে একটি মাইনিং সংস্থার অফিসে এদিন সকালে যান তদন্তকারীরা। দীর্ঘক্ষণ সেখানে তল্লাশি চালানো হয়। প্রচুর নগদ অর্থ ও নথি সেখান থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই সংস্থার ডিরেক্টর অরুণ সরফের ব্যাংক স্টেটমেন্টও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। বালি পাচারের টাকা এখান থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা হত বলে অভিযোগ ছিল। এছাড়াও আসানসোলের মুর্গাশোল এলাকায় মণীশ বাগারিয়া নামে এক ব্যক্তির বাড়িতেও তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। মণীশ দীর্ঘদিন ধরেই দামোদর নদীতে বালি খাদানের সঙ্গে যুক্ত। এদিন মোট ২২টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে মোট কত টাকা উদ্ধার হয়েছে, তা এদিন রাত পর্যন্ত ইডির তরফে জানানো হয়নি।

জানতে চাইল হাইকোর্ট

কারা ১০ নম্বর পাওয়ার যোগ্য

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : স্কুল সার্ভিস কমিশনে ৩৬ হাজার নিয়োগ মামলায় পূর্ব শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর পাওয়ার যোগ্য কারা, তা জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অস্থায়ী শিক্ষকদের আবেদনের ভিত্তিতে এসএসসির থেকে হলফনামা তলব করল বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, আবেদনকারী শিক্ষকেরা যে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, সেইসব জেলার শিক্ষা আধিকারিকদের এই মামলায় যুক্ত করতে হবে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা প্রাপ্ত নম্বর পাওয়ার যোগ্য কি না, তা নিয়ে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে হলফনামা দেবেন জেলা আধিকারিকরা। হলফনামার ভিত্তিতে উত্তর দেবেন আবেদনকারী অস্থায়ী শিক্ষকরা। অর্থাৎ কোন কোন পার্শ্বশিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, অস্থায়ী শিক্ষকরা এই ১০ নম্বর পাওয়ার যোগ্য তা কমিশনকে জানাতে হবে। এসএসসির তৈরি অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তালিকার বাইরে আর কারা রয়েছে ও প্রকৃত শূন্য পদে চাকরি করা অস্থায়ী শিক্ষক কারা তাও জানাতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'শিক্ষা দপ্তরকে জানাতে হবে, মামলাকারী অস্থায়ী শিক্ষকদের প্রকৃত শূন্যপদে নিয়োগ করা হয়েছিল কি না, তা জানাতে হবে।'

পথে নৌশাদও : ৫০ হাজার শূন্যপদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়নি কেন, এই প্রশ্ন তুলে বৃহস্পতিবার শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করে ২০২২ সালের প্রাথমিক টেট পাস ডিএলএড ঐক্যমঞ্চ। তাদের সঙ্গে পা মেলান আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। তাঁর দাবি, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস যাতে না হয়, তার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে।

অভিষেকের নতুন উদ্যোগ

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে সক্রিয় বিজেপির আইটি সেল। তার জবাবে এবার তৃণমূলের আইটি সেলকে আরও শক্তিশালী করতে 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' নামে একটি উদ্যোগ নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি জানানে, এই প্রেক্ষাপটে জন্ম নিল এক নতুন উদ্যোগ, আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা, এটি তরুণদের হৃদয় থেকে উঠে আসা এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস। এখানে কনটেন্ট ক্রিয়েটার, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার পদে নিয়োগ হবে।

উত্থান সেনসেক্সের

মুম্বই, ১৬ অক্টোবর : দীপাবলির আগেই আলোর রোশনাই ভারতীয় শেয়ার বাজারে। বৃহস্পতিবার দুই প্রধান সূচক সেনসেক্স ও নিফটি উঠল ১ শতাংশেরও বেশি। একদিনে লগ্নিকারীদের সম্পদ বাড়ল প্রায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা। দিনের শেষে সেনসেক্স ৮৬২.২৩ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ৮৩৪৬৭.৬৬ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ২৬১.৭৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৫৫৮৫.৩০ পয়েন্টে।

সহপাঠীর ঘরে উদ্ধার কন্ডোম

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে মূল ঘটনাস্থল থেকে আরও ৫০ মিটার জঙ্গল এলাকা নতুন করে ঘিরে ফেলল পুলিশ। লাগাতার জেরার পর ধৃত সহপাঠীর হস্টেলে তল্লাশি চালিয়ে বৃহস্পতিবার ১১টি কন্ডোম উদ্ধার করলেন তদন্তকারীরা। এমনকি ঘটনাস্থল থেকেও একটি কন্ডোম উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাকে ফের ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। এদিন ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে ফরেন্সিক দলও।

এদিন তদন্তে গিয়েছেন সাইবার বিশেষজ্ঞ ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়। পুলিশের সঙ্গে বসে দফায় দফায় ধৃত ৬ জনকে জেরা করা হয়। ধৃত সহপাঠীর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট ও ফোন কলের তালিকাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও তদন্তে নতুন কী উঠে এসেছে, সেই বিষয়ে এখনও কিছু স্পষ্ট জানাননি তদন্তকারীরা। অভিযুক্তদের বেশিরভাগই বিজড়া গ্রামের বাসিন্দা হওয়ায় গ্রামবাসীরা যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কমিশন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে নালিশ অর্জুনের

করাচির বাসিন্দা নৈহাটির ভোটার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের নাম এই রাজ্যের ভোটার তালিকায় রয়েছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন হলে ১ কোটি ভোটারের নাম বাদ যাবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটিতেই পাকিস্তানের করাচির এক নাগরিকের নাম মিলল ভোটার তালিকায়। বৃহস্পতিবারই বিষয়টি সামনে আনেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। দেখা গিয়েছে, নৈহাটি বিধানসভার অন্তর্গত এটি ঘোষ লেনের বাসিন্দা সালেয়া খাতুন দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যে থাকলেও তিনি জন্মসূত্রে পাকিস্তানের করাচির বাসিন্দা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশনও। ইতিমধ্যেই উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসকের কাছে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট তলব করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক।

অর্জুন সিং এদিন নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে এই সম্পর্কিত অভিযোগ ই-মেল করে পাঠিয়েছেন। সালেয়া খাতুন যে আদতে করাচির বাসিন্দা অভিযোগপত্রে তার প্রমাণও দিয়েছেন। দীর্ঘদিন আগেই

একনজরে

- ১৯৯১ সালে বাংলায় আসেন সালেয়া খাতুন।
- ২০০৮ সালে নৈহাটির ভোটার হন
- তাঁর মেয়ের এখনও পাকিস্তানের পাসপোর্ট

তিনি এই রাজ্যে চলে আসেন। তবে তাঁর মেয়ে এখনও পাকিস্তানের বাসিন্দা ও সেখানকার পাসপোর্টই তিনি ব্যবহার করেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মহম্মদ ইমরান নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করে ১৯৯১ সালে এই রাজ্যে চলে আসেন সালেয়া খাতুন। ২০০৮ সালে নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে তিনি নাম তোলেন। আগে তাঁর ভারতীয় পাসপোর্ট ছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে সেই পাসপোর্ট বাতিল করে দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। কিন্তু ভোটার তালিকায় তাঁর নাম এখনও রয়ে গিয়েছে। তিনি যে এই রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন, সেই কথা স্বীকার করেছেন নৈহাটির তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে ও সাংসদ পার্থ ভৌমিক। সনৎবাবু বলেন, 'ভোটার তালিকায় নাম তোলার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তিনি পাকিস্তানের নাগরিক হলে তাঁর নাম কমিশন বাদ দেবে।' পার্থ ভৌমিক বলেন, 'কোনও অবৈধ ভোটারের নাম থাকলে কমিশন তা বাদ দেবে। কিন্তু একজন প্রকৃত ভোটারের নামও যদি বাদ যায়, তাহলে বিজেপি নেতাদের ঘেরাও করে রাখব।' অর্জুন সিং বলেন, 'সালেয়া খাতুন যে পাকিস্তানের নাগরিক, সেই সম্পর্কিত তথ্য আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। কারণ এটা দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন।'

ধোঁয়াশায় মহাজোট

পাটনা, ১৬ অক্টোবর : শনিবার প্রথম দফার বিহার বিধানসভা ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন। অথচ তার ২৪ ঘণ্টা আগেও আসনবণ্টন চূড়ান্ত করতে পারল না বিরোধী মহাজোট। আরজেডি, কংগ্রেস, বাম, ভিআইপি-কোন দল কত আসনে লড়বে তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। যদিও বিরোধী নেতৃত্বের আশা, শীঘ্রই রফাসূত্র বেরোবে। এই পরিস্থিতিতে আরজেডি এবং কংগ্রেসের বেশ কিছু প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিতে শুরু করেছেন। রফা খুঁজতে বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ফোন করেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে।

বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জানিয়ে দেন, ছোট শরিকদের জন্য বড় শরিকদের কিছু আসন ছাড়তেই হবে। কিন্তু সেই দর কষাকষির খেলা কতদিন চলবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিরোধী শিবিরের অন্দরেই। এমতাবস্থায় শাসক এনডিএ চালিয়ে খেলতে শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ এদিন দ্বিতীয় দফায় ৪৪টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। বুধবার তারা ৫৭ জনের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছিল। বিজেপিও ইতিমধ্যে ১০১টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে। অপরদিকে চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রামবিলাস)-ও ১৫ জনের দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করেছে। বুধবার তারা ১৪ জনের তালিকা প্রকাশ করেছিল।

প্রচারেও গতি আনতে চলেছে এনডিএ। বিজেপির তরফে ইতিমধ্যে তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। শাসক শিবিরের এহেন যুদ্ধকালীন তৎপরতার সামনে বিরোধী মহাজোটের ছন্নছাড়া দশা দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে।

তালিবানকে উসকাচ্ছে ভারত, পাক দাবি

ইসলামাবাদ, ১৬ অক্টোবর : আফগানিস্তানের সঙ্গে চলমান সংঘর্ষ এবং সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির আবহে ভারত সম্পর্কে 'অস্বস্তিকর' এবং 'অদ্ভুত' দাবি করে বসল পাকিস্তান। ইসলামাবাদের দাবি, আফগানিস্তানের তালিবান সরকার ভারতের হয়ে 'প্রক্সি যুদ্ধ' চালাচ্ছে এবং তাদের মদত দেওয়া হচ্ছে খাস নয়াদিল্লি থেকে। যদিও এই অভিযোগ নস্যাৎ করেছে ভারত।

বৃহস্পতিবার পাক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তালিবানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা এবং যুদ্ধবিরতি নিয়ে পাকিস্তান সরকার দৃশ্যত উদ্বিগ্ন। এই বিষয়ে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খ্বাজা আসিফ ভারতকে নিশানা করে সোজাসুজি দাবি করেছেন, 'ভারতের পক্ষ নিয়ে এক ধরনের ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে তালিবানরা। এটা নয়াদিল্লির সরাসরি প্রশ্রয় ছাড়া হতেই পারে না।'

আসিফের মতে, তালিবানের পদক্ষেপে ভারতের সায় থাকায় পাক-আফগান আনুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতি দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না, তা অনিশ্চিত। পাকিস্তানের দাবি, ভারত তালিবানের মতো গোষ্ঠীগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দিয়ে আফগান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে।

তবে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'পাকিস্তান সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে আশ্রয় দেয় এবং পড়শিদের নিজেদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে।'

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারস্থ হয়েছে। পাক-আফগান স্থায়ী সমঝোতা যাতে হয়, তার জন্য মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিতে ট্রাম্পকে আহ্বান জানিয়েছে তারা। আসিফ জানিয়েছেন, 'এতদিন মার্কিন প্রেসিডেন্টরা যুদ্ধ বাধিয়েছেন। ট্রাম্প প্রথম একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি যুদ্ধ বন্ধে সিদ্ধহস্ত। পাকিস্তান-আফগান দ্বন্দ্বে তাঁর মধ্যস্থতা স্বাগত।' রাষ্ট্রসংঘও দু'পক্ষকে আর্জি জানিয়েছে 'যুদ্ধবিরতি দীর্ঘায়িত করে শান্তি' বজায় রাখতে।

এআই শেখাবে ব্র্যান্ড গুরু

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রাতারাতি বদলে দিচ্ছে ব্যবসা ও শিল্পের দুনিয়াকে। বিশেষ করে সারা বিশ্বেই ব্র্যান্ডিংয়ের দুনিয়াকে বদলে দিয়েছে অনেকখানি। কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানির বিপণনের সঙ্গে যুক্ত শীর্ষ কর্তাদের কালঘাম ছুটছে এই প্রযুক্তি বুঝতে। তাই এবার দেশের শিল্প ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত শীর্ষকর্তাদের এআই নিয়ে ক্লাস নিতে কলকাতায় আসছেন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড গুরু এরিক জোয়াকিমস্থ্যালার। বৃহস্পতিবার কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ ঘোষণা করেছে কলকাতায় তাদের আসন্ন ব্র্যান্ড কনক্লেভে এআই নিয়ে দিনভর মাস্টারক্লাস নেবেন এরিক।

সিআইআই কর্তা নমিত বাজোরিয়া বলেন, 'আমরা টানা ২৪ বছর এই কলকাতাতেই ব্র্যান্ড কনক্লেভ করছি। অনেকেই ভাবে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায় পিছিয়ে। কিন্তু এই কলকাতাতেই ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ক্লাস নিতে আসছেন ব্র্যান্ড গুরু। প্রতি বছরের মতো সারাদেশের ৪০০ শীর্ষকর্তা এবারও আসবেন এআই শিক্ষিত হতে। ১৭ ডিসেম্বর নিউটাউনের একটি হোটেলে এই কনক্লেভ হবে।' সিআইআইয়ের রাজ্য শাখার সহ সভাপতি রূপক বড়ুয়া বলেন, এআই পৃথিবীটাকেই বদলে দিচ্ছে। বদলে যাচ্ছে ব্যবসা তথা ব্র্যান্ডিংয়ের চরিত্রও। এরসঙ্গে আমাদের সবাইকে পাল্লা দিতে হবে। নইলে টিকে থাকা যাবে না। পরিবর্তিত দুনিয়ায় টিকে থাকার জন্যই এবার ওই মাস্টারক্লাসে দিনভর বিশদ আলোচনা হবে। এরজন্য সিআইআইয়ের দপ্তরে আগাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।' এদিন সিআইআইয়ের মার্কেটিং অ্যান্ড ব্র্যান্ড টাস্কফোর্সের কোচেয়ারম্যান অনিমেষ রায় বলেন, ভবিষ্যতের বিপণনের ধারা কী হতে চলেছে তা আমরা জানতে পারব ওই ক্লাস থেকে। কীভাবে এআইকে ব্যবসা তথা ব্র্যান্ডিংয়ের কাজে লাগাতে হবে, তার দিকনির্দেশ পাওয়া যাবে ওই ক্লাস থেকে।'

মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দিকে জুতো ছোড়ার ঘটনা নিয়ে আদালত অবমাননা মামলায় বৃহস্পতিবার সম্মতি দিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরামন। দীপাবলির ছুটির পর এই মামলা শুনবে শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। অবমাননা মামলার আর্জি করেন সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিকাশ সিং। বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়েছেন, 'মাননীয় প্রধান বিচারপতি অত্যন্ত উদার মনোভাব দেখিয়েছেন...এতে বোঝা যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান (সুপ্রিম কোর্ট) এ ধরনের ঘটনার দ্বারা একেবারেই প্রভাবিত হয় না।'

ডোমকলের প্রয়াত তৃণমূল বিধায়কের আত্মীয় সিভিক সহ গ্রেপ্তার আট

পুলিশের স্টিকার সাঁটা গাড়িতে অপহরণ

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৬ অক্টোবর : পুলিশের স্টিকার লাগানো গাড়ি নিয়ে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। বুধবার রাতে ডোমকলের কর্মকারপাড়ার এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে প্রয়াত বিধায়কের আত্মীয় ওই সিভিকের।

অভিযোগ, বুধবার রাতে ডোমকলের কর্মকারপাড়ায় একটি মুদির দোকানের সামনে পুলিশের স্টিকার লাগানো কয়েকটি গাড়ি পরপর এসে দাঁড়ায়। সামনের গাড়ি থেকে চালক বাদে চারজন নেমে আসেন। এরপর লালচাঁদ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু হয়। পুলিশের ডাক শুনে জমি কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত ওই ব্যক্তি বেরিয়ে আসেন। তারপরেই তাঁকে কলার ধরে টেনে পুলিশের স্টিকার সাঁটানো একটি গাড়িতে তোলা হয়। স্বামীকে এভাবে আচমকা তুলে নিয়ে যেতে দেখে লালচাঁদের ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী শেফালি বিবি সহ পরিবারের সদস্যরা চিৎকার শুরু করে দেন।

বারবার জানতে চান, কেন তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনওরকম উত্তর না দিয়ে পরিবারকে বলা হয়, এখানে কোনও কথা হবে না, যা হবে থানাতে। তারপরে এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যায় গাড়িগুলি।

উদ্বিগ্ন পরিবারের লোক রাতে ডোমকল থানায় গিয়ে খোঁজখবর নিতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। জানা যায়, লালচাঁদ নামে কাউকে গ্রেপ্তারই করেনি পুলিশ। খোঁজখবরে বেরিয়ে আসে, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন থানারই সিভিক ভলান্টিয়ার হুমায়ুন কবির। হুমায়ুন আবার সদ্য প্রয়াত ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের আত্মীয়। হুমায়ুনই গাড়িভাড়া করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

পুলিশি হেপাজতে অপহরণের অভিযোগে ধৃতরা। -সংবাদচিত্র

কী ঘটেছে

- বুধবার রাতে ডোমকলের কর্মকারপাড়ায় একটি মুদির দোকানের সামনে পুলিশের স্টিকার লাগানো কয়েকটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়
- লালচাঁদকে কলার ধরে টেনে পুলিশের স্টিকার সাঁটানো একটি গাড়িতে তোলা হয়
- তবে থানায় গিয়ে লালচাঁদের স্ত্রী জানতে পারেন, থানায় নেই তিনি। তাঁকে এক সিভিক ভলান্টিয়ার অপহরণ করেছেন

পুলিশ অপহৃত ওই ব্যক্তির খোঁজে মাঝরাতেই অভিযান শুরু করে। প্রথমে ভাশসালা ও তার সংলগ্ন এলাকা থেকে পুলিশ গাড়িগুলি উদ্ধার করে। সেখান থেকে সূত্র পেয়ে বৃহস্পতিবার ভোরে পুলিশের একটি বিশেষ টিম নদিয়ার উদ্দেশে রওনা দেয়। লালচাঁদকে নদিয়ার চাপড়া থেকে উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি এই ঘটনায় অভিযুক্ত ওই সিভিক ভলান্টিয়ার সহ আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত সিভিকের বাড়ি গোবিন্দপুর এলাকায়।

পুলিশ ইতিমধ্যে অপহরণের জন্য ব্যবহৃত গাড়িটি উদ্ধার করতেই বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেখা যায়, অপহরণের জন্য ব্যবহৃত একটি গাড়ি ডোমকল টাউন তৃণমূল যুব সভাপতি সাজিবুল খান বাপনের নামে নথিভুক্ত। ঘটনায় মোট তিনটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে হুমায়ুন ছাড়াও রয়েছেন মোমিনুল ইসলাম, সুমন মণ্ডল, আজমির মণ্ডল, এমানুয়েল কবির, আনসারুল আনসারি, নয়ন শেখ, মহম্মদ আলি মুবারক ওরফে রিঙ্কু।

লালচাঁদের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত পুরোনো বিবাদের জেরেই ওই সিভিক ভলান্টিয়ার এই ছক কষেন। লালচাঁদের স্ত্রী শেফালি বলেন, 'পুলিশের স্টিকার লাগিয়ে বাড়ি থেকে মারধর করে টানতে টানতে অপহরণ করে নিয়ে যায় স্বামীকে।' অন্যদিকে, ধৃত ভলান্টিয়ারের বাবা রেজাউল শেখ বলেন, 'লালনের পরিবারের সঙ্গে আমাদের জমি সংক্রান্ত কিছু সমস্যা রয়েছে। কিন্তু অপহরণের ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।' এই ঘটনায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকারের বক্তব্য, 'আইন আইনের পথে চলবে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।' ধৃতদের এদিন বহরমপুর জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিনজনকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ছয়দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রঙ্গোলি।। *বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে। -পিটিআই*

রামনগরে আন্দোলন

গ্রামে মদের ভাঁটিতে ভাঙচুর মহিলাদের

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৬ অক্টোবর : গ্রামের মধ্যে রমরমিয়ে চলছে মদের ভাঁটি। হাতের কাছে সহজে মিলছে মদের বোতল। তাই সন্ধ্যা নামলেই গ্রামের বেশিরভাগ পুরুষ মদের নেশায় বুঁদ হচ্ছেন। শুধু রাতে নয়। ভরদুপুরে, দিনের আলোয় নেশার আসর চলছে সর্বসমক্ষে। সঙ্গে চলছে মত্ত অবস্থায় বাড়ি গিয়ে অশান্তি, মহিলাদের নির্যাতন। পুরুষদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভাঁটি বন্ধের দাবিতে আন্দোলনে নামলেন কালিয়াচক থানার আকন্দবাড়িয়া অঞ্চলের রামনগর এলাকার মহিলারা। বৃহস্পতিবার সকালে ভাঁটিখানায় ভাঙচুর চালিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় কালিয়াচক থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। তারপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অন্যদিকে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগে ২০ জন মহিলাকে আটক করা হয়।

আকন্দবাড়িয়া ও জালোয়াবাধাল এলাকার মহিলারা এর আগেও আন্দোলনের পথে হেঁটেছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। বৃহস্পতিবার তাঁরা রামনগর ও পার্শ্ববর্তী বালুটোলা এলাকার লাইসেন্সপ্রাপ্ত দুটি ভাঁটিতে ঢুকে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। ক্ষুব্ধ মহিলারা প্রথমে বালুটোলা এলাকায় দিলীপ মণ্ডলের নির্মীয়মাণ বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, এই বাড়িতে নতুন করে মদের ভাঁটি খোলা হবে বলে খবর। যদিও বাড়ির মালিক দিলীপের দাবি, মদের ভাঁটি খুলবেন না। বাড়িতে পানীয় জলের কারখানা খুলবেন তিনি।

ঘটনাক্রম

- গ্রামের মধ্যে রমরমিয়ে চলছে মদের ভাঁটি। হাতের কাছে, সহজে মিলছে মদ
- শুধু রাতে নয়। ভরদুপুরে, দিনের আলোয় নেশার আসর চলছে সর্বসমক্ষে
- বৃহস্পতিবার সকালে ভাঁটিখানায় ভাঙচুর চালিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখান মহিলারা
- যদিও পরে কালিয়াচক থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে
- লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগে ২০ মহিলা আটক এবং অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ

এরপর, রামনগরের অরবিন্দ মণ্ডলের মদের ভাঁটিতে হামলা চলে। সামনের কিছু অংশ ভেঙে দিয়ে বেশ কয়েকজন ভেতরে ঢুকে পড়েন। সেখানে আসবাবপত্র, থালা-বাসন ভেঙে ফেলা হয়। এছাড়া মদের দোকানের দরজার তালা ভাঙার চেষ্টা করা হয়। যদিও পরে কালিয়াচক থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ভাঁটিখানার কারণে বাড়ির পুরুষরা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছেন। মদ্যপান করে বাড়ি গিয়ে অত্যাচার, গালমন্দ করছেন। মত্তদের অত্যাচারে প্রতিটি পরিবারের মহিলারাই ক্ষুব্ধ। তাই বাধ্য হয়ে রামনগর এবং বালুটোলার এলাকায় বিক্ষোভ দেখিয়ে ভাঙচুর চালান। শিউলি মণ্ডল নামে এক আন্দোলনকারীর অভিযোগ, 'আমরা চাই, এখান থেকে ভাঁটি অন্যত্র সরানো হোক।'

তাপসী মণ্ডল নামে আরেক মহিলার অভিযোগ, 'মত্ত অবস্থায় মানুষ স্ত্রী, মা-বোন, কাউকেই চিনছে না। সবাইকে মারধর, গালিগালাজ করছে। এই অত্যাচার আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আমরা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছি। এখানে যেন আর ভাঁটিখানা না থাকে। না হলে আমরা লাগাতার আন্দোলন করে যাব।'

যদিও কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়জল রাজা বলেন, 'লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানে হামলা চালানোর অভিযোগে কুড়িজন মহিলাকে প্রাথমিকভাবে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

নারীশক্তির উদযাপনে প্রেগা নিউজ

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বুধবার সেরা তিন দশভূজাকে সম্মান জানাল প্রেগা নিউজ। দুর্গাপুজো চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি জেলার ৫১টি মণ্ডপে ঘোরেন বিচারকরা। এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নেন বিভিন্ন পেশার মোট ৫ হাজারও বেশি মহিলা। গান, আবৃত্তি, ঢাক বাজানো, ধুনুচি নাচ ও অভিনয়ের ওপর ভিত্তি করে ফাইনালিস্টদের বেছে নেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যেই তিনজনকে বিজেতা হিসাবে ঘোষণা করা হল। 'দশভূজা : সিজন ৪'-এর জমজমাট ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রেগা নিউজ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ও নির্ভরযোগ্য প্রেগন্যান্সি টেস্ট ব্র্যান্ড। ম্যানকাইন্ড ফার্মার সেলস ও মার্কেটিংয়ের সহ সভাপতি জয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কোনও সন্দেহ নেই, প্রত্যেক বাঙালি নারীই প্রতিভাবান। নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়ে তাঁদের জুড়ি মেলা ভার। এবার প্রেগা নিউজ দশভূজার চতুর্থ বর্ষে আমরা সেই সব নারীকে সম্মান জানালাম যাঁরা একাধারে শক্তিময়ী, সৃজনশীল ও নিষ্ঠাবতী।'

আড়াই লক্ষ বাদ

প্রথম পাতার পর

বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ভোটের ব্যবধান ছিল ৪২ লক্ষ। জয়ের জন্য দরকার এর অর্ধেক ২২ লক্ষ। এসআইআর-এর ফলে তা সহজে হাসিল হয়ে যাবে। ক্ষমতা দখল করলেই বিজেপি বদলার পথে হাঁটবে বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন।

দিন কয়েক আগে তিনি বলেছিলেন, বদল হলে বদলা হবে। বৃহস্পতিবার সুর আর একধাপ চড়িয়ে তিনি বলেন, সুদে-আসলে বদলা হবে। যদিও দিন কয়েক আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, বদলা তাঁর দলের সংস্কৃতি নয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি হারাবেন বলেও শুভেন্দু আস্ফালন করেন।

উত্তরবঙ্গের সব নদীর বালি লুটের টাকার বড় অংশ কালীঘাটে যায় বলেও শুভেন্দুর অভিযোগ। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ- সব জায়গায় তৃণমূলে বালি মাফিয়ারা যুক্ত। এদের সঙ্গে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও পুলিশ সরাসরি জড়িত। মাফিয়ারা একটা ঘাটের ইজারা নিয়ে ২৫টা ঘাট চালাচ্ছে। এই সিন্ডিকেটের বড় অংশের টাকা পাঠানো হয় কালীঘাটে।'

পাহাড়ে ভূমি সংরক্ষণে বুধবার ম্যানগ্রোভ চাষের কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রীকে মূর্খ বলে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'ম্যানগ্রোভ নোনা জায়গায় চাষ হয়।' নাগরাকাটায় তিনি জানান, উত্তরবঙ্গে দুর্যোগে মৃতদের পরিবারপিছু বিজেপির এমপি-এমএলএদের পক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আড়াই লক্ষ টাকা করে দিয়েছেন। দলের পক্ষ থেকে ৩৫ হাজার মানুষকে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আরও ১৫ হাজার মানুষকে দেওয়া হবে।

গৃহহীনদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার জন্য রাজ্য যে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেবে বলে জানিয়েছে, তা অপ্রতুল বলে মন্তব্য করে বিরোধী দলনেতা জানান, বিডিওরা জমি দিলে বিজেপি আরও ৮০ হাজার টাকা করে দেবে। যদিও সরকারি বরাদ্দের সঙ্গে কীভাবে দলের টাকা যোগ হবে, তারও ব্যাখ্যা দেননি তিনি।

খগেন-শংকরদের ওপর হামলায় যে ৮ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, তাঁদের একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে তাঁর বক্তব্য। তাঁর মতে, ৫ জনকে লোকদেখানো গ্রেপ্তার করা হয়েছে পুলিশ ও তৃণমূলের অ্যাডজাস্টমেন্টে। কিন্তু ওই ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা না হলে এরপর বামনডাঙ্গা অভিযান হবে বলে শুভেন্দু জানান।

প্রেমের ফাঁদে ফেলে

প্রথম পাতার পর

হেমতাবাদ থানার পুলিশি তৎপরতায় আমার মেয়ে এই যাত্রায় বেঁচে গিয়েছে।'

অভিযোগ, নাবালিকাকে 'ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট' পাঠিয়েছিল ভুয়ো জওয়ান। প্রোফাইল পিকচার দেখে তো একেবারে মোহিত নাবালিকা। লম্বা, শ্যামবর্ণ, বিএসএফ জওয়ানের মতো চুল ছাঁটা, সুদর্শন চেহারা। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট 'অ্যাকসেপ্ট' করতেই বন্ধুত্ব জমে ওঠে দুজনের। সেখান থেকেই মনের কথা আদানপ্রদান। সেই ভুয়ো বিএসএফ জওয়ানের ডাক ফেলতে পারেনি নাবালিকা। চলতি মাসের ১২ তারিখে পড়তে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়ে জলপাইগুড়ি চলে আসে ওই নাবালিকা। সেই ঘটনায় নাবালিকার বাবা হেমতাবাদ থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে নাবালিকা সহ ওই তরুণকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে উদ্ধার করে হেমতাবাদ থানায় নিয়ে আসে।

বৃহস্পতিবার নাবালিকাকে বীরনগরের সিএনসিপি হোমে রাখার ব্যবস্থা করে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। পাশাপাশি অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম অভিজিৎ সিংহ রায়। পেশায় নির্মাণশ্রমিক। বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার কোতোয়ালি থানার খারিজা বারুইবাড়ি সংলগ্ন উদপাড়া গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ১৩৭(২)/১৪০(৩) ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামার কথায়, 'নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর পুলিশ তদন্তে নেমে মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে ওই তরুণের হদিস পায়। নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার মোবাইল ফোন ও তরুণের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করলে একেক সময় একেক জায়গার লোকেশন পাওয়া যায়। শেষপর্যন্ত বুধবার ট্র্যাক লোকেশন জলপাইগুড়িতে পাওয়া যায়। এরপরেই তড়িঘড়ি পুলিশবাহিনী অভিযান চালিয়ে নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পারে। ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালতের সরকারপক্ষের সহকারী আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

রায়গঞ্জে

প্রথম পাতার পর

ধারে নয়ানজুলি ভরাট করে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরকে অবশ্যই জানাব।'

করমর্দনে নেই, আছি হাই ফাইভে

প্রথম পাতার পর

এখন কোথায় গেল পহলগাম নিয়ে প্রতিবাদ? নাকি হকি খেলাটা ভারতীয়দের কেউ খেলেনি। অন্য দেশের কেউ ভারতীয়দের জার্সি পরে খেলে দিয়েছে? সূর্য বা হরমনপ্রীতদের মনে প্রশ্ন জাগতে না পারে, আমাদের মনে জাগছে।

পুলওয়ামার বহুদিন পর বোঝা গিয়েছিল, অজস্র প্রশ্নের সহজ জবাব নেই। অপারেশন সিঁদুরের অনেকদিন পরও বোঝা যায়নি, আসল যুদ্ধ কোথায় হয়েছিল। ভারত-পাক ক্রিকেটের লজ্জাজনক অধ্যায়ের এক মাসের মধ্যেই বোঝা গেল, ক্রিকেটাররা এবং ক্রিকেট বোর্ড আমাদের মাথায় 'একটি বৃহদাকার চাঁটি মারিয়া চলিয়া গিয়াছে বোকা বানাইয়া।'

ক্রিকেটে অমিত শা-জয় শা'র ছায়া আছেই। তাই হ্যান্ডশেক ছিল না। ক্রিকেটে আইসিসি-র মতো ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকা এক নির্জীব সংস্থা রয়েছে। শাস্তির ভয় নেই। তাই হ্যান্ডশেক ছিল না।

হকিতে কোনও অমিত শা-জয় শা নেই। আন্তর্জাতিক হকি সংস্থা ওরকম ভারত-নির্ভর নয় যে, ভারতীয়রা অপরাধ করলেও সহজে ছেড়ে দেবে। তাই সেখানে হাই ফাইভও আছে, হ্যান্ডশেকও আছে। শুধু ক্রিকেট খেলাটির সৌন্দর্য ও সৌজন্য মারা গিয়েছে।

ক্রিকেটে কেন করমর্দন ছিল না, কেন ভারত সরকার পরোক্ষে চাপ দিয়েই ক্রিকেটারদের অসভ্যতামি করতে বাধ্য করেছিল তার আরেকটা কারণ, ক্রিকেটে এসব করলে হইচই বেশি হয়ে যাবে। বোকা পাবলিককে বোঝানো যাবে, দেখেছ, আমরা কেমন পাকিস্তানকে শিক্ষা দিচ্ছি। হকি খেলাটা এখন ক'জন দেখে, তাও আবার জুনিয়ারদের? তাই বিস্মিত হবেন না। কোথাও করমর্দন দেখবেন না, কোথাও আবার হাই ফাইভ দেখবেন!

তবে ভুলেও ভাববেন না, ভারতীয় বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মাথা নুইয়ে আছে। কালী মন্ত্র সম্বল---যেমন চালাও তেমনি চলি মা। এইটুকু মাথা নীচু করার বদলে বোর্ড অনেক কিছু ছাড় পেয়ে যাচ্ছে সরকারের কাছে। যা অন্য খেলাগুলো পায় না। করছি তো দু'-তিনটে ম্যাচে সরকারি নির্দেশ মানা! বাকি সময়ে ঠিক সুদে-আসলে তুলে নেব এই মনোভাব ক্রিকেটকর্তাদের।

খেলা ছেড়ে দিন, এই হাত মেলানো যে সৌজন্যের ব্যাপার, সেটা আমরা দেশীয় রাজনীতিতে সর্বত্রই ভুলতে বসেছি। নরেন্দ্র মোদি এবং রাহুল গান্ধির করমর্দন হলেই সেটা বড় খবর। যেমন খবর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর শুভেন্দু অধিকারীর কথাবার্তা হলে। আমরা সাংবাদিকরাও ভুলতে বসেছি এই ব্যাপারটাই অতি স্বাভাবিক। কথা না বলাটা, হাত না মেলানোটা চূড়ান্ত অস্বাভাবিক। নেতাদের সৌজন্যবোধ এই জন্যই বোধহয় আরও বেশি করে হারিয়ে যাচ্ছে। দেশ বা রাজ্যের স্বার্থে মোদি বা মমতা কতদিন বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন, বলুন না!

মাসকয়েক আগে দিলীপ ঘোষ দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে মমতার আমন্ত্রণে গেলেন। পাশে বসে কথাবার্তা বললেন। আমরা সাংবাদিকরা, সাধারণ মানুষরা হইহই রইরই শুরু করে দিলাম। রাজনীতিটাকে নোংরা এবং উচ্ছন্নে পাঠানোর পেছনে আমাদেরও ভূমিকা বড়।

জ্যোতি বসু এবং সিদ্ধার্থশংকর রায় একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন বহুবার। বিধান রায় জ্যোতিবাবুর প্রশংসা করেছেন অকপট। নেহরু অকপট প্রশংসা করেছেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর। বা ইন্দিরা আলাদা বসেছেন ভূপেশ গুপ্তের সঙ্গে। সবই আমরা ভুলে গিয়েছি।

আমরা আম পাবলিক, সাংবাদিক মিলে সবাই নেতাদের করমর্দনে পর্যন্ত রাজনীতি খুঁজতে বেরিয়েছি। তাই জন্য মনে হয় নেতারাও বেশ শঙ্কিত। গ্রামীণ স্তরে পর্যন্ত সব পার্টির নেতাদের আড্ডা বিরল হয়ে উঠেছে, আগে পাড়ায় পাড়ায় যা ছিল অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এবং এই মুখ দেখাদেখি বন্ধের ফলেই গ্রামীণ রাজনীতিও অতি নোংরা হয়ে গিয়েছে সাম্প্রতিককালে। গ্রামের স্বার্থে, শহরের স্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার ব্যাপারটাই ভুলে গিয়েছেন নেতারা। ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেট যেমন অভদ্রদের হয়ে উঠেছে দিন-দিন। যত অভদ্রতা, তত প্রচার রাজনীতিতে।

ক্রিকেটেও তাই। নইলে কীভাবে একটা টিম প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাতে না পারে!

বিশ্ব রাজনীতিতে অনেক করমর্দন নতুন ইতিহাস লিখেছে। ১৯৪১-এ রুজভেল্ট-চার্চিল, ১৯৬১-তে জন কেনেডি-ক্রুশ্চেভ। ১৯৮৫-তে রেগন-গর্বাচভ। ১৯৯২ সালে ইয়াসের আরাফাতের সঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী রবিনের হাত মেলানো, ১৯৭২ সালে রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে মাও সে তুংয়ের করমর্দন, ১৯৮৯ সালে ম্যান্ডেলার সঙ্গে এফডব্লিউবি ক্লার্কের হাত মেলানো, ২০১৩ সালে ওবামা-রাউল কাস্ত্রো করমর্দন এক-একটা যুগের শুরু পৃথিবীতে!

এর পিছনে তো হাত না মেলানোরও ইতিহাস রয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্বে ট্রাম্পের হাত মেলানোর স্টাইল নিয়ে জল্পনা চলছে অনেক। হাত মেলানোর মধ্যেও কত সমীকরণ ও ধাঁধা থাকে, তা বলা হচ্ছে এখানে। কোন করমর্দনে উপেক্ষা, কোথায় আক্রমণ, কোথায়ই বা বিরক্তি লেগে।

আমরা ক্রিকেট মাঠেই রাজীব গান্ধি-জিয়াউল হক বা মনমোহন সিং-ইউসুফ রাজা গিলানির করমর্দন দ্যাখা অভ্যস্ত ভারতীয়। কখনও মনে হয়নি, পাক প্রধানের সঙ্গে হাত মেলানোয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সামান্যতম সম্মানহানি হয়েছে।

অথচ বিশ্ব রাজনীতিও করমর্দন এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা দেখেছে বারবার। ২০১৭-তে ট্রাম্প তখনকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মের্কেলের সঙ্গে হাত মেলাননি। ২০১৮ সালে জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন চলছে আর্জেন্টিনায়। সেসময় সাংবাদিক খাসোগিকে সৌদিতে মেরে ফেলা নিয়ে আলোড়ন বিশ্বে। সেসময় পুতিন বাদে কোনও বিশ্বনেতাই সৌদির ক্রাউন প্রিন্সের সঙ্গে হাত মেলাননি। এবছরই জার্মানির মহিলা বিদেশমন্ত্রী আনালেনা বায়েরবেক সিরিয়ায় গেলে কেউ তাঁর সঙ্গে হাত মেলাননি। হাত মেলান আনালেনার জুনিয়ারদের সঙ্গে। সেখানে চূড়ান্ত হাস্যকর গোঁড়ামির প্রশ্ন।

হাই ফাইভ দেখিয়ে আবার বিতর্কেও জড়িয়েছেন রাজনীতিবিদরা। আমেরিকাতে পর্যন্ত বলা হয়, হাই ফাইভ গুরুত্বপূর্ণ সভা বা কূটনীতির দরবারে অচল। সেখানে করমর্দনই উপযুক্ত। হাই ফাইভ বরং তরুণদের অনুষ্ঠানে চলতে পারে। এক যুগ আগে জার্মানির গ্রিন পার্টির চেয়ারউওম্যান ক্লডিয়া রথ একবার এই হাই ফাইভ করেছিলেন জার্মানিতে ইরানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। কেন অমানবিক দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে এত মাখামাখি, প্রশ্ন তুলে জার্মান মিডিয়া রথকে বলেছিল, লুজার অফ দ্য ডে।

টেনিস কোর্টে রাশিয়া বা বেলারুশের প্লেয়ারদের সঙ্গে দেখা হলে ইদানীং ইউক্রেনের প্লেয়াররা হাত মেলান না। আবার গত মে মাসেই ইউক্রেনের মার্তা কতসুক হাত মিলিয়েছিলেন রাশিয়াজাত অস্ট্রেলিয়ান দারিয়া কাসাতকিনার সঙ্গে। কাসাতকিনা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে রুশ নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিলেন বলে। সবটাই এসেছিল হৃদয় থেকে। হৃদয়ই বলেছে, করমর্দন করো, করমর্দন কোরো না।

কতদিন আগে, অন্তত প্রায় নয় বছর হল, এক বিখ্যাত ডাচ আইনজীবী ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে হাত মেলাননি প্যালেস্তাইনে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে। সেটাও সম্পূর্ণ হৃদয় থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত।

আমাদের খেলোয়াড়দের মতো নয় যে, সরকার বলে দিলে হাত মেলাবই না। আর সরকার কিছু না বললে হাই ফাইভ দেখিয়ে কার্যত উৎসব করে আসব একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে। একদিন বলব, ব্রেকআপ! দু'দিন পরেই বলব, ভালোবাসি!

পৃথিবীর পাঠশালা

রাস্তা নিজে জ্বলে

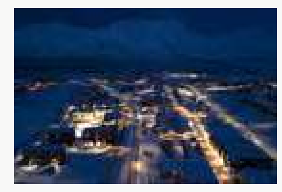

আর্কটিকের নরওয়েতে যখন ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অন্ধকার থাকে, তখন রাস্তায় আলো দেওয়ার জন্য সেখানে বিদ্যুৎ লাগে না। লাগে কাচের ছোট পুঁতি! রাস্তার পিচে বা উপরে হালকা প্রলেপ হিসাবে এই কাচের পুঁতিগুলি মিশিয়ে দেওয়া হয়। গাড়ি, চাঁদ বা সামান্য তারার আলো পড়লেই এই পুঁতিগুলি সেই আলোকে আবার ফিরিয়ে দেয়। ফলে রাস্তাটা হালকা করে জ্বলে ওঠে, চালকদের অন্ধকারে পথ দেখতে দারুণ সাহায্য হয়। যেহেতু বিদ্যুৎ লাগে না, তাই এটা প্রত্যন্ত এলাকার জন্য একেবারে আদর্শ। এদের গুণ হল, এরা আলোকরশ্মিকে চারদিকে না ছড়িয়ে ঠিক উৎসের দিকেই ফিরিয়ে দেয়, তাই ঝকঝকানি হয় না। বরফ আর কুয়াশার মধ্যে এই ব্যবস্থা দুর্ঘটনা কমাতে সাহায্য করেছে। আলো দূষণও হয় না, তাই উত্তরের আকাশ তার সৌন্দর্য হারায় না।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে নীরবতা

ফ্রান্সে ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে এক নীরব বিপ্লব চলছে। সেখানে বিশেষ কোণে লাগানো হয়েছে শব্দ-শোষক প্যানেল। প্ল্যাটফর্মের দেওয়াল আর ছাদের সঙ্গে এই প্যানেলগুলি এমনভাবে বাঁকানো বা হেলানো থাকে যে, ট্রেন আসার বিকট শব্দ বাইরে বা যাত্রীর দিকে না এসে উপরের দিকে প্রতিফলিত হয়ে যায়। ফলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা অনেক কম আওয়াজ শুনতে পান। এই প্রযুক্তির আসল কৌশল এর জ্যামিতিতে। এই হেলানো প্যানেলগুলি শব্দকে আকাশের দিকে পাঠিয়ে দেয়। পুনর্ব্যবহার করা ফোম বা ছিদ্রযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি এই প্যানেলগুলি শব্দ শোষণ করে নেয়। বিশেষ করে পুরোনো আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনগুলিতে, যেখানে আওয়াজ বেশি ধাক্কা খায়, সেখানে এটা দারুণ কাজ দেয়। শুধু যাত্রীরাই নন, স্টেশনের কর্মীরাও শব্দ দূষণ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন।

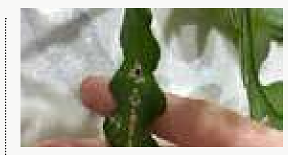

ক্যাকটাসে কুয়াশা-জল

পেরুর পাহাড়ি গ্রামগুলিতে এখন আবার পুরোনো দিনের এক প্রাকৃতিক সমাধান নতুন করে ফিরে এসেছে- ক্যাকটাসের আঁশ দিয়ে তৈরি কুয়াশা-ফাঁদ বেড়া! লম্বা ফ্রেমের মধ্যে এই দেশীয় ক্যাকটাস গাছের আঁশের জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়। কুয়াশা যখন বয়ে যায়, তখন এর মধ্যে থাকা জলের ক্ষুদ্র কণাগুলি এই আঁশের সঙ্গে আটকে যায়। তারপর জমে জমে ফোঁটা ফোঁটা জল নীচে রাখা পাত্রে এসে জমা হয়। এই বেড়াগুলি দিনে প্রায় ২০০ লিটার পর্যন্ত জল সংগ্রহ করতে পারে! যেখানে বৃষ্টি কম হয় বা জলের ব্যবস্থা নেই, সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এটা এক দারুণ ভরসা। এই নকশাটি ক্যাকটাস কীভাবে প্রকৃতিতে টিকে থাকে, সেই ধারণা থেকেই নেওয়া। বিদ্যুৎ বা কোনও যন্ত্র লাগে না, তাই এটি পরিবেশবান্ধব। মহিলা আর শিশুদের জল আনার জন্য বহু দূর হেঁটে যেতে হয় না, যা তাদের অন্য কাজে সময় দেয়।

ঝিনুক-শামুকে রাস্তা

ব্রাজিলের সমুদ্রতীরের শহরগুলিতে এক দারুণ কাজ হচ্ছে- ফেলে দেওয়া ঝিনুকের খোলস এখন রাস্তার টাইলস! সামুদ্রিক খাবার খাওয়ার পর এই খোলসগুলি এতদিন আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেওয়া হত। কিন্তু এখন তা প্রক্রিয়াকরণ করে পথচারীদের রাস্তা, বাজারের চত্বর আর সরু গলিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। খোলসে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকায় তা নোনা জলের ক্ষয় আর গ্রীষ্মের বৃষ্টি সহ্য করতে পারে। এই পথে হাঁটলে একটা মৃদু আওয়াজ হয়। অনেকে বলেন, যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ! এটি দেখতেও খুব সুন্দর, দিনের আলোয় হালকা ঝিকমিক করে। এই রাস্তাগুলি পিচের রাস্তার চেয়ে কম গরম হয়। এটি প্রমাণ করে, ফেলে দেওয়া জিনিসও নতুন সুন্দর রাস্তা বানাতে পারে।

DELHI PUBLIC SCHOOL
SILIGURI & FULBARI

+91 7829920209 | +91 8695609514

CBSE AFFILIATION NO. 2430083 | CBSE AFFILIATION NO. 2430269

ANNOUNCES ADMISSION FOR ACADEMIC SESSION **2026-27**
FROM **8th to 18th OCTOBER, 2025**

LIMITED SEATS AVAILABLE

DPS SILIGURI
CLASS 10 TOPPERS (2024-25)

AISHANI DATTA 98.8%
NEER RANDER 98.4%
UTKARSH SHANDILYA 98.2%
SRITANU MANDAL 98%

DPS FULBARI
CLASS 10 & 12 TOPPERS (2024-25)

SURYA DEY 10th 97.8%
MANNAT SINGHANIA 10th 97.6%
MUDIT GOLCHHA 12th (COMMERCE) 97.8%
RIMI DAS 12th (HUMANITIES) 95.8%

CLASS 12 TOPPERS (2024-25)

RISHITA DUTTA (COMMERCE) 98.6%
MEENAKSHI KARMAKAR (HUMANITIES) 97.2%
SUJAL AGARWAL (SCIENCE) 96.8%

FORMS AVAILABLE
AT SCHOOL CAMPUS FOR ADMISSION IN PRE-NURSERY TO CLASS 9 & CLASS 11 FROM 9 A.M TO 4 P.M ON ALL DAYS, INCLUDING SATURDAYS & SUNDAYS

FORMS ARE ALSO AVAILABLE IN DPS SILIGURI & DPS FULBARI OFFICIAL WEBSITES

EducationWorld THE HUMAN DEVELOPMENT MAGAZINE
DPS SILIGURI Ranked No.1 in West Bengal & 9th in India in the category of Best Co-Ed Day Cum Boarding School
DPS FULBARI Ranked No.1 in West Bengal & 2nd in India in the category of Emerging High Potential School

★ PREMIUM HOSTEL FACILITIES WITH AC ROOMS ★
HOSTEL RECEPTION | PREMIUM ROOMS

COMPLEMENTARY HEALTH INSURANCE
In Association with The New India Assurance Co. LTD
HOSPITALIZATION EXPENSES UPTO ₹1,00,000/-
SUM INSURED FOR PERSONAL COVER ₹2,50,000/-
OPD EXPENSE COVERAGE UPTO ₹10,000/-

SUBJECT COMBINATIONS FOR CLASSES 11 & 12

SCIENCE STREAM
English, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Mathematics, Informatics Practices, Hindi, Bengali, Economics, Physical Education, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Psychology, Kathak, Painting

COMMERCE STREAM
English, Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics, Informatics Practices, Physical Education, Hindi, Bengali, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Kathak, Painting, Legal Studies

HUMANITIES STREAM
English, Political Science, History, Geography, Economics, Informatics Practices, Physical Education, Hindi, Bengali, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Psychology, Kathak, Painting, Legal Studies, Sociology

BUS FACILITY AVAILABLE

DELHI PUBLIC SCHOOL, SILIGURI
+91 7797866887
+91 7829920209
info@dpssiliguri.com www.dpssiliguri.com

DELHI PUBLIC SCHOOL, FULBARI
+91 8695609514
+(91) 9734725745, 9734303675
info@dpsfulbarisiliguri.com www.dpsfulbarisiliguri.com

বহরমপুর
ভৈরবতলা, নেতাজি রোড, খাগড়া
ফোনঃ 98886 65588 (একতলা) 81010 12702 (দোতলা)

মালদা
রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, মালদা
ফোনঃ 97341 56459 (দোতলা) 83178 16163 (একতলা)

বালুরঘাট
নজরুল সরণি, ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পাশে, এস বি আই ই-কর্নারের বিপরীতে
ফোনঃ 76020 06419 / 90649 42573

অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্তুতি শুরু 'রোকো'-র

কোহলির টুইটে বিরাট জল্পনা

পারথ, ১৬ অক্টোবর : টাচডাউন অস্ট্রেলিয়া।

নয়াদিল্লি থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে পারথ। মাঝপথে সিঙ্গাপুর থেকে পারথের বিমান চার ঘণ্টা বিলম্বিত হয়। ফলে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয় ভারতীয় ক্রিকেটারদের।

অস্ট্রেলিয়ার সময় ভোররাতে ভারতীয় দল শেষপর্যন্ত পা রাখে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে। রবিবার পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম একদিনের ম্যাচ। স্বাভাবিকভাবেই ভারত-অজি সিরিজকে কেন্দ্র করে স্যর ডনের দেশে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। এমন অবস্থার মধ্যে আজ জোড়া ঘটনা হইচই ফেলে দিয়েছে ক্রিকেটমহলে। এক, পারথে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরই বিরাট কোহলি সমাজমাধ্যমে বার্তা দেন। তাঁর সেই বার্তার মধ্যে সিরিজ শেষে অবসরের ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দুই, দীর্ঘ বিমানযাত্রা ও বিমান বিলম্বিত হওয়ার পরও আজ বিকেলেই অপটাস স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নেমে পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। আর সেই অনুশীলনের মূল আকর্ষণ হিসেবে কোহলি ও রোহিত শর্মার দিকে নজর ছিল ক্রিকেট সমাজের। দুজনকেই ব্যাট হাতে নেটে ছন্দে দেখিয়েছে। বিরাট একটু বেশিই ছন্দে রয়েছেন বলে মনে হয়েছে।

গা ঘামাতে থ্রো প্র্যাকটিস বিরাট কোহলির।

অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখার পর কোহলি আচমকা সমাজমাধ্যমে ১৩ শব্দের বার্তা দেন। তিনি লিখেছেন, 'যখনই কেউ হাল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই সে সত্যিকারের ব্যর্থ।' বিরাটের এমন বার্তা নিয়ে দ্রুত চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মনে করা হচ্ছিল, কোহলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর অবসর বার্তা ঘোষণা করছেন। ঘণ্টাখানেক পর ফের সমাজমাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠেন কোহলি। তিনি লেখেন, 'ব্যর্থতা আপনাকে যা শেখাবে, জয় তা কোনওদিনও শেখাবে না।' বিরাটের জোড়া পোস্ট নিয়ে সারাদিন ধরে হইচই হয়েছে ক্রিকেটমহলে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মনের অন্দরে ঠিক কী চলছে, তার হদিস নেই কারও কাছে। অথচ, কোহলি অপটাস স্টেডিয়ামে সতীর্থদের সঙ্গে বিকেলে চুটিয়ে অনুশীলন করেছেন। অন্তত ৪০ মিনিট নেটে টানা ব্যাটিং করেছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পেস ও বাড়তি বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মাঠে নেমে সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন বিরাট।

> যখনই কেউ হাল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখনই সে সত্যিকারের ব্যর্থ।
>
> **বিরাট কোহলি**

তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিতের দিকেও নজর রয়েছে দুনিয়ার। বিরাটের ঠিক পাশের নেটেই রোহিত ব্যাটিং চর্চা সেরেছেন আজ। অস্ট্রেলিয়ার পিচের বাড়তি বাউন্সের মোকাবিলার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেই নেটে সময় কাটিয়েছেন হিটম্যান। অন্তত ৩৫ মিনিট তিনিও নেটে ব্যাটিং করেছেন। পরে নেট থেকে বেরিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে 'রোকো' জুটিকে আলোচনাও করতে দেখা গিয়েছে। বিরাটকে ব্যাট হাতে নেটে যতটা সাবলীল দেখিয়েছে আজ, রোহিতকে হয়তো ততটা ছন্দে দেখা যায়নি। কিন্তু হিটম্যান খুব একটা পিছিয়েও ছিলেন না।

১৪৪ দিন পর ভারতীয় দলের অনুশীলনে রোহিত।

৯ মার্চ দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে শেষবার 'রোকো'-কে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে বাইশ গজে দেখা গিয়েছিল। মাঝে অনেকটা সময় পার। তার মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বের ব্যাটন বদলের ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। 'রোকো' জুটি টেস্টের আঙিনায় প্রাক্তন হয়ে গিয়েছেন। রবিবার থেকে ভারত-অজি একদিনের সিরিজ শুরুর আগে 'রোকো'-র ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমুল জল্পনা। তাঁরা কি সত্যিই রবিবার থেকে শুরু হতে চলা সিরিজের পরই অবসর নেবেন?

ইঙ্গিত মিললেও স্পষ্ট জবাব নেই। এমন অবস্থার মধ্যে আজ চোটের কারণে আসন্ন সিরিজের বাইরে থাকা অজি পেসার প্যাট কামিন্স আজ 'রোকো' জুটির ভবিষ্যৎ নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। দীর্ঘসময় ধরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্তম্ভ হয়ে থাকা রোহিত-বিরাটরা চলতি সিরিজের পরই অবসর ঘোষণা করতে পারেন, কামিন্সের কথায় এমন ইঙ্গিত রয়েছে। প্যাট বলেছেন, 'বিরাট-রোহিতরা ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় দলের হয়ে খেলছে। দুনিয়ার সব প্রান্তে ওরা সমর্থনও পেয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটপ্রেমীরা আমাদের দেশে আসন্ন সিরিজে শেষবার ওদের দেখতে চলেছে।'

২৪ ঘণ্টা পরই কলকাতা ডার্বি

চুপচাপ মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : বেশ নিস্তব্ধ পরিবেশ। সাম্প্রতিক সময়ে ডার্বির আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনের চেনা ছবির সঙ্গে কোনও মিল নেই।

শনিবার আইএফএ শিল্ড ফাইনালে বাঙালির আবেগের মহারণ। তার আগে একদম শান্ত সবুজ-মেরুন শিবির। মাঠের পারফরমেন্স ভালো হলেও মাঠের বাইরের পরিস্থিতি বেশ চাপে রেখেছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ব্রিগেডকে। ফাইনালের আগে অদ্ভুতভাবে চুপচাপ রয়েছেন বাগান ফুটবলাররা।

বৃহস্পতিবার অনুশীলনে যোগ দিলেন জাতীয় দলের ফুটবলাররা। ফলে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। অনুশীলনে মূলত রিকভারি সেশনে অংশ নেন ফুটবলাররা। মনবীর সিং ও অনিরুদ্ধ থাপা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফাইনাল খেলতে কোনও সমস্যা নেই তাঁদের। ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে গোল করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেসন কামিন্স জুটি।

বন্ধু মিগুয়েল ফিগুয়েরো শনিবার রবসন রোবিনহোর বিপক্ষ শিবিরে থাকবেন।

শনিবার ফাইনালে দুই প্রাক্তন সতীর্থ মুখোমুখি হতে চলেছেন। বাগানের প্রাণভোমরা রবসন রোবিনহো একটা সময় অস্কার ব্রুজোঁর কোচিংয়ে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসে খেলেছেন। সেখানেই তাঁর সতীর্থ ছিলেন লাল-হলুদ তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরো। তবে ফাইনালে কিন্তু মিগুয়েলকে বিন্দুমাত্র জমি ছাড়তে নারাজ রবসন। তিনি বলেছেন, 'মিগুয়েলের সঙ্গে বন্ধুত্ব মাঠের বাইরে। মাঠের ভিতরে ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। ফাইনালে দেখা হবে।'

চাপমুক্ত ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ড ফাইনালে আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল।

গত কয়েক বছরের তুলনায় ডার্বির আগে এবারে লাল-হলুদ শিবিরের ছবিটা ভিন্ন। আসলে এই মরশুমে পারফরমেন্সের নিরিখে একটু হলেও এগিয়ে থেকে মাঠে নামছে অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। খুব স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলাররা ফুরফুরে মেজাজে। চাপমুক্ত পরিবেশ লাল-হলুদের অনুশীলনেও।

পূর্ণশক্তির দল পাওয়াই আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে অস্কার ব্রুজোঁকে।

ফাইনালের আগে জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকিকে শিল্ডের জন্য নথিভুক্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার আবার জাতীয় দল থেকে ফিরে প্রস্তুতিতে যোগ দিলেন আনোয়ার আলি ও নাওরেম মহেশ সিং। ফলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে মহারণে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই নামতে পারবেন ব্রুজোঁ। তাঁর হাতে বিকল্পও বাড়বে।

যা পরিস্থিতি সবুজ-মেরুনের বিরুদ্ধেও বলের নিয়ন্ত্রণ রেখে খেলতে মাঝমাঠে হয়তো তিন বিদেশি খেলানোর পরিকল্পনা থেকে সরবেন না অস্কার। সেক্ষেত্রে রক্ষণে কেভিন সিবলে নাকি আক্রমণভাগে হামিদ আহদাদ বা হিরোশিকে রেখে শুরু করবেন, এটাই বড় প্রশ্ন। তবে ফাইনালে হয়তো দ্রুত গোল তুলে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলকে চাপে ফেলে দিতে চাইবেন ব্রুজোঁ। সেক্ষেত্রে আনোয়ার চলে আসায় রক্ষণে চার ভারতীয়র ওপর আস্থা রাখতেই পারেন তিনি।

টিকিট বিক্রিতে ভাটার টান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : চেনা ছবি উধাও।

আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ডার্বি। তবে মহারণের আগে ময়দানের অতি পরিচিত ছবিটা অমিল। নেই টিকিটের হাহাকার।

শিল্ড ফাইনালের জন্য সব মিলিয়ে ষাট হাজারের কিছু বেশি টিকিট ছাড়া হয়েছে। শুক্রবার থেকে দুই ক্লাবে অফলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হবে। এখান থেকে অনলাইনে কাটা টিকিটও সংগ্রহ করতে পারবেন ফুটবলপ্রেমীরা। আইএফএ-র পক্ষ থেকে দুই ক্লাবকে তিন হাজার করে সাধারণ টিকিট দেওয়া হচ্ছে।

তবে এখনও পর্যন্ত টিকিট বিক্রির হার বেশ কম। উৎসবের মরশুমে পকেটে টান পড়ার কারণেই কি ডার্বি নিয়ে আগ্রহী নন ফুটবলপ্রেমীরা? তা না হলে দীপাবলির প্রাক্কালেই উৎসবের আনন্দে শামিল হওয়ার সুযোগ কেন হাতছাড়া করবেন সমর্থকরা।

এদিকে, বুধবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সমর্থক বিক্ষোভের জেরে ফাইনাল ম্যাচের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাছে বাড়তি পুলিশ চেয়ে আবেদন করেছে আইএফএ। নিরাপত্তা নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পাঠানো চিঠির এদিন জবাব দিয়েছে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। শিল্ডের ফাইনালে ভিনরাজ্যের রেফারি দিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করা হবে।

লখনউয়ের পরামর্শদাতা উইলিয়ামসন

লখনউ, ১৬ অক্টোবর : লখনউ সুপার জায়েন্টসের নয়া পরামর্শদাতা হলেন প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। তাঁকে কৌশলগত পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে এলএসজি। শেষ আইপিএল নিলামে আনসোল্ড ছিলেন কেন। যদিও উইলিয়ামসন এখনও ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি। তাই আচমকা উইলিয়ামসনের আইপিএলের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল লখনউয়ের পরামর্শদাতার দায়িত্ব পাওয়ায় বিস্ময় তৈরি হয়েছে ক্রিকেটমহলে। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে ডারবান সুপার জায়েন্টসের হয়ে খেলেছিলেন উইলিয়ামসন। সেই সময় থেকেই লখনউয়ের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক তৈরি হয় তাঁর। মনে করা হচ্ছে, সেই সম্পর্কের রসায়নের পুরস্কার পেলেন প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক। লখনউয়ের তরফে আজ সরকারিভাবে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'উইলিয়ামসন সুপার জায়েন্টস পরিবারের সদস্য ছিলেন। ওকে নয়া ভূমিকায় স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আপ্লুত। উইলিয়ামসনের অভিজ্ঞতা, ক্রিকেটীয় জ্ঞান, পরিকল্পনা করার দক্ষতা এলএসজি-র আগামীর সম্পদ হতে চলেছে'।

পাঁচ সদস্যের কমিটি গড়লেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ। সঙ্গে রয়েছে অর্থের বিনিময়ে দলে সুযোগ করে দেওয়ার ঘটনাও। এমন পরিস্থিতি বন্ধ করতে আজ সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় পাঁচ সদস্যের এক বিশেষ কমিটি গড়লেন। উদ্দেশ্য, অনূর্ধ্ব-১৩ পর্বের ক্রিকেটে দুর্নীতি বন্ধ করা। পাঁচ সদস্যের কমিটিতে রয়েছেন সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মালহোত্রা, শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়দের মতো বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটাররা।

সুদীপ-সুমন্তের ব্যাটে জয়ের ভিত বাংলার

উত্তরাখণ্ড-২১৩
বাংলা-২৭৪/৬
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর কেটে গিয়েছে প্রায় এক ঘণ্টা। সন্ধ্যা নেমেছে ক্রিকেটের নন্দনকাননে।

এমন সময় ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। শরীরে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। তার চেয়েও বেশি করে শরীরীভাষায় রয়েছে একরাশ হতাশা। নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করা সুদীপ চট্টোপাধ্যায়কে দেখে মনে হচ্ছিল, ভিনগ্রহের প্রাণী। যিনি ৯৮ রানে আউট হওয়ার ঘোরের মধ্যে তখনও।

কিছু পরে সুমন্ত গুপ্তকে দেখা গেল বাংলার সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। তাঁকে দেখেও বেশ ক্লান্ত বলেই মনে হল। যদিও শরীরীভাষায় রয়েছে অদ্ভুত তৃপ্তি। আগামীর সংকল্পও। দ্বিতীয় দিনের শেষে সুমন্তর সংগ্রহ অপরাজিত ৮২। দিনের শেষ ওভারের পঞ্চম বলে অলরাউন্ডার বিশাল ভাট্টি (১৫) আউট হয়ে যাওয়ার ফলে শুক্রবার মহম্মদ সামি, আকাশ দীপদের সঙ্গে নিয়েই বাংলার রান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে সুমন্তকে। এর আগে গতকালের ৮/১ থেকে শুরু করে দিনের শুরুতেই ফিরে গিয়েছিলেন সুদীপকুমার ঘরামি (১৫)। অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার (৩৫) দারুণ খেলছিলেন। আচমকা এলবিডব্লিউ হয়ে যান। অনুষ্টুপের আউটের সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে বাংলা দলের অন্দরে।

নিয়মিত সুযোগ পাওয়ার পরও অভিষেক পোড়েল (২১) যথারীতি দিশাহীন। ক্রিকেটের বাইশ গজে পথ হারানো এক পথিক। যিনি নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে জানেন না। মধ্যাহ্নভোজের আগের ওভারে যেভাবে আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে অভিষেক আউট হলেন, বিকল্প কোনও উইকেটকিপার-ব্যাটার থাকলে আজকের পরই তাঁকে 'গুডবাই' বলে দেওয়া যেত। ব্যাটারদের উইকেট উপহার দেওয়ার রোগের কারণে একসময় ৯৮/৪ স্কোরে চাপে পড়ে গিয়েছিল বাংলা। সেই চাপ কাটিয়ে ১৫৬ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলার স্কোর ২৭৪/৬-এ পৌঁছে দিলেন সুমন্ত-সুদীপরা। প্রথম ইনিংসের লিড সহ তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করার পাশে টিম বাংলা আপাতত এগিয়ে ৬১ রানে। আগামীকাল খেলার তৃতীয় দিনের আরও ১৫০-১৬০ রান যোগ করতে না পারলে সমস্যা বাড়বে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। যদিও কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'আরও রান চাই আমাদের। অন্তত ১৫০-১৬০। তারপর বোলারদের ঝাঁপাতে হবে জয়ের লক্ষ্যে। আমি বিশ্বাস করি, এই ম্যাচে এখনও জেতা সম্ভব। তার জন্য বোলারদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে।'

অর্ধশতরানের পর সুমন্ত গুপ্ত (উপরে) ও সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। - ডি মণ্ডল

রনজি ট্রফিতে এবার তুলনামূলক সহজ গ্রুপে বাংলা দল। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে সরাসরি জিতবে বাংলা, এমনটাই খেলা শুরুর আগে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে গতকাল খেলা শুরুর পর থেকেই বোলারদের হতাশার পাশে ব্যাটারদের উইকেট উপহার দেওয়ার পরিচিত 'রোগ' সমস্যায় ফেলেছিল বাংলাকে। সুদীপ-সুমন্তর পার্টনারশিপ না হলে হয়তো পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত বাংলার জন্য। তাছাড়া ইডেনের মন্থর পিচে উত্তরাখণ্ডের নির্বিষ বোলিংয়ের বিরুদ্ধে এমন দশা হলে বাকি মরশুমে কী হবে, সেই প্রশ্ন আজ উঠে গিয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য পজিটিভ ভাবনার কথা শোনালেন। বলছিলেন, 'শতরান হাতছাড়া করে সুদীপ হতাশ হয়ে পড়েছিল। ওকে বলেছি, আমিও ৯৯ রানে আউট হয়েছি একসময়। ক্রিকেট খেলাটাই এমন। আগামীকাল সুমন্তকে আরও দায়িত্ব নিয়ে টানতে হবে বাংলার ইনিংস।'

সেপ্টেম্বরের সেরা স্মৃতি, অভিষেক

দুবাই, ১৬ অক্টোবর : ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য জোড়া সুখবর। সেপ্টেম্বরে আইসিসি-র সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলেন অভিষেক শর্মা ও স্মৃতি মান্ধানা। পুরুষ বিভাগে অভিষেকের সঙ্গে পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে ছিলেন কুলদীপ যাদব ও জিম্বাবোয়ের ব্রায়ান বেনেট। স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন পাকিস্তানের সিদরা আমিন ও দক্ষিণ আফ্রিকার তাজমিন ব্রিৎজকে হারিয়ে। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন অভিষেক। প্রতিযোগিতায় তিন অর্ধশতরান সহ ২০০ স্ট্রাইক রেটে তিনি ৩১৪ রান করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচে একদিবসীয় সিরিজে জোড়া শতরান এসেছিল স্মৃতির ব্যাট থেকে। যার একটিতে তিনি তিন অঙ্কের রানে পৌঁছান ৫০ বলে।

বিশ্বরেকর্ড মরক্কোর

রাবাত, ১৬ অক্টোবর : ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে চমকের নাম ছিল মরক্কো। আফ্রিকার প্রথম দল হিসাবে ফুটবল বিশ্বযুদ্ধের সেমিফাইনালে খেলেছিলেন আচরাফ হাকিমি, ইয়াসিন বৌনৌরা। ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আগেই ২৬' বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছিল তারা। এবার টানা জয়ের নিরিখে বিশ্বরেকর্ড গড়ল সেই মরক্কো।

মঙ্গলবার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে কঙ্গোকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা। এই নিয়ে টানা ১৬ ম্যাচ জিতল মরক্কো। এর আগে ২০০৮ সালের জুন মাস থেকে ২০০৯ সালে জুন মাসের মধ্যে টানা ১৫ ম্যাচ জয়ের নজির ছিল স্পেনের। কঙ্গোকে হারানোর পর তাদের টপকে টানা সর্বাধিক জয়ের নিরিখে তালিকার এক নম্বরে জায়গা করে নিল মরক্কো।

মেসিকে নিয়ে নতুন চমক

উত্তরবঙ্গে ত্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের জন্য ত্রাণ তুলে দেবেন স্বয়ং লিওনেল মেসি!

আগামী ডিসেম্বরে ভারত সফরে আসছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে 'গোট কনসার্ট'-এ যোগ দেবেন তিনি। ওই অনুষ্ঠানে মেসিকে সংবর্ধনা দিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিত থাকার কথা। সূত্রের খবর, সেখানে রাজ্য সরকারের ত্রাণ তহবিলের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের জন্য দশ লক্ষ টাকা অনুদান তুলে দেবেন মেসি।

জানা গিয়েছে, মেসির ভারত সফরে টিকিট বিক্রি থেকে যে অর্থ উঠবে, তার একটা অংশ স্পনসর মারফত মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

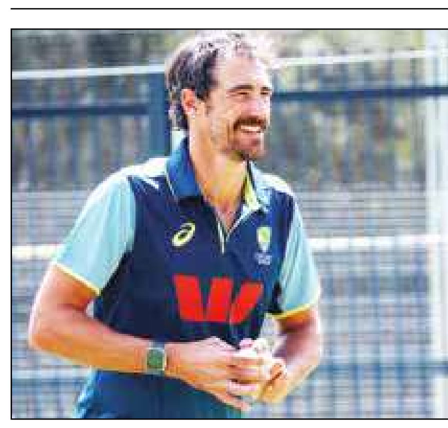
ভারতের বিরুদ্ধে একদিবসীয় সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মিচেল স্টার্ক। পারথে বৃহস্পতিবার।

সুপার কাপে ডেম্পো

দশ ক্লাবের চিঠি ফেডারেশনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : সুপার কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে রিয়াল কাশ্মীর এফসি। তড়িঘড়ি ভূস্বর্গের ক্লাবটির পরিবর্ত হিসাবে ডেম্পো স্পোর্টিং ক্লাবকে প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও চেন্নাইয়ান এফসি-র সঙ্গে গ্রুপ 'এ' থেকেই সুপার কাপে খেলবে ডেম্পো।

এদিকে, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে আইএসএল দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে বলে সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল এআইএফএফ। সেই সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এই পরিস্থিতিতে টেন্ডার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দ্রুত প্রকাশ করার দাবি জানিয়ে ফেডারেশনকে চিঠি পাঠাল আইএসএলে খেলা ১০টি ক্লাবের জোট। একই সঙ্গে ফেডারেশনের কার্যকলাপ নিয়ে তারা যে বেশ ক্ষুব্ধ তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ওই চিঠিতে। যদিও কলকাতার তিন প্রধান এই ক্লাব জোটে নেই।

রজতের শতরানে সুবিধায় মধ্যপ্রদেশ, ঈশান থামলেন ১৭৩ রানে

ইন্দোর, ১৬ অক্টোবর : সারাংশ জৈনের (৭৫/৬) ভেলকিতে বুধবার রনজি ট্রফির প্রথম দিনে পাঞ্জাবকে প্রথম ইনিংসে ২৩২ রানে থামিয়ে দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ। বৃহস্পতিবার অপরাজিত শতরানে মধ্যপ্রদেশকে চালকের আসনে বসিয়ে দিলেন অধিনায়ক রজত পাতিদার (অপরাজিত ১০৭)। দ্বিতীয় দিনের শেষে মধ্যপ্রদেশের স্কোর ৩০৫/৬। লিড ৭৩ রানের। এদিন অবশ্য নমন ধীরের (৭২/৩) পেস দাপটে মধ্যপ্রদেশের শুরুটা ভালো হয়নি। ৯৮/৩ হয়ে যাওয়ার পর শুভম শর্মাকে (৪১) নিয়ে খেলা ধরেন রজত। এরপর রজত-ভেঙ্কটেশ আইয়ারের (৭৩) ১৪৭ রানের পার্টনারশিপে তিনশো পেরিয়ে যায় মধ্যপ্রদেশ। শুক্রবার দলের লিড পাতিদার কতটা লম্বা করতে পারেন, সেটাই দেখার।

বুধবার ১২৫ রানে অপরাজিত ছিলেন ঈশান কিষান। এদিন তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে তিনি থামেন ১৭৩ রানে। ঝাড়খণ্ডের ৪১৭ রানের তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে তামিলনাড়ুর স্কোর ১৮/৫। দুই পেসার সাহিল রাজ (৮/২) ও যতীন পান্ডে (১০/৩) তামিলনাড়ুর টপ অর্ডারকে নাড়িয়ে দেন।

ধ্রুব জুরেল, নারায়ণ জগদীশানদের কাছে জাতীয় দলের জায়গা হারিয়েছেন। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার কক্ষপথে ফেরার জন্য তাড়াহুড়োয় রাজি নন ঈশান। ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য রাখছি না এই মরশুমে। মাঠে নেমে যত বেশি সম্ভব ক্রিজে থাকতে চাই। এটাই মূল টার্গেট।'

শতরানের পর রজত পাতিদার।

এদিকে, কেরলের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় মহারাষ্ট্র। গতকাল পৃথ্বী শ-দের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করেছিলেন অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৯২)। বৃহস্পতিবার রুতু শতরান মিস করলেও মহারাষ্ট্র ২৩৯-এর সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তিরুবনন্তপুরমে বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে শেষবেলায় জোড়া উইকেট নিয়ে কেরলকে চাপে ফেলে দিয়েছেন পেসার রজনীশ গুরবানি (২০/২)। ২০১৭ সালে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে কেরলের বিরুদ্ধেই ৫ উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছিলেন তিনি।

অন্যদিকে, জমে উঠেছে সৌরাষ্ট্র-কর্ণাটকের লড়াই। এদিন ২৯৫/৫ থেকে শুরু করে কর্ণাটকের প্রথম ইনিংস ৩৭২ রানে শেষ হয়। অল্পের জন্য শতরান মিস করেন দেবদত্ত পাডিক্কাল (৯৬)। ৭ উইকেট নেন ধর্মেন্দ্রসিং জাদেজা। রানতাড়ায় নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে সৌরাষ্ট্রের স্কোর ২০০/৪। চিরাগ জনি ৯০ রান করেছেন। শ্রেয়স গোপাল নেন ৩ উইকেট।

KHOSLA ELECTRONICS
72 HRS. DHANTERAS DHAMAKA
Win GOLD & SILVER
ধনতেরাসের বিশেষ অফার
ডিসকাউন্ট UPTO 80%
ক্যাশব্যাক UPTO ₹45,000
এক্সচেঞ্জ UPTO ₹40,000
ফ্রি ডেলিভারি
শুধুমাত্র খোসলা ইলেকট্রনিক্স-এ
4 EMI OFF
@0 PAYMENT
@0% INTEREST
₹888 EMI STARTS
PLAY & GET SURE SHOT GIFT
INTERNATIONAL TRIP
NATIONAL TRIP
LED TV
REFRIGERATOR
MICROWAVE
B T SPEAKER
INDUCTION
MIXI
VIP or SAFARI TROLLEY BAG
CEILING FAN
CHOPPER
DRY IRON
UMBRELLA
Scan and Get Your Diwali Gift From Home UPTO ₹5,000
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
Easy Finance by
iPhone
iPhone 17 (256GB) EMI ₹3,454 CASHBACK ₹10,362
SAMSUNG
A36 (8/128GB) EMI ₹1,580 CASHBACK ₹4,740
vivo
V60 E (8/256GB) EMI ₹1,777 CASHBACK ₹5,331
1st TIME on MOBILE 3 EMI OFF as Cash Back
oppo
Reno 14 (8/256GB) EMI ₹2,111 CASHBACK ₹6,333
mi
Redmi 15 (8/128GB) EMI ₹1,333 CASHBACK ₹1,000
motorola
Edge 60 Fusion (8/256GB) EMI ₹2,099 CASHBACK ₹2,000
ASUS
i3 13th Gen, 8GB RAM, 512GB SSD, Win 11 + MSO 24 EMI ₹2,825
hp
i5 13th Gen, 16GB RAM, 4GB 3050A Graphics 512GB SSD, Win 11 + MSO 24 EMI ₹5,458
DELL Technologies
Core 3, 16GB RAM, 512GB SSD, Win 11 + MSO 24 EMI ₹3,241
GST KHOSLA DISCOUNT PRICE DROP
3 YEARS WARRANTY
Crystal UHD
32" LED Starting price ₹8,990*
43" SMART LED ₹20,050 NEW PRICE ₹16,490
55" 4K QLED Google TV ₹38,990 NEW PRICE ₹35,990
65" 4K QLED Google TV ₹57,990 NEW PRICE ₹52,990
75" 4K LED ₹96,561 NEW PRICE ₹79,990
85" 4K LED ₹2,82,907 NEW PRICE ₹2,24,990
100" 4K LED ₹5,50,000 NEW PRICE ₹4,49,990
GST KHOSLA DISCOUNT PRICE DROP
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*
COPPER INVERTER AC
1.5 Ton 3* Inv ₹32,670 NEW PRICE ₹27,490
1.5 Ton 5* Inv ₹38,325 NEW PRICE ₹32,490
2 Ton 3* Inv ₹42,625 NEW PRICE ₹36,490
FREE FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹2,500*
CHIMNEY with COOKTOP
1350 Suc Auto Clean 60 cm Chimney Motion Sensor
UPTO 57% DISCOUNT
FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹5,199
EMI ₹1,124
WATER PURIFIER
RO + UV 2X
EMI ₹1,116
PAY FOR 1 GET 3
BUY 233 L FF REF FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN + 500W MIXI worth ₹13,498
UPTO 42% DISCOUNT
₹26,490 EMI ₹2,208
550W 3 JAR MIXI + INDUCTION COOKTOP + POP UP TOASTER
UPTO 61% DISCOUNT
₹4,590
BUY 7.5 KG. TOP LOAD WM FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN + IRON worth ₹9,794
UPTO 50% DISCOUNT
₹20,990* EMI ₹1,749
Panasonic
Festivals COME HOME with Panasonic
22nd SEP to 31st OCT 2025
SPECIAL OFFERS
20% CASHBACK UP TO ₹15,000* On Select Models
0 ZERO DOWN PAYMENT* 8/0, 10/0 & 12/0
EXTENDED WARRANTY OFFERS* On Select Models
3 YEARS* WARRANTY* on LED Models
5 YEARS* COMPREHENSIVE WARRANTY* on Air Conditioner
NO COST EMI Up To 12 Months*
FIXED EMI OFFERS Starting From ₹1,499*
SPECIAL LONG TENURE EMI* 20/6 & 18/6
Scan To Know More
*T&C Apply. Products, images, features & specifications shown here are for representational purposes only, actual may vary.
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹7,500 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 10 Oct - 26 Oct 2025. T&C Apply.
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
87 SHOWROOMS
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
*T & C Apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Any Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offers are not applicable with Samsung & Sony products.
Scan To Locate Your Nearest Khosla Store
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

প্রথম ডিভিশনের খেতাব নির্ধারণ আজ

বালুরঘাট, ১৬ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের খেতাব নির্ধারণ হবে শুক্রবার। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শেষ ম্যাচে নামবে বালুরঘাট ফুটবল অ্যাকাডেমি ও শিরোহি ফুটবল ক্লাব। সংস্থার ফুটবল সচিব কৃষ্ণ দত্ত জানিয়েছেন, শেষ ম্যাচে নামতে চলা দুই দলই ৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। ফলে যে দল জিতবে তারাই চ্যাম্পিয়ন হবে।

ট্রফি নিয়ে কলকাতার গয়েশপুর স্পোর্টস ফুটবল অ্যাকাডেমি। - দীপেন রায়

প্রীতি ম্যাচে হার ঘুঘুডাঙ্গার

মেখলিগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জের হেলাপাকড়ি মোড় ফুটবল একাদশের হেলাপাকড়ি মোড় সুপার কাপ ফুটবলে বৃহস্পতিবার মহিলাদের প্রীতি ম্যাচে কলকাতার গয়েশপুর স্পোর্টস ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-০ গোলে জলপাইগুড়ির ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টস অ্যান্ড কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। পূর্ণিমা মান্ডি, বিশাখা বর্মন, লক্ষ্মী মুদি ও ম্যাচের সেরা শ্রাবণী হাজরা গোল করেন।

ক্রিকেট ট্রায়াল শুরু

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা সিনিয়ার টি২০ ক্রিকেট ২৭ অক্টোবর শুরু হবে। প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ি দল গঠনের জন্য তিনদিনের ট্রায়াল বৃহস্পতিবার শুরু হল। সংস্থার যুগ্ম ক্রিকেট সচিব সন্দীপ দাসগুপ্ত জানিয়েছেন, আরএসএ মাঠে এদিন ট্রায়ালে ৬০ জন অংশ নিয়েছিল।

Prestige®
রান্নার প্রতি ভালোবাসা যার, সে প্রেস্টিজকে কীভাবে করবে অস্বীকার।

এমন উদ্ভাবন যা নিয়ে গর্ব করা যায়, এমন দামে যা উদ্‌যাপন করা যায়।
শুভ সাশ্রয় (কমানো GST দাম) আর শুভ উৎসব অফার্স-এর সাথে উৎসব উদ্‌যাপনের আনন্দ হোক দ্বিগুণ

Prestige® শুভ উৎসব
10 সেপ্টেম্বর - 31 অক্টোবর, 2025

75 Years of Prestige

কিনুন*
স্বচ্ছ ট্রাই-প্লাই কুকার 3লিঃ
MRP: ₹3 535.00
(GST হ্রাসের পরবর্তী মুল্য)

স্বচ্ছ ট্রাই-প্লাই কুকারের সাথে ₹1 530.00 মুল্যের স্টেনলেস স্টিল কড়াই 24 সেমি
বিনামূল্যে*

কিনুন
ট্রাই-প্লাই 3 পিস কুকওয়্যার সেট* (কড়াই, ফ্রাই প্যান, সস্ প্যান)
MRP: ₹4 990.00
(GST হ্রাসের পরবর্তী মুল্য)
এবং পান
₹2 945.00 মূল্যের স্বচ্ছ ট্রাই-প্লাই কুকার 2লিঃ
বিনামূল্যে*

কিনুন
ম্যাজিক বেস প্রিমিয়াম স্টেনলেস স্টিল ক্যাসেরোল 24 সেমি
MRP: ₹6 080.00
(GST হ্রাসের পরবর্তী মুল্য)
এবং পান
₹3 100.00 মূল্যের নক্ষত্র আলফা স্বচ্ছ কুকার 3লিঃ
বিনামূল্যে*

কিনুন
স্টেনলেস স্টিল প্লাটিনা 3 পিস কুকওয়্যার সেট* (কড়াই, ফ্রাই প্যান, সস্ প্যান)
MRP: ₹3 730.00
(GST হ্রাসের পরবর্তী মুল্য)
এবং পান
₹2 480.00 মূল্যের স্টেনলেস স্টিল নক্ষত্র এসেনশিয়াল স্বচ্ছ কুকার 3লিঃ
বিনামূল্যে*

PRASA-2025

সকল মূল্য হ্রাসের জন্য QR কোড স্ক্যান করুন
সংশোধিত GST হার 22 সেপ্টেম্বর থেকে প্রযোজ্য।
CUSTOMER CARE NO 080-60004411
Scan to find Prestige Xclusive stores
Shop Online on shop.ttkprestige.com
ttk

*নিয়ম ও শর্তাবলী। একটি জিনিসের জন্য যে দাম লেখা আছে, তাতে সব ট্যাক্স মিলিয়ে এমআরপি দেওয়া হয়েছে। ছাড় শুধু এমআরপি-র উপরেই প্রযোজ্য, আর দুটি অফার একসাথে নেওয়া যাবে না। প্রতিটি অফার শুধু এক ইউনিট কেনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রতিটি যোগ্য ক্রয়ে একটি ইউনিট বিনামূল্যে দেওয়া হবে। অফার কেবল নির্দিষ্ট মডেল ও বাছাই করা স্টোরে প্রযোজ্য, এবং স্টক থাকা পর্যন্তই চলবে। একটি স্বচ্ছ ট্রাই-প্লাই 3 লিটার ইনার লিড কুকার কিনলে, গ্রাহক 24 সেমি-র একটি এসএস কড়াই বিনামূল্যে পাবেন। ট্রাই-প্লাই 3-পিস কুকওয়্যার সেটে রয়েছে 24 সেমি ফ্রাই প্যান, এসএস লিডসহ 24 সেমি কড়াই ও 16 সেমি সসপ্যান। আর এসএস প্লাটিনা 3-পিস কুকওয়্যার সেটে রয়েছে 22 সেমি ফ্রাই প্যান, গ্লাস লিডসহ 22 সেমি কড়াই ও গ্লাস লিডসহ 16 সেমি সসপ্যান। প্রেস্টিজ® লোগোটি ভারতে টিটিকে প্রেস্টিজ লিমিটেড-র রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী জানতে আপনার নিকটবর্তী প্রেস্টিজ এক্সক্লুসিভ / ডিলার আউটলেটে যান।

For Franchise Enquiry Please contact Mob – 9903329820/ 7003070567 ■ For Distributor & Institutional enquiries Call +91 9230335256

Prestige® Xclusive
Berhampore : 6297018384, **Siliguri PaniTanki More :** 9434007070, **Jaigaon:** 9800072350, **Balurghat:** 8116109940, **Nagrakata:** 9775888737, **Siliguri Sevoke More:** 8372915345, **WEST TRIPURA -AGARTALA:** 9774113634, **ASSAM SILCHAR:** 6901970980

Siliguri: Mahakali Stores 9474583722, Nadia Stores 9932026652, Pranab Stores 9434327298, Royal Suppliers 9832073734, G.N. Variety Stores 9475837488, Jony Enterprise 8250725810, Abiskar 8637898647, Maruti Electric & Appliances 9531563049, Crockery Palace 9800279759, Anurag Enterprise 9800006868, Champasari: Mega Basket 7001007500, Naxalbari: Charu Enterprise 9932707325, **Coochbehar**: S. P. Trading 9434686111, New Jain Sales 8116877336, Muskan Enterprise 94745-21627, Tolaram Dalimchand 03582-230251, **Dinhata**: Joarder & Co. 98323-74284 , Saha Bros 9475118237, **Jaigaon**: Sharma Brothers 94343 49769, Crockery House 9233780167, Apna Bazaar 9232052304, Vikash Enterprise 9609990903, **Malbazar** : North Bengal Metal Stores 6297777504, **Birpara**: Ganesh Metal 9832409730, **Darjeeling**: Anup Sales agency 98320-91247, Jyoti Enterprise 9641057482, **Islampur**: Durga metal Stores 9933889549 , Islampur Metal 73844-29290, Ananda Basanalaya 9832005305, Uttam Basanalaya 9434557143, Banik Basanlaya ,9641337983 Alipurduar: Kundu & Sons 7980233484, Variety Gas Oven 9434184967, Dooars Appliances 7001170324, Metal Palace- 7501557223, **Falakata**: Bhubaneswari Enterprise 9932460645, Maa Kali Plastic 7318657846, **Jalpaiguri**: Prasadiram Prabhudayal 6294584613, Sanghai Brothers 9434044430, **Dhupguri** : Ghar Sansar 97343-39739, Kundu Variety 9832488838, **Malbazar:** Maa store 9474589514, **Malda**: Bengal Varaiety Stores 9851414493, Malda Electric House (Chata Bhandar) 9434680562, Shree Bishownath Stores (Koushik Dutta) 9093881463, The Shailo Bhandar 9641385967, Natun Ghar Sansar 73848 08880, Laxmi Aluminium Stores 82503 52023, Akansha Enterprise 70011 49519 , **Kaliachak**: Alumunium Shoping House 9851740686, **Chanchal**: Sharma Sound & Service 8513077592, N&N Das And Sons 94346 83511, **Kaliaganj**: Ashirbad 9434373897, Subhasini Stores 743215638, **Balurghat**: M/S S Kumar Steel Traders 9434194161, Shree Balaji Steel 7278688010, New Tirupati Steel Furniture 9800531986, **Raiganj**: Bharat Glass Stores 8100401145, Laxmi Tredars 9475719038, Bisweswar Stores 9434246931, Radha Krishana Enterprise 7364019068, Parnasree Kundu 9474790175, **Gangarampur**: VIP House 7872109404, Manorama 9474434218, **Baharampur**: New Griho Sova 9735663326, Joy Guru Luggage House 97325 15210, Chaudhari 79 94744 76508, **Farakka**: Das Brothers 9434530472, Madhobi Basanalaya 89187 50274, **Umarpur**: Shyam Traders 7501199272, Srimaa Gift House 99337 72121, **Basudebpure**: M S Mart (Musa) 81168 45937, **Raghunathganj**: Prabhati Stores 6294746546, New Trank Stores (Moti Da) 97325 72717, **Dhuliyan**: Chakrabarty Basanalaya 7908307110.

P. C. CHANDRA MORE THAN GOLD GROUP
MARK OF QUALITY & TRUST
85 Years

AWARDED PRESTIGIOUS BRANDS OF ASIA 2024-25 BY BARC

SINCE 1939
P. C. CHANDRA® JEWELLERS
A jewel of jewels

GUARANTEED
25% OFF# সমস্ত গয়নার মজুরীর উপর
10% OFF* হীরে ও অন্যান্য মূল্যবান রত্নের মূল্যের উপর
₹300 OFF** প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার উপর

পুরোনো সোনার গয়নার এক্সচেঞ্জে।* সুবিশ্বস্ত। স্বচ্ছ। সঠিক মূল্য।

অফার চলাকালীন আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা থাকবে

P.C. CHANDRA PRESENTS DHANTERAS DHANVARSHA
DHANTERAS Dhanvarsha
অফার 19th Oct, 2025 অবধি বৈধ
#InfiniteChoices
#HandcraftedJewellery

10 দিনে 4 টি নতুন শোরুম!
বাগনান (খাদিনান মোড়, O.T. রোড) | আমতলা (শিবতলা) | ডায়মন্ড হারবার (মাধবপুর,ওয়ার্ড নং 10) | ডানকুনি (বিনোদিনী নাট্য মন্দিরের বিপরীতে)

সার্টিফায়েড প্রাকৃতিক হীরে* | Golden Dreams- মাসিক স্বর্ণ সঞ্চয় প্রকল্প* | বিনামূল্যে বিমা পরিষেবা* | গিফট কার্ড*

*শর্তাবলী প্রযোজ্য। #25% OFF সমস্ত গয়নার মজুরীর উপর অফারটি 24K / 22K / 18K / 14K সোনার গয়না, RIHI রুপোর গয়না/সামগ্রী এবং প্ল্যাটিনাম গয়নার সম্ভার-এর উপর প্রযোজ্য। **Rs.300 OFF প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার উপর অফারটি শুধুমাত্র 22K / 18K / 14K সোনার গয়নার উপর প্রযোজ্য। 24K গয়না ও কয়েন-এর উপর এই অফার প্রযোজ্য নয়। *ধনতেরাস ধনবর্ষার অধীন অফারগুলি আমাদের সমস্ত শোরুমের ক্ষেত্রে বৈধ এবং অন্য কোনো অফারের সাথে প্রযোজ্য নয়।

pcchandraindia.com | amazon | TATA CLiQ | Follow us on
Customer Care: 8010700400 | WHATSAPP US: 6293759760
আমাদের শোরুমগুলির লোকেশন বিশদে জানতে অনুগ্রহ করে এই QR Code স্ক্যান করুন
75+ Showrooms